উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

COB

সেনসেক্স : ৮৪,৪০৪.৪৬ (-৫৯২.৬৭)
নিফটি : ২৫,৮৭৭.৮৫ (-১৭৬.০৫)

উদ্ধার পণবন্দি ১৭ শিশু
বৃহস্পতিবার পুলিশের রুদ্ধশ্বাস অভিযানে মুম্বইয়ের পাওয়াইয়ের স্টুডিও থেকে মুক্তি পেল ১৭ জন পণবন্দি শিশু। শিশুদের সঙ্গে পণবন্দি হন দুই প্রাপ্তবয়স্ক। » ৭

বন্ধ সান্দাকফুর ট্রেকিং রুট
উত্তরে দুর্যোগের আশঙ্কা। অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ সান্দাকফু সহ সংলগ্ন এলাকায় যাবতীয় ট্রেক রুট। অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজমের পাশাপাশি বন্ধ পাহাড়ের সমস্ত পার্ক। » ১০

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	২৩°	২৪°	২৫°	২৩°
সর্বনিম্ন	২২°	২২°	২২°	২০°

রিঙ্কুদের নয়া কোচ অভিষেক নায়ার » ১২

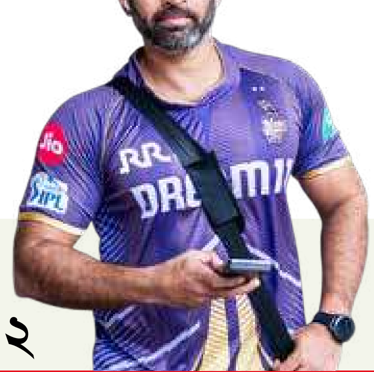

১৩ কার্তিক ১৪৩২ শুক্রবার ৫.০০ টাকা 31 October 2025 Friday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 161

চিরদিন কাহারো... ক্যাফে কালচারে স্বাদবদল

একসময় ছিল একচ্ছত্র আধিপত্য। দার্জিলিং মানেই ছিল কেভেন্টার্স কিংবা গ্লেনারিজের ছাদে বসে কফি কাপে চুমুক দেওয়া। সময় বদলেছে। বদলেছে স্বাদও। একচ্ছত্র আধিপত্যে ভাগ বসিয়েছে অন্য আরও সংস্থা। সেইসঙ্গে ছোটখাটো ক্যাফে তো রয়েইছে।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ স্পেশাল

রাহুল মজুমদার

দার্জিলিং, ৩০ অক্টোবর : শীতের জামা গায়ে ধোঁয়া ওঠা কাপ ঠোঁটে ঠেকিয়ে দার্জিলিং চায়ে চুমুক দিতেই জুড়িয়ে যায় প্রাণ। রোদ ঝলমলে আকাশ। কোনায় কিছুটা মেঘ। বুদ্ধের অবশ্য ঘুম ভাঙেনি। সাদা চাদর মুড়িয়ে তিনি তখন ঘুমিয়ে আকাশের গায়ে হেলান দিয়ে। কেভেন্টার্সের ছাদে বসে কাঞ্চনজঙ্ঘায় যখন চোখ আটকে, তখন ওয়েটার নিয়ে আসেন ইংলিশ ব্রেকফাস্ট প্ল্যাটার। চিকেন সসেজটি কাঁটাচামচে তুলে মুখে পুরতেই... আহা! গ্লেনারিজের চকোলেট বা ড্রাইফ্রুট মাফিনের ভক্ত ছড়িয়ে দেশ থেকে বিদেশে। ট্রেনে আসতে আসতে ফোনে দক্ষিণ ভারতের এক বন্ধুকে এসবই বলছিলেন সল্টলেকের অমলিতা মজুমদার। বছরদশেক পর ফের তিনি বেড়াতে এসেছেন শৈলশহরে।

কিন্তু চিরদিন কি কাহারো সমান যায়? নামের খ্যাতির জোরে কি বেশিদিন ভিড় আটকে রাখা সম্ভব হয়? পর্যটন মরশুমেও লম্বা লাইন চোখে পড়ছে শুধুমাত্র 'আশা'কে ঘিরে। কিছুটা দূরে আরেক বিখ্যাত ক্যাফেটেরিয়ার অধিকাংশ বসার জায়গা থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার দেখা মেলে না এখন। অমলিতা সব দেখে, চেখে তাই ভীষণরকম হতাশ।

দার্জিলিংয়ের একটি ক্যাফেটেরিয়ায় ভিড়।

দার্জিলিংয়ের বিখ্যাত সেই ক্যাফেটেরিয়া ও ক্যাফে কাম বেকারির একচ্ছত্র আধিপত্যতে ভাগ বসিয়েছে ফ্লুরিস। ভিড় টানতে জোর টক্কর দিচ্ছে ব্রিটিশ আমলে কলকাতায় তৈরি ওই ব্র্যান্ডের নতুন আউটলেট। সকাল সাড়ে ৭টা থেকে রাত সাড়ে দশটা পর্যন্ত পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে, জানালেন ওই ক্যাফের এক কর্মী। জনপ্রিয়তা বাড়ছে নেহরু রোডে থাকা ছোট ছোট স্থানীয় ক্যাফেগুলিরও।

ভিড় হ্রাস ও বৃদ্ধির অঙ্কে অন্যতম ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়িয়েছে খাবারের মান। বহু লোকের অভিযোগ, আগের তুলনায় অনেকটাই পড়েছে স্বাদ। কফি থেকে সসেজ, মাফিন থেকে অন্যান্য স্ন্যাক্স- সবেতেই বিখ্যাত দুই খাবারের জায়গা যেন ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে। সেখানে প্রায় একই বা কিছুক্ষেত্রে কম দামে ভালো মানের খাবার পরিবেশন করে খাদ্রপ্রেমীদের মন জিতছে অন্যরা।

অক্টোবরের এক সন্ধ্যায় কথা হচ্ছিল মহারাষ্ট্রের এক দম্পতির সঙ্গে। বরাবরের মতো ওই দুই জায়গায় প্রাতরাশ সেরেছেন। খাবার নিয়ে তাঁরা মোটেই সন্তুষ্ট নন। একটি টেক সংস্থার কর্মী সঞ্জয় আগরওয়ালও বললেন, 'দুই জায়গায় আগেও খেয়েছি। ইংলিশ প্ল্যাটারে থাকা চিকেন সসেজের

এরপর দশের পাতায়

উত্তরের খোঁজে

তৈরি থাকুন, বন্যা বইবে নাটক আর সংলাপের

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

ভোট আসছে মানে আপনারা সবাই তৈরি হয়ে যান মনে মনে! এই বাংলায় শিশির ভাদুড়ি, কৃষ্ণচন্দ্র দে, অহীন্দ্র চৌধুরী, উৎপল দত্ত, শম্ভু মিত্র, সরযূবালা দেবী, তৃপ্তি মিত্রদের অতি ক্ষুদ্র কিছু সংস্করণ দেখার জন্য।

অতি ক্ষুদ্র, তবে এঁরা প্রত্যেকেই নিজেদের মনে করেন অতি চালাক।

সংলাপের বন্যা বইবে, সংলাপের বন্যা। নাটক হবে, নাটক। নেতা হয়ে উঠবেন নাট্যাভিনেতা। আজকে স্বরক্ষেপণ বদলে যা বলা হবে, কাল বলা হবে তার সম্পূর্ণ উলটো। ভোটে টিকিট পাওয়ার জন্য বিদ্রোহীসুলভ কথাবার্তা শুরু করবেন অনেকে, মিডিয়াকে কাজে লাগিয়ে।

তারপর একদিন? তারপর একদিন নিঃশব্দে দেখবেন ঝাঁকের কই ঝাঁকে মিশে গেল সব অঙ্ক মিলে যাওয়ায়। নিজস্ব লাভ হলেই এঁদের যাবতীয় বিদ্রোহ শেষ।

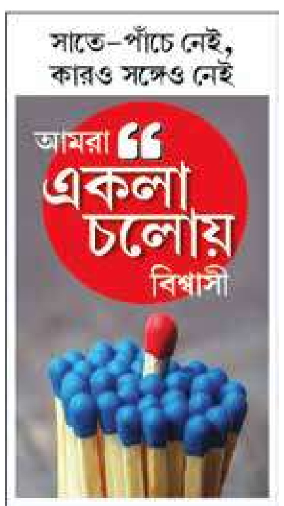

এসব শুরুও হয়ে গিয়েছে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে।

মুর্শিদাবাদের হুমায়ুন কবীরকে দিয়ে শুরু না করলে তাঁর মানইজ্জত থাকে না। পশ্চিমবঙ্গে এই মুহূর্তে তাঁর মতো বৈপ্লবিক কথাবার্তা কোনও নেতা বলছেন না। গত ক'দিন ধরে নিজের পার্টির বিরুদ্ধে এত কথা বলে গেলেন, যেন মনে হবে, তৃণমূল কংগ্রেসের থেকে খারাপ কোনও পার্টি হতে পারে না। এবং বহু দল ঘোরা হুমায়ুনের থেকে সততার পরাকাষ্ঠা হতেই পারে না কেউ। তবে আপনি জানেন না, কখন হুমায়ুনবাবু আবার কোনদিকে ডিগবাজি খাবেন।

উত্তরবঙ্গে এই মুহূর্তে হুমায়ুনের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার মতো নেতা আছেন দুজন। নগেন্দ্র রায় এবং বংশীবদন বর্মন। এঁদের কথা শুনলে একদিন মনে হবে, এঁরা বিজেপির দিকে। পরের দিনই মনে হবে তৃণমূলের দিকে। আসলে দুজনে বোঝাতে চান, যে দল বেশি গুরুত্ব দেবে, আমি তোমারই দলে।

দুজনে বহুদিন ধরেই রাজবংশী সম্প্রদায়ের লোকদের বোকা বানিয়ে চলেছেন নিজেদের আখের গুছিয়ে।

এরপর দশের পাতায়

১৩৪ বলে ১২৭। দুরন্ত শতরানে দলকে ফাইনালে পৌঁছে দিয়ে অঝোর ধারায় কাঁদলেন জেমিমা। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবার।

জেমিমার ব্যাটে রূপকথা

অস্ট্রেলিয়া-৩৩৮
ভারত-৩৪১/৫ (৪৮.৩ ওভারে)
(ভারত ৫ উইকেটে জয়ী)

নভি মুম্বই, ৩০ অক্টোবর : আইসিসি-র টুর্নামেন্ট জিততে হলে অস্ট্রেলিয়াকে 'বাইপাস' করে খেতাব জয়ের স্বাদ পাওয়া যায় না। ইংল্যান্ডে ২০১৭ সালে মহিলাদের ওডিআই বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে হরমনপ্রীত কাউরের মহাকাব্যিক অপরাজিত ১৭১ রানের ইনিংসে ক্যাঙারু বধ করেছিল মিতালি রাজের টিম ইন্ডিয়া। পরে ফাইনালে ইংল্যান্ডের কাছে ৮ রানে হার এখনও ভারতীয় ক্রিকেট সমাজের কাছে টাটকা ক্ষত। অনেকটা ২০২৩ সালের ১৯ নভেম্বরের 'কালো' রাতটার মতোই।

৮ বছর পর আরও একটা মহিলাদের ওডিআই বিশ্বকাপ। আরও একটা সেমিফাইনাল। সামনে সেই অস্ট্রেলিয়া। যারা মহিলাদের ৫০ ওভারের বিশ্বকাপে সাতবারের চ্যাম্পিয়ন। ২০২২ সাল থেকে বিশ্বকাপের আসরে অপরাজিত। ২০১৭ সালে ২০ জুলাইয়ের এক দুপুরে হরমনপ্রীত কাউর-ক্লাসিক দেখেছিল ক্রিকেট বিশ্ব। বৃহস্পতিবার নভি মুম্বইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে

এরপর দশের পাতায়

আরও এক আত্মহত্যায় সরব তৃণমূল

তালিকায় কারচুপির তত্ত্ব

নিউজ ব্যুরো

৩০ অক্টোবর : আরও এক আত্মহত্যায় জড়িয়ে গেল এসআইআর। এই নিয়ে পরপর তিনদিন। তার মধ্যে দুজনের মৃত্যু হয়েছে গলায় ফাঁস দিয়ে। দিনহাটার বিষপানে অসুস্থ খাইরুল শেখ আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। আত্মহত্যার সর্বশেষ ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার বীরভূমের ইলামবাজারে। ক্ষিতীশ মজুমদার (৯৫) নামে একজনের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয় তাঁর বাড়িতে।

এই আবহে এসআইআরের ভিত্তিবর্ষ ২০০২-এর ভোটার তালিকাতেই কারচুপির অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল। বৃহস্পতিবার তৃণমূল দপ্তরে সাংবাদিক বৈঠকে একের পর এক উদাহরণ তুলে ধরে ভোটার তালিকায় 'চুপি চুপি কারচুপি'-র অভিযোগ তোলেন রাজ্যের অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ও তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ।

২০০২ সালে ভোটার তালিকায় নাম থাকা সত্ত্বেও কমিশনের ওয়েবসাইটে আপলোড করা নতুন তালিকায় বিপুল সংখ্যকের নাম মুছে গিয়েছে তাঁদের অভিযোগ। অনিয়মের ওই অভিযোগগুলির মধ্যে বেশকিছু উত্তরবঙ্গের। যেমন নথি দেখিয়ে কুণাল দাবি করেন, কোচবিহার জেলার নাটাবাড়ি কেন্দ্রের ২ নম্বর বুথ যা কোচবিহার উত্তর কেন্দ্রের খাপাইডাঙ্গা গ্রামের ৩০৩ নম্বর বুথের অন্তর্ভুক্ত, সেই বুথে ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম ছিল ৭১৭ জনের। নতুন ভোটার তালিকায় নাম রয়েছে মাত্র ১৪০ জনের।

তৃণমূল মুখপাত্র বলেন, মাথাভাঙ্গা কেন্দ্রের পচাগড় গ্রামের ১৬০ নম্বর বুথে (মাথাভাঙ্গা কলেজ, রুম নম্বর ২) ২০০২ সালের তালিকায় ভোটার ছিলেন ৮৪৬ জন। এখন ২/২৪৪ নম্বর বুথে ৪১৬ জনের নাম রয়েছে। ৪১৭ থেকে ৮৪৬ পর্যন্ত নামগুলি তালিকা থেকে উধাও হয়ে গিয়েছে।

এরপর দশের পাতায়

কোথায় অসংগতি

- কোচবিহারের ৩০৩ নম্বর বুথে ২০০২-এ ভোটার তালিকায় ছিলেন ৭১৭ জন। এখন আছেন মাত্র ১৪০ জন
- মাথাভাঙ্গার ১৬০ নম্বর বুথে ২০০২ সালের তালিকায় ভোটার ছিলেন ৮৪৬ জন। ৪১৭ থেকে ৮৪৬ পর্যন্ত নামগুলি উধাও হয়ে গিয়েছে
- আলিপুরদুয়ারের মাঝেরডাবরিতে তালিকা থেকে এক বিএলও-র বাবা-মা ও ভাইয়ের নামই বাদ চলে গিয়েছে

এডিশন স্পেশাল

তেলে-জলে মেশে না, কটাক্ষ নমোর
» সাতের পাতায়

'মেয়েরাই বেশি মদ খায়'
» পাঁচের পাতায়

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

সাবেক ছিটে শঙ্কা এসআইআর নিয়ে

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ৩০ অক্টোবর : সাবেক ছিটমহলের বাসিন্দাদের এসআইআর কোন নথির ভিত্তিতে হবে, তা নিয়ে সেখানকার গ্রামবাসীরা তো বটেই, প্রশাসনও ধোঁয়াশায় রয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী এসআইআরের ক্ষেত্রে ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম থাকতে হবে। তবে ছিটমহল বিনিময় হয়েছে ২০১৫ সালের ৩১ জুলাই মধ্যরাতে। স্বাভাবিকভাবেই সেখানকার বাসিন্দাদের তার আগের কোনও সরকারি নথি নেই। তাই এসআইআর নিয়ে গ্রামবাসীদের আতঙ্ক রয়েছে। কীভাবে সেখানে এসআইআর প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে, তা মহকুমা তথা জেলা প্রশাসনও স্পষ্টভাবে জানাতে পারেনি।

স্পষ্ট করে বলতে পারছে না প্রশাসনও

বৃহস্পতিবার জেলা শাসকের দপ্তরে এসআইআর নিয়ে সর্বদলীয় বৈঠক হয়। সেখানে রাজনৈতিক নেতারা জেলা শাসকের কাছে দাবি জানান, সাবেক ছিটবাসীদের যাতে এসআইআরের ক্ষেত্রে কোনও সমস্যা না হয় তা গুরুত্ব দিয়ে দেখার। বৈঠক সূত্রে খবর, কী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এসআইআর হবে তা নিয়ে জেলা শাসকও স্পষ্ট জবাব দিতে পারেননি। তিনি বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন। এবিষয়ে একাধিকবার ফোন করা হলেও জেলা শাসক রাজু মিশ্র ফোন না ধরায় তাঁর বক্তব্য মেলেনি। কোন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সাবেক ছিটবাসীদের এসআইআর হবে, এ প্রশ্নের জবাবে দিনহাটার ভারপ্রাপ্ত মহকুমা শাসক বিজয় গিরির জবাব, 'এটা আমার জানা নেই।'

এসআইআর ঘোষণা হতেই সাবেক ছিটগুলির বাসিন্দাদের চোখেমুখে উদ্বেগের ছাপ স্পষ্ট হচ্ছে।

এরপর দশের পাতায়

স্কুলের ভাঙা দেওয়ালের ইট নিলেন পড়শিরা

ভ্যানে করে ইট নিয়ে যাচ্ছেন গ্রামবাসী। গোসানিমারি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতে।

অমৃতা দে

দিনহাটা, ৩০ অক্টোবর : রাজ্যজুড়ে শিক্ষা ব্যবস্থার বেহাল দশা নিয়ে যখন নানা মহলে প্রশ্ন উঠছে, রাজ্য সরকার বা শিক্ষা দপ্তরের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলছেন সাধারণ মানুষ, তখন সাধারণ মানুষের দায়বদ্ধতা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন। যাঁদের সন্তানদের জন্য বিদ্যালয় তাঁরাই বিদ্যালয়ের ভেঙে পড়া দেওয়ালের ইট খুলে নিয়ে যাচ্ছেন। ঘটনায় ক্ষোভ ছড়িয়েছে দিনহাটার গোসানিমারি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের কামতাপুর এলাকায়।

বৃহস্পতিবার দুপুর নাগাদ কামতা নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের একটি পরিত্যক্ত ঘরের দেওয়াল ভেঙে ফেলার অভিযোগ ওঠে। ঘটনার কিছুক্ষণের মধ্যেই এলাকার কিছু বাসিন্দা ভ্যান ও ঠেলায় ভেঙে পড়া দেওয়ালের ইট নিজেদের বাড়িতে নিয়ে চলে যান বলে অভিযোগ উঠেছে।

তবে ঘটনাকে কেন্দ্র করে দু'ভাগে বিভক্ত গ্রামবাসীরা। একদল অভিযোগ করছেন, বিদ্যালয়ের আশপাশের কিছু বাসিন্দা ইচ্ছে করেই ট্র্যাক্টর দিয়ে দেওয়ালটি ভেঙে ফেলেছেন, যাতে বিদ্যালয়ের জমি দখল করা যায়। অন্য একদল বলছেন, দেওয়ালটি ছিল পুরোনো ও জীর্ণ, তাই হঠাৎই ভেঙে পড়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দা দীপককুমার রায় অভিযোগ করেন, 'ট্র্যাক্টর দিয়ে জেনেবুঝে দেওয়ালটি ফেলা হয়েছে। পরে ইটগুলো বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়।' আর এক গ্রামবাসী বিষ্ণু রায় বলেন, 'বিদ্যালয়ের মাঠে বহুবার ধান শুকানো, ঘরে ধানের বস্তা রাখা, এমনকি মাঠে ট্র্যাক্টর ও গোরুর গাড়ি রাখার মতো ঘটনাও ঘটেছে। এখন দেওয়াল ভেঙে ইট নিয়ে যাওয়া শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি চরম অবমাননা।'

বিদ্যালয়ের সূত্রে জানা গিয়েছে, বহুদিন আগে এই বিদ্যালয়ের গ্রাম শিক্ষা কমিটি ভেঙে গিয়েছে। বিদ্যালয়ের পুরো দায়িত্ব এখন প্রধান শিক্ষক বিকাশ দাসের ওপর। স্কুল চলাকালীন কীভাবে বিদ্যালয়ের দেওয়াল ভাঙা এবং সেই দেওয়ালের ইট খুলে নিয়ে যাওয়া যায় তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিকাশ দাস অবশ্য জানান, 'ঘটনাটি প্রায় দুপুর দুটো নাগাদ ঘটে। আমি তখন ছাত্রদের বাড়িতে ভিজিটে গিয়েছিলাম। ফোনে খবর পেয়ে এসে দেখি, ইটগুলো আর নেই। দেওয়ালটি প্রায় ৪০ বছর পুরোনো ও পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল।

এরপর দশের পাতায়

কুলিকে পরিযায়ীর সংখ্যা ছাড়াল ১ লক্ষ

'...তারপর চলে যায় কোথায় আকাশে? তাদের ডানার ঘ্রাণ চারিদিকে ভাসে।' জীবনানন্দ তাঁর কবিতার পাখিদের বর্ণনা করেছিলেন এভাবেই। উত্তরের আকাশেও পাখিদের অবাধ বিচরণ। পরিযায়ীদেরও। সেই পাখিদের নিয়েই বিশেষ সিরিজ। আজ প্রথম পর্ব।

পাখি সব করে রব

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ৩০ অক্টোবর : বহুদিন ধরেই অধীর একটা অপেক্ষা ছিল। অবশেষে পরিবেশপ্রেমীদের সেই অপেক্ষার অবসান। রায়গঞ্জের কুলিক পক্ষীনিবাসে এবছর পরিযায়ী পাখির সংখ্যা এক লক্ষ ছাড়িয়ে গেল। গত পাঁচ বছরের মধ্যে এবারে পরিযায়ী পাখির সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। রায়গঞ্জ বন দপ্তরের উদ্যোগে গত ১৪ এবং ১৫ সেপ্টেম্বর এখানে পাখি গণনা হয়। স্কুল, কলেজের পড়ুয়ারা ছাড়াও বনকর্মীরা ও বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সদস্যরা তাতে শামিল হন। এবারের গণনায় কুলিকে মোট ১ লাখ ৫৮টি পাখির খোঁজ মিলেছে। এর মধ্যে ওপেনবিল স্টর্কের সংখ্যা ৬৯ হাজার ৫৫৮, ইগরেট ১৫ হাজার ৪৮৬, কর্মোরেন্ট ৯ হাজার ৯৫১, নাইট হেরন ৩ হাজার ৫৫৭ এবং গ্লসি আইবিস ১ হাজার ৫০৬।

চারিদিকে কংক্রিটের জঙ্গল বাড়ছে। পাহাড়ের নানা এলাকাতেও হোমস্টের বাড়বাড়ন্ত। ফলে সেই সমস্ত জায়গা এখন পাখিদের সেভাবে পছন্দ নয়। সেই পরিস্থিতিতে রায়গঞ্জের এই পাখিরালয়ে কী কারণে পরিযায়ীদের আনাগোনা বাড়ছে? বন আধিকারিক ভূপেন বিশ্বকর্মা বললেন, 'পরিযায়ী পাখিদের জন্য এখানে বসবাসের উপযুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশ রয়েছে। বাসা বাঁধার মতো উপযুক্ত গাছ ও পর্যাপ্ত খাবার থাকায় এখানে তাদের আনাগোনা বেড়ে চলেছে।'

উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জের কুলিক পক্ষীনিবাস এশিয়া মহাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম পক্ষীনিবাস হিসেবে পরিচিত। প্রতি বছরের মে মাসের শেষের দিকে এখানে পরিযায়ী পাখিদের আগমন হয়। প্রজননের পর ছয়-সাত মাস এখানে থেকে ছোটদের লালনপালন চলে। এরপর নভেম্বর-ডিসেম্বরে তারা ভিনদেশে পাড়ি দেয়।

কুলিকে পরিযায়ী পাখিদের আগমন যে এবারই বেড়েছে এমনটা নয়। বন দপ্তরের একটি হিসেবে দেখা যাচ্ছে, ২০২০ সাল থেকে এখানে পরিযায়ীদের সংখ্যা বাড়ছে। সেই বছর এখানে ৯৯,৬৩১টি পরিযায়ী পাখি এসেছিল। পরের বছর ৯৮,৭৩৯টি পাখি আসে। ২০২২ সালে ৯৯,৩৯৩টি, ২০২৩ সালে ৭৮,১৪১টি এবং ২০২৪ সালে ৯৬,৭১৯টি পরিযায়ীর এখানে আগমন হয়েছিল। আর এই বছরের হিসেব তো আগেই বলা হয়েছে।

কুলিকে পরিযায়ী পাখিগুলি যেভাবে এক-একটি গাছ দখল করে থাকে তাতে সেগুলিকে খালি চোখে আলাদাভাবে ঠাওর

এরপর দশের পাতায়

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

শিলিগুড়ি চার্চ রোড শাখা : ২১/১ হিলকার্ট রোড, এয়ার ভিউ মোড় শিলিগুড়ি - ৭৩৪০০১ (পশ্চিমবঙ্গ)
টেলি :- (০৩৫৩) ২৬৬২১০১ * ইমেল : S024@indianbank.co.in
পরিশিষ্ট - IV-এ' [রুল ৮(৬)-এর অনুবিধি দেখুন]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৮(৬)-এর অনুবিধি সহ পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২-এর অন্তর্গত স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় নোটিশ।

সাধারণভাবে জনসাধারণ এবং নির্দিষ্টভাবে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদাতা (গণ)-কে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি বন্ধকী ঋণদাতাকে বন্ধক দেওয়া/চার্জ দেওয়া সম্পত্তির গঠনমূলক (প্রতীকী) দখল ইন্ডিয়ান ব্যাংকের, শিলিগুড়ি চার্চ রোড শাখার অনুমোদিত আধিকারিক বন্ধকী ঋণদাতা 'যেখানে যেমন আছে,' 'যেখানে যা কিছু আছে,' 'যেখানে যাই থাকুক' ভিত্তিতে ১৯.১১.২০২৫ তারিখের হিসাবে পুনরুদ্ধারের জন্য টা: ৯৭,৪২,৪৮৫.০০ (টাকা সাতানব্বই লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার চারশত পঁচাশি মাত্র) (২৪.১০.২০২৫ তারিখ থেকে) ইন্ডিয়ান ব্যাংকে, শিলিগুড়ি চার্চ রোড শাখার সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে ১. এম/এস আরআরটি এয়ারলিক গ্যাসেস প্রাইভেট লিমিটেড শ্রীমতী রূপালি রায় শ্রী তেনুরাম রায়ের স্ত্রী প্রতিনিধিত্বে, এবং শ্রী তেনুরাম রায় বিশ্বেশ্বর রায়ের পুত্রের (ডিরেক্টর/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা) একটি নিবন্ধিত কার্যালয় রয়েছে যেটির বর্তমান ঠিকানা :- ডি ৮৫ এমএমআর, মেসার্স অ্যাবড গ্রুপ বাঘাযতীন কলোনির নিকট, এল-২, ওয়ার্ড নং- ৪৫, পোস্ট এবং থানা- প্রধাননগর, শিলিগুড়ি এসএমসি, জেলা- দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৩৪০০৩, ২. এম/এস আরআরটি এয়ারলিক গ্যাসেস প্রাইভেট লিমিটেড-এর ফ্যাক্টরি/গোডাউন সরকার পাড়া, থানা- রাজগঞ্জ, পোস্ট-ফুটকি পাড়া, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৩৫১৩৫ এ অবস্থিত, ৩. শ্রীমতী রূপালি রায় শ্রী তেনুরাম রায়ের স্ত্রী এবং শ্রী তেনুরাম রায় বিশ্বেশ্বর রায়ের পুত্র (ডিরেক্টর/ জামিনদাতা/বন্ধকদাতা)-এর স্থায়ী ঠিকানা: কসবা, পোস্ট- আহাজিরপুর, থানা- গঙ্গারামপুর, জেলা :- দক্ষিণ দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ ৭৩৩১২৪ এই ঠিকানায় বসবাসরত ব্যক্তির বকেয়া রয়েছে।

ই-অকশন পদ্ধতিতে বিক্রয়ের জন্য আনীত সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে তালিকাভুক্ত :

সম্পত্তিটি স্থাবর সম্পত্তি রূপে বিস্তারিত বিবরণ (সিকিউরিটি নং-১)	জমি সহ নির্মাণ ভূমিটি এম/এস আরআরটি এয়ারলিক গ্যাসেস প্রাইভেট লিমিটেড ডিরেক্টর শ্রী তেনুরাম রায় এবং শ্রীমতী রূপালি রায়ের স্বত্বাধিকারে মোট এলাকার পরিমাণ ২৪.৭৫ ডেসিমেল অথবা ১৫ কাঠার বেশি বা কম আর এস প্লট নং- ৪৪১ এবং ৪৪২ এর অন্তর্ভুক্ত অনুরূপভাবে এলআর প্লট নং ১০৬১ এবং ১০৬০ ... [illegible] ... মৌজা পানিকৌড়ি, জে.এল নং- ১২, শিট নং- ১, থানা- রাজগঞ্জ, জেলা- জলপাইগুড়িতে অবস্থিত, ... [illegible] ...
সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা	ব্যাংকের দ্বারা জানা নেই
সংরক্ষিত অর্থমূল্য	টাঃ ৪২,১৬,০০০.০০ (টাকা বিয়াল্লিশ লক্ষ ষোলো হাজার মাত্র)
ইএমডি অর্থমূল্য	টাঃ ৪,২২,০০.০০ (টাকা চার লক্ষ বাইশ হাজার মাত্র)
দর বৃদ্ধির পরিমাণ	টাঃ ২০,০০০ (টাকা কুড়ি হাজার মাত্র)
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী প্ল্যাটফর্ম https://www.ebkray.in- এ ই-অকশনের তারিখ এবং সময়	১৯.১১.২০২৫ সকাল ১১ :০০টা থেকে বিকেল ০৫.০০টা
সম্পত্তি আইডি নং	আইডিআইবি ৫০৪৫১৪৫১৬৭০এ
ফ্ল্যাট এবং স্থাপনা রূপে সম্পত্তিটির বিস্তারিত বিবরণ (সিকিউরিটি নং-২)	ভার্টিকাল ট্যাঙ্ক আইসিএসকে ইসি সহ থার্মো সাইফোন অপশান এবং পাওয়ার অন সাইলেন্ট ডিজি সেট ৩০ কেভিএ ডিজি সেট [illegible]
সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা	ব্যাংকের দ্বারা জানা নেই
সংরক্ষিত অর্থমূল্য	টাঃ ২৬,২৬,০০০.০০ (টাকা ছাব্বিশ লক্ষ ছাব্বিশ হাজার মাত্র) [illegible]
ইএমডি অর্থমূল্য	টাঃ ২,৬২,৬০০.০০ [illegible]
দর বৃদ্ধির পরিমাণ	টাঃ ১০,০০০ (টাকা দশ হাজার মাত্র)
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী প্ল্যাটফর্ম https://www.ebkray.in- এ ই-অকশনের তারিখ এবং সময়	১৯.১১.২০২৫ সকাল ১১ :০০টা থেকে বিকেল ০৫.০০টা
সম্পত্তি আইডি নং	আইডিআইবি [illegible]
বোলেরো পিকআপ রূপে সম্পত্তিটির বিস্তারিত বিবরণ (সিকিউরিটি নং-৩)	[illegible]
সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা	ব্যাংকের দ্বারা জানা নেই
সংরক্ষিত অর্থমূল্য	টাঃ ৬,১৭,০০০.০০ (টাকা ছয় লক্ষ সতেরো হাজার মাত্র)
ইএমডি অর্থমূল্য	টাঃ ৬২,০০০.০০ (টাকা বাষট্টি হাজার মাত্র)
দর বৃদ্ধির পরিমাণ	টাঃ ১০,০০০ (টাকা দশ হাজার মাত্র)
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী প্ল্যাটফর্ম https://www.ebkray.in- এ ই-অকশনের তারিখ এবং সময়	১৯.১১.২০২৫ সকাল ১১ :০০টা থেকে বিকেল ০৫.০০টা
সম্পত্তি আইডি নং	আইডিআইবি [illegible]

[illegible]

তারিখ : ৩০.১০.২০২৫ স্থান : শিলিগুড়ি — অনুমোদিত আধিকারিক

কিউআর কোড

ব্যাংকের ওয়েবসাইট www.indianbank.in	ই-অকশন ওয়েবসাইট	সম্পত্তির অবস্থান	সম্পত্তির ছবি

যোগাযোগের ব্যক্তি : [illegible]

তুলসীহাটা শাখা
জেলা : মালদা
পশ্চিমবঙ্গ

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD
(পূর্বের এলাহাবাদ ব্যাংক)

আইএফএসসি কোড : আইডিআইবি০০০এস৬৯৩
ইমেল : S693@indianbank.co.in

পরিশিষ্ট - IV-এ" [রুল ৮ (৬) এর প্রতি অনুবিধি দেখুন]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৮(৬)-এর অনুবিধি সহ পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অন্তর্গত স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় নোটিশ।

[illegible]

সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ :	[illegible]
সম্পত্তির প্রতি দায়বদ্ধতা	জানা নেই
সংরক্ষিত অর্থমূল্য	টাঃ ১,১৩,০০,০০০/- (টাকা এক কোটি তেরো লক্ষ মাত্র) [illegible]
ইএমডি অর্থমূল্য	টাঃ ১১,৩০,০০০/- [illegible]
দর বৃদ্ধির পরিমাণ	টাঃ ১,০০,০০০/- (টাকা এক লক্ষ মাত্র)
ই-অকশনের তারিখ এবং সময়	১৯.১১.২০২৫ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকেল ৫:০০ টা
সম্পত্তির আইডি নং	আইডিআইবি [illegible]

[illegible]

তারিখ : ৩০.১০.২০২৫
স্থান : তুলসীহাটা — অনুমোদিত আধিকারিক

কিউআর কোড

ব্যাংকের ওয়েবসাইট www.indianbank.in	ই-অকশন ওয়েবসাইট	সম্পত্তির অবস্থান	সম্পত্তির ছবি	সম্পত্তির ভিডিও

যোগাযোগের ব্যক্তি : ১) শ্রী পঙ্কজ কুমার-অনুমোদিত আধিকারিক - মোবাইল নং - [illegible] / ২) শ্রী মুন্না রজক, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার - মোবাইল নং - [illegible]

মালদার জোড়া সাফল্য

স্কুল গেমসে দুই সোনা

হরষিত সিংহ

মালদা, ৩০ অক্টোবর : রাজ্য স্কুল গেমসে জোড়া সোনা মালদার দুই প্রতিভার। অনূর্ধ্ব-১৯ বিভাগ জ্যাভলিনে প্রথম হয়েছে কাউল আখতার। আবার অনূর্ধ্ব-১৭ ১০০ মিটার দৌড়ে প্রথম হয়েছে মেহেবুল আহমেদ। কাউল ও মেহেবুলের সাফল্যে উচ্ছ্বসিত জেলার ক্রীড়া মহল। ওই দুজনেরই কোচ অসিত পাল বললেন, 'কাউল ও মেহেবুল কঠোর পরিশ্রম করছে। তাদের সাফল্যে আমি খুশি। আশা করছি আগামীতে দুজন আরও ভালো ফল করবে।'

কাউলের বাড়ি ইংরেজবাজার ব্লকের বুধিয়া গ্রামে। সে বুধিয়া হাই মাদ্রাসার একাদশ শ্রেণির ছাত্র। মেহেবুল কালিয়াচক থানার জালুয়াবাথাল দক্ষিণ কদমতলী গ্রামের বাসিন্দা। সে মহদিপুর হাইস্কুলে একাদশ শ্রেণিতে পাঠরত। স্কুল গেমসে প্রথম হওয়ায় তারা জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছে।

কাউলের বক্তব্য, 'এখন থেকেই অনুশীলন শুরু করে দেব যাতে জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় ভালো ফল করা যায়।' মেহেবুলের কথায়, 'একশো মিটার দৌড়ে প্রথম হয়ে খুব ভালো লাগছে। আগামীতে আরও ভালো খেলতে চাই। আমার দেশের হয়ে খেলার স্বপ্ন রয়েছে।' কলকাতা সাই ক্যাম্পে শুরু হয়েছে ৬৯তম স্কুল গেমস। ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কাউন্সিল ফর স্কুল গেমসের উদ্যোগে এই প্রতিযোগিতা চলছে।

পদক হাতে কাউল আখতার (উপরে) ও মেহেবুল আহমেদ।

eNIT No: 08/WBSRDA/DD/2025-26 (1st Call) of The Executive Engineer, P & RD Department & HPIU, WBSRDA, Dakshin Dinajpur Division
Vide Memo No. : 790\WBSRDA\DD. Dated : 29.10.2025
(E-Procurement)

Details of eNIT NO :- 08/ WBSRDA/DD/2025-26 (1st Call) of The Executive Engineer, P & RD Department & HPIU, WBSRDA, Dakshin Dinajpur Division may be seen in the office of the undersigned between 11.00 hrs. to 16.00 hrs. on any working day and also be seen from Website https://wbtenders.gov.in (under the following organization chain-'PANCHAYAT AND RURAL DEVELOPMENT, WBSRDA, DAKSHIN DINAJPUR DIVISION') on 29.10.2025 at 17.00 Hrs.

Sd/-
Executive Engineer
P & RD Department & HPIU, WBSRDA
Dakshin Dinajpur Division

Brief Referral
NOTICE INVITING e-TENDER

Tender are invited vide (1) e-NIT No. 107/APAS/2025-26 to e-NIT No. 108/APAS/2025-26, Memo No. 1261/G-II to 1262/G-II, Dated: 11/10/2025, (2) e-NIT No. 109/ APAS/2025-26 to e-NIT No. 123/ APAS/2025-26, Memo No. 1269/G-II to 1283/G-II, Dated: 14/10/2025, (3) e-NIT No. 124/APAS/2025-26 to e-NIT No. 136/APAS/2025-26, Memo No. 1323/G-II to 1335/G-II, Dated: 18/10/2025, (4) e-NIT No. 137/APAS/2025-26 to e-NIT No. 162/APAS/2025-26, Memo No. 1345/G-II to 1370/G-II, Dated: 24/10/2025, (5) e-NIT No. 163/ APAS/2025-26 to e-NIT No. 178/ APAS/2025-26, Memo No. 1372/G-II to 1387/G-II, Dated: 24/10/2025 (of the undersigned, intending bidders may participate through http://wbtenders.gov.in and / or may contact this office for details.

Sd/-
Block Development Officer
Goalpokher-II Dev Block
Chakulia, Uttar Dinajpur

Ghani Khan Choudhury Institute of Engineering and Technology
(A Centrally Funded Technical Institute under Ministry of Education, Government of India)
P.O: Narayanpur, Malda - 732 141, West Bengal

Dated: 30.10.2025

Online applications are invited to fill up the various faculty and staff vacancies of the institute in the prescribed format available on the institute website www.gkciet.ac.in from 01.11.2025. Last date of receipt of online application is **30.11.2025**
Any addendum/corrigendum/updates shall be posted only on the Institute website.

Director, GKCIET

BLOCK DEVELOPMENT OFFICER SADAR BLOCK JALPAIGURI

NITNO WB/JAL/SADAR/B.D.O/APAS/17,DATED:29/10/2025 Invited by the undersigned for 04 No's of work under Sadar Block, Jalpaiguri (II) WB/JAL/SADAR/B.D.O/APAS/18,DATED:29/10/2025 invited By the undersigned for 05 No's of work under Sadar Block, Jalpaiguri (III) WB/JAL/SADAR/B.D.O/APAS/19, DATED:29/10/2025 invited by the undersigned 04 No's of work under Sadar Block, Jalpaiguri (IV) WB/JAL/SADAR/B.D.O/APAS/20,DATED:29/10/2025 invited by the undersigned 05 No's of work under Sadar Block, Jalpaiguri Period and time for download of bidding documents: From 29/10/2025 Time: 18.00 Hour To:12/11/2025Time: 14.00 Hours. Please visit on Website:www.wbtenders.gov.in Detailed will be available from the office on all working days.

Sd/-
Block Development Officer
Sadar Block, Jalpaiguri

E-TENDER NOTICE
OFFICE OF THE MAYNAGURI MUNICIPALITY
MAYNAGURI, JALPAIGURI

Notice for Reference:
I. NIeT No.:- WBMAD/e-Tender/11/of EO/APAS/MNM/JAL/2025-26, Vide Memo- 1922/MNM/2025, Date: 29.10.2025
II. Tender ID: 2025_MAD_933782_1 to 15

1	Date of publishing NIeT Documents.(online) (Publishing Date)	30.10.2025 From 6:00 P.M. onwards.
2	Tender Document download start date and time. (online)	30.10.2025 From 6:00 P.M. onwards.
3	Start Date of Bid Submission. (Technical and Financial) (online)	31.10.2025 From 6:00 P.M. onwards.
4	Closing date and time of Bid submission (Technical and Financial) (online).	18.11.2025 Upto 6:00 P.M.
5	Date and time of opening of Technical Proposals (online).	20.11.2025 after 6:00 P.M.

S/d-
Chairman
Maynaguri Municipality

দিওয়ালি বাম্পারে ১১ কোটি

নিউজ ব্যুরো

৩০ অক্টোবর : পাঞ্জাব রাজ্য ডিয়ার দিওয়ালি বাম্পার ২০২৫-এর ড্র অনুষ্ঠিত হবে শুক্রবার, ৩১ অক্টোবর। সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, ৫০০ টাকা মূল্যের এই লটারিটি পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র পাওয়া যাচ্ছে। শুক্রবার লটারির ড্রটি ইউটিউবে সরাসরি দেখানো হবে। বিক্রিত টিকিটের ওপর খেলাটি হবে। এই খেলায় প্রথম পুরস্কার রয়েছে ১১ কোটি টাকা। এছাড়াও দ্বিতীয় পুরস্কার হিসাবে ৩ কোটি টাকা (১ কোটি টাকা করে ৩টি পুরস্কার), তৃতীয় পুরস্কার ১ কোটি ৫০ লক্ষ (৫০ লক্ষ টাকা করে ৩টি পুরস্কার) এবং আরও বেশ কিছু পুরস্কার রয়েছে।

অ্যাফিডেভিট

ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB63 20050899982 আমার নাম এবং বাবার নাম ভুল থাকায় গত 29-10-25, J.M. 1st Court, সদর কোচবিহার, অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Najrul Miya, S/o. Najiruddin Miya এবং Nazrul Miah, S/o. Naziruddin Miah এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। ড্রাইভিং লাইসেন্সে শুদ্ধভাবে আমার এবং বাবার নাম, যথা- Najrul Miya, S/O. Najiruddin Miya প্রতিষ্ঠিত করতে এই হলফনামা পেশ করলাম। ধাইয়েরহাট, মোওয়ামারী, কোতোয়ালি, কোচবিহার, পঃ বঃ (ভারত)। (C/118169)

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং. এম-পিডি-ওটি-০৪ অফ ২০২৫-২৬, তারিখ ২৮.১০.২০২৫। সিনিয়র ডিভিসনাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা অফিস বিল্ডিং, পো. ঝলঝলিয়া, জেলা মালদা, পিন- ৭৩২১০২ (প.ব.) কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজ সম্পাদনের জন্য রেলওয়ে/সেচ/সিপিডব্লু/এসইবি/এম ইএস অথবা অন্য যে কোনও রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় নথিভুক্ত সমেত সমতুল ধরণের কাজের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা এবং সুদৃঢ় আর্থিক সঙ্গতি এবং সামর্থ্য আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের থেকে নির্ধারিত ওয়েবসাইটে ১৯.১১.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টে পর্যন্ত ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **স্থান সহ কাজের নাম :** ওপেন টেন্ডারের মাধ্যমে মালদা টাউন এবং ভাগলপুর কোচিং ডিপোর এলএইচবি ধরনের কোচগুলিতে জলের ট্যাঙ্ক-এর ব্যবস্থা করতে পার্শ্ববর্তী স্থান অতিরিক্ত ভরাটের জন্য একবারের রেট্রো ফিটমেন্ট কাজ। **স্থান :** পশ্চিমবঙ্গের মালদা এবং বিহারের ভাগলপুর। **টেন্ডারের কাজের মূল্য:** ১৮% জিএসটি সমেত ৭,০৮,০০০.০০ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থঃ** ১৪,২০০.০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য:** শূন্য। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ :** স্বীকৃতিপত্র পাওয়ার তারিখ থেকে ১৮০দিন। **অনলাইনে টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ ও সময়:** ১৯.১১.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টে পর্যন্ত। ওয়েবসাইট বিবরণঃ www.ireps.gov.in **নোটিস বোর্ড:** ১. সিনিয়র ডিভিসনাল মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার / পূর্ব রেলওয়ে / মালদার কার্যালয় ২. ডিএমই (সি অ্যান্ডডব্লু)/ ভাগলপুর এর কার্যালয়। ৩. এসএসই/সিঅ্যান্ডডব্লু/মালদা টাউন এবং ভাগলপুর-এর কার্যালয়। **দ্রষ্টব্য:** (১) টেন্ডারদাতাগণকে ওয়েবসাইটে বিশদ বিজ্ঞপ্তি এবং টেন্ডার নথি পড়ে দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে হাতেহাতে দাখিল করা কোনো প্রস্তাব গৃহীত হবে না। (২) এই উদ্দীষ্ট কাজটির টেন্ডার সিঙ্গল প্যাকেট পদ্ধতিতে হবে। (৩) এই কাজের ক্ষেত্রে পিভিসি ধারা প্রযোজ্য হবে না। (৪) শিল্প সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন ও উৎসাহ বর্ধন বিভাগ যে স্টার্টআপ গুলিকে স্বীকৃতি দিয়েছে বিদ্যমান নিয়ম অনুসারে তাদেরকে সুবিধা দেওয়া হবে। নিয়ম অনুসারে ওই সংস্থাগুলিকে সকল রীতি মান্য করতে হবে। (৫) সকল টেন্ডারদাতাকে জিসিসি এপ্রিল' ২০২২ অনুসারে বিনামূল্যে ই-টেন্ডার ফর্ম প্রদান করা হবে। (৬) জিসিসি এপ্রিল' ২০২২ অনুসারে, টেন্ডার মূল্যের ২% হারে বায়না অর্থ প্রযোজ্য হবে। (৭) টেন্ডার নথির অ্যানেক্সার - IX অনুসারে টেন্ডার নথির সঙ্গে টেন্ডারদাতাগণকে নথির সত্যতা/ যথার্থতার অঙ্গীকার বয়ান দাখিল/ আপলোড করতে হবে।

(MLD-211/2025-26)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২০০০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২০৬০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১১৪৬৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১৪৭০৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১৪৭১৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

কর্মখালি

শিলিগুড়ি/জলপাইগুড়ি/ কুচবিহারবাসীদের বাড়ি থেকে কাজ করে দারুণ আয়ের সুযোগ। M/F চাই। 9474875922. (K)

ভালো রান্না ও ঘরের কাজ জানা দিন রাতের (২৪ ঘণ্টা) জন্য মাঝবয়সি মহিলা লাগবে। বেতন সাক্ষাতে। 9832066361. (C/118871)

দরজা এবং U.P.V.C উইন্ডো শোরুমের জন্য সেলসম্যান ও ট্যালি জানা একাউন্ট্যান্ট লাগবে। M : 8001040040.

আলিপুরদুয়ার হোটেলে Room Service-এর জন্য Waiter চাই। বেতন : 7000-8000, M : 9733078227. (C/118718)

অ্যাফিডেভিট

নিজ জন্মশংসাপত্রে পিতার নাম দিলীপ বর্মন এবং মা'র নাম Protima Barman থাকায় 15.9.2025 দিনহাটা JM (1st. Cl.) কোর্টে 1330 নং অ্যাফিডেভিট বলে পিতা দিলীপ কুমার বর্মন ও মা Pratima Barman হইল। পল্লব বর্মন, সাং- টেপরাই, সাহেবগঞ্জ। (S/M)

•

আমার পুত্রের আধার কার্ড নং 7431 2218 7956 নাম ভুল থাকায় গত 29-10-25 নোটারী পাবলিক, সদর কোচবিহার পঃ বঃ অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমার পুত্র Chinmay Roy এবং Chimay Roy এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলো। - Minati Roy, মরিচবাড়ি, খোচাবাড়ি, পুণ্ডিবাড়ি, কোচবিহার, পিন- 736121. (C/118170)

•

আমি Binay Roy, S/o. Jogendra Nath Roy, ঠিকানা- টেকাটুলি, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি। আধার কার্ড নং- 6224 7720 2529, আমার PLI/RPLI (Policy No. R-WB-SG-EA-28633) নামে ভুল থাকায় অ্যাফিডেভিট বলে 21/04/2025 তারিখে এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, জলপাইগুড়ি কোর্টে Binay Roy এবং Binoy Kumar Ray এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি নামে পরিচিত হলাম। (C/118870)

Notice

E-Tender is being invited from the bonafied contractors vide NIT. No-50/BDO/DEV/PHD/APAS/BDN-II-GP/2025-26, Date: 29.10.2025. Last date for Submission of Bids- 18/11/2025 at 11.00 A.M. Other details can be seen from the Notice Board of the undersigned in any working days.
Sd/- Block Development Officer, Phansidewa Development Block

কর্মখালি

B. Tech/Diploma in Civil, Site Supervisor (Experienced, Fresher) Computer Operator with Tally. Email : sankar54168@gmail.com (C/118875)

•

শিলিগুড়ি সেবক রোড, আশিঘর, চেক পোস্টের জন্য সিকিউরিটি গার্ড চাই (থাকা ফ্রি)। বেতন : 10,000/- - 11,500/-. (M) 98324-89908. (C/118388)

অ্যাফিডেভিট

আমি Md Sontu Mia, S/o. Md Salek Mia, Vill - Sadipur, P.O. J. Kagmari, P.S. Mothabari, Dist. Malda, Pin - 732207. আমার নাম কোর্টে যার No. R1694739. আমার নাম ও আমার বাবার নাম ভুল থাকায় গত 29/10/2025-এ E.M. কোর্ট মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে ভুল সংশোধন করে Mohammad Sontu Mia এবং Mohammad Salek Mia থেকে Md Sontu Mia, S/o. Md Salek Mia করা হল। (C/118874)

•

আমার Admit Card (WBBSE), রেজিস্ট্রেশন নং 3222 034843, Roll. 803002N No. 0033 এবং Admit Card (WBCHSE) রেজিস্ট্রেশন নং 1232123695, 2023-2024, Roll. 120821 No. 1144 বাবার নাম ভুল থাকায় গত 28-10-25, J.M. 1st Court, সদর কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমার বাবা Nibas Ch Barman, Nibash Barman এবং Nibhas Chandra Barman এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলেন। আমার বাবার সঠিক নাম Nibhas Chandra Barman সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে এই হলফনামা পেশ করলাম। - Rima Barman, পুষনাডাঙ্গা, কোতোয়ালি, কোচবিহার, পঃবঃ। (C/118168)

CINEMA সিনেমা

Now showing at
BISWADEEP
BAAHUBALI : THE EPIC
*ing Prabhas, Rana Daggubati, Anushka Shetty
Time : 1.00 & 5.00 P.M.

আজ টিভিতে

শাশুড়ি-বৌমা পর্বে নবাবি চিকেন আহারি এবং নান পরোটা তৈরি শেখাবেন প্রিয়া পাঠক পান এবং ঝর্ণা পান।
রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.১৫ অগ্নি, দুপুর ১.৩০ বাংলার বধূ, বিকেল ৪.৪৫ আমাদের জননী, সন্ধে ৭.৪৫ রকি, রাত ১০.৩০ হামি
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.০০ প্রেমী, দুপুর ১২.৩০ খোকাবাবু, বিকেল ৪.০০ প্রতিবাদ, সন্ধে ৭.০০ চ্যালেঞ্জ, রাত ১০.০০ মন মানে না
জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.৩০ পুত্রবধূ, দুপুর ১২.০০ মামা ভাগ্নে, ২.৩০ মায়ের আশীর্বাদ, বিকেল ৫.০০ একাই একশো, রাত ১০.৩০ ভালোবাসার ঠিকানা
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ অপরাহ্নের আলো
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ ঘরজামাই
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ আমার তুমি
কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : দুপুর ১২.২০ সুহাগন, ২.৫০ সিংহম রিটার্নস, বিকেল ৫.০০ রঘুবীর, সন্ধে ৬.৫০ বাগবান, রাত ১০.০০ কুঁয়ারা
জি অ্যাকশন : বেলা ১১.৩৪ এনকাউন্টার শংকর, দুপুর ২.১০ মাসুম, বিকেল ৫.১৩ রাধে, সন্ধে ৭.২৮ গোপী কিশন
জি সিনেমা : সকাল ৯.৪১ এক রিস্তা, দুপুর ১.২৫ হলিডে : আ সোলজার ইজ নেভার অফ ডিউটি, বিকেল ৪.৩৪ ভালিমাই, সন্ধে ৭.৫৫ বেবি জন, রাত ১১.১০ বিজনেসম্যান নাম্বার-টু
অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১২.৩৩ ভাগমতী, বিকেল ৩.১২ দ্য ভূতনি, ৫.৩৭ মায়োঁ, রাত ৮.০০ কে থ্রি-কালী কা করিশমা, ১০.৪১ তুম্বাড়

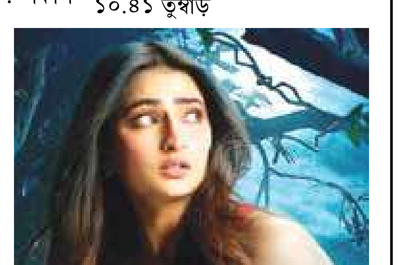

দ্য ভূতনি বিকেল ৩.১২ অ্যান্ড পিকচার্স

লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ (অক্টোবর ফিনালে) সন্ধে ৬.০০ সান বাংলা

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : ব্যবসায় আয়ব্যয়ের হিসাব নিয়ে বাবার সঙ্গে মতবিরোধ। বাড়ি সংস্কার নিয়ে প্রতিবেশীদের সঙ্গে আলোচনা সেরে নিন। বৃষ : অলসতার কারণে কাজে ভুল হয়ে যাওয়ায় সমস্যায় পড়তে হতে পারে। বন্ধুবান্ধবদের কাছে বাড়ির কথা বলবেন না। মিথুন : সামান্য ভুলে ভালো সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে। বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণায় বিদেশে যাওয়ার সম্ভাবনা বাড়বে। কর্কট : জমি, বাড়ি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য জমা পুঁজিতে হাত দিতে হতে পারে। সংসারে আর্থিক সমস্যা কেটে যাবে। সিংহ : বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে বেহিসেবি খরচে পকেটে টান পড়বে। সন্তানের পড়াশোনায় টাকার বাধা হতে পারে। কন্যা : চাকরির পরীক্ষায় ভালো ফল করে বড় সুযোগ পাবেন। প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে পরিবারে অশান্তি হতে পারে। তুলা : কোনও নিকট আত্মীয়ের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। দাম্পত্যে সম্পর্কের সমস্যা কাটবে। বৃশ্চিক : দাম্পত্যে ছোটখাটো সমস্যা হলেও বুদ্ধিবলে তা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হবেন। গাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হবে। ধনু : বাড়ি সংস্কার নিয়ে প্রতিবেশীর সঙ্গে ঝামেলা আদালত পর্যন্ত গড়াতে পারে। কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন। মকর : অপ্রয়োজনীয় খরচে চিন্তা বাড়বে। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে ভাইবোনদের সঙ্গে বিবাদ মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা। কুম্ভ : গুরুজনের পরামর্শে কোনও বড় রকমের ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাবেন। কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব বাড়বে। মীন : একাধিক উপায়ে আয়ের পথ সুগম হবে। স্ট্রিট ফুড থেকে দূরে থাকুন। কর্মক্ষেত্রে সুনাম বাড়বে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৩ কার্ত্তিক, ১৪৩২, ভাঃ ৯ কার্ত্তিক, ৩১ অক্টোবর ২০২৫, ১৩ কাতি, সংবৎ ১০ কার্ত্তিক সুদি, ৮ জমাঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।৪৫, অঃ ৪।৫৭। শুক্রবার, দশমী রাত্রি ৩।৫৫। ধনিষ্ঠানক্ষত্র দিবা ২।৪৮। বৃদ্ধিযোগ রাত্রি ১।৪৫। তৈতিলকরণ অপরাহ্ণ ৪।১৪ গতে গরকরণ রাত্রি ৩।৫৫ গতে বণিজকরণ। জন্মে- কুম্ভরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী রাহুর ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, দিবা ২।৪৮ গতে বিংশোত্তরী রাহুর দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- উত্তরে, রাত্রি ৩।৫৫ গতে অগ্নিকোণে। বারবেলাদি- ৮।৩৩ গতে ১১।২১ মধ্যে। কালরাত্রি- ৮।৯ গতে ৯।৪৫ মধ্যে। যাত্রা- মধ্যম পশ্চিমে নিষেধ, রাত্রি ১২।১৯ গতে উত্তরেও নিষেধ, রাত্রি ৩।৫৫ গতে মাত্র পশ্চিমে নিষেধ। শুভকর্ম- সাধভক্ষণ নামকরণ মুখ্যান্নপ্রাশন দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য পুণ্যাহ গ্রহপূজা শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজবপন ধান্যস্থাপন ধান্যবৃদ্ধিদান ধান্যনিষ্ক্রমণ কারখানারম্ভ কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন, দিবা ২।৪৮ মধ্যে নিষ্ক্রমণ নববস্ত্রপরিধান, দিবা ২।৪৮ গতে বৃক্ষাদিরোপণ। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- দশমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। শহিদ স্মরণ দিবস। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৪৪ মধ্যে ও ৭।২৭ গতে ৯।৩৬ মধ্যে ও ১১।৪৫ গতে ২।৩৭ মধ্যে ও ৩।২০ গতে ৪।৫৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৩৯ গতে ৯।১১ মধ্যে ও ১১।৫০ গতে ৩।২২ মধ্যে ও ৪।১৫ গতে ৫।৪৫ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

ব্যর্থ কেনিয়া, সফল উত্তর

১১টি গন্ডারকে তিন সপ্তাহের মধ্যে নিরাপদে উদ্ধার করে আনা ভারতবর্ষের বন্যপ্রাণ ইতিহাসে বিরল ঘটনা। ২০১৮ সালে ১৪টি সংকটাপন্ন কালো গন্ডারকে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল কেনিয়ায়। বাঁচানো যায়নি আটটিকে। গন্ডার উদ্ধারের পর চিকিৎসা শেষে জঙ্গলে ছাড়ার প্রক্রিয়া অত্যন্ত জটিল। যা পারেনি কেনিয়া, পেরেছে উত্তরবঙ্গ।

নিউজ ব্যুরো

৩০ অক্টোবর : পূর্ব আফ্রিকার একটি দেশ কেনিয়া। রাজধানী নাইরোবি। ৫ লক্ষ ৮০ হাজার বর্গকিলোমিটার আয়তনের ওই দেশটিতে জনসংখ্যা খুব বেশি নয়। অর্থনৈতিক দিক থেকেও খুব একটা শক্তিশালী নয়। কিন্তু সারাবিশ্বের পর্যটকদের কাছে অন্যতম আকর্ষণের জায়গা কেনিয়া। মাসাই মারা সহ জাতীয় উদ্যান ও সংরক্ষিত বনভূমির সংখ্যা ৫০টিরও বেশি।

আকাশপথে শিলিগুড়ি থেকে নাইরোবির দূরত্ব প্রায় সাড়ে ছয় হাজার কিলোমিটার। তবে কেনিয়া ও উত্তরবঙ্গের মধ্যে একটি বিষয়ে বেশ মিল রয়েছে। বন্যপ্রাণের বৈচিত্র্য। উত্তরের বনাঞ্চলে থাকা নানা প্রজাতির প্রাণী, পাখির টানে প্রতিবছর দেশ-বিদেশের লাখো পর্যটক পাড়ি দেন এখানে।

অক্টোবরের শুরুতে পুজোর রেশ যখন কাটিয়ে উঠতে পারেননি বঙ্গবাসী, তখন প্রকৃতির রোষে পড়ে সাহিত্যিক দেবেশ রায়ের ভাষায় 'ভগবানের আঙিনা'। ৫ তারিখ সকাল থেকে সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে শিউরে ওঠার মতো সমস্ত ছবি, ভিডিও। জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসার সময় নদীর তোড়ে ভেসে যাচ্ছে গন্ডার, কোথাও আবার বাড়ির পাশে কাদায় আটকে পড়েছে বন্যপ্রাণ। পথ হারিয়ে, দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল ওরা।

শুরু হয় উদ্ধার অভিযান। বন আধিকারিক-কর্মীদের কাঁধে কাঁধ মেলান পশু চিকিৎসক, স্থানীয় প্রশাসনের পদাধিকারী, দমকলকর্মীরা। কাজে লাগানো হয় বন দপ্তরের প্রশিক্ষিত হাতিদের। জলদাপাড়া থেকে মোট ১২টি গন্ডার বেরিয়ে এসেছিল। এরমধ্যে ১১টিকেই তিন সপ্তাহের মধ্যে ফেরানো সম্ভব হয়। কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারের বিভিন্ন এলাকা থেকে উদ্ধার করা হয় বন্যপ্রাণীদের। গন্ডারদের বিশেষ পদ্ধতিতে বাগে এনে বিশেষ ট্রাক বা হাতির সাহায্যে নিরাপদে ফিরিয়ে আনা হয় জলদাপাড়ায়।

দুর্যোগের পর গন্ডার উদ্ধারে বনকর্মীরা। -ফাইল চিত্র

পুলিশ, প্রাণী চিকিৎসক, মাহুত, পাতাওয়ালা ছাড়াও দমকল বিভাগের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের সম্পূর্ণ সহযোগিতা পেয়েছি আমরা। তিন সপ্তাহ ধরে চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছি, হতাশ হননি কেউ। একটাই লক্ষ্য ছিল, যেন একটিও গন্ডারের প্রাণ না যায়।

পারভিন কাশোয়ান
বিভাগীয় বনাধিকারিক, জলদাপাড়া

১১টি গন্ডারকে নিরাপদে উদ্ধার করে আনা ভারতবর্ষের বন্যপ্রাণ ইতিহাসে বিরল ঘটনা বলেই দাবি করলেন জলদাপাড়ার বিভাগীয় বনাধিকারিক পারভিন কাশোয়ান। তাঁর কথায়, 'পুলিশ, প্রাণী চিকিৎসক, মাহুত, পাতাওয়ালা ছাড়াও দমকল বিভাগের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের সম্পূর্ণ সহযোগিতা পেয়েছি আমরা।'

কীভাবে অভিযান? পারভিন জানালেন, বনকর্মীদের নিয়ে একাধিক দল গঠন করা হয়েছিল। ১১টি কুনকি হাতিকে উদ্ধারকাজে নামানো হয়। হাতিদের অস্থায়ী পিলখানা বানানো হয়েছিল, যাতে রোজ তাদের বেশি দূর থেকে যাতায়াত করতে না হয়। বনকর্মীরাও রাত কাটিয়েছেন অস্থায়ী ক্যাম্পে। একই হাতিকে প্রতিদিন কাজে লাগানো হয়নি। বিশ্রাম দিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে অভিযানে নামানো হত। বনকর্মী, ঘুমপাড়ানি গুলির টিমের সদস্য, রেঞ্জ অফিসাররাও রোটেশনে কাজ করতেন। বড় চ্যালেঞ্জ ছিল, পাতলাখাওয়া থেকে গন্ডারটিকে উদ্ধার করা। ১০ অক্টোবর প্রায় ৭ ঘণ্টা সময় লেগেছিল সেটাকে ট্রাকে তুলতে। এরপর গন্ডারটিকে আনা হয় জলদাপাড়ায়। পশু চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে সুস্থ হয়ে ওঠে সে।

এবার ফেরা যাক কেনিয়ায়। বছর সাতেক আগের কথা। কেনিয়া ওয়াইল্ডলাইফ সার্ভিস সহ একাধিক সংস্থার উদ্যোগে ২০১৮ সালের জুন থেকে একটি প্রকল্প শুরু হয়। উদ্দেশ্য ছিল, ১৪টি সংকটাপন্ন কালো গন্ডারকে (ব্ল্যাক রাইনো বা ডিসেরস বাইকোরনিস) স্থানান্তরিত করা। নাইরোবি ও লেক নাকারু ন্যাশনাল পার্ক থেকে সেগুলোকে দক্ষিণ কেনিয়ার সাভো ইস্টের একটি নতুন নিয়ন্ত্রিত অভয়ারণ্যে নেওয়ার পরিকল্পনা করে কর্তৃপক্ষ। কিন্তু শেষপর্যন্ত আটটিকেই আর বাঁচানো যায়নি। প্রাথমিক তদন্তে উঠে আসে নতুন ঠিকানায় লবণাক্ত জলের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারেনি তারা। এরপরই প্রকল্পটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। কেনিয়ার পরিবেশপ্রেমী পাওলো কাহাম্বু গন্ডারের মৃত্যুকে 'বিপর্যয়' বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। গন্ডার উদ্ধারের পর বিশেষ পদ্ধতিতে তাকে নিস্তেজ করে স্থানান্তর এবং তারপর তাদের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা। চিকিৎসা শেষে জঙ্গলে ছাড়ার প্রক্রিয়া অত্যন্ত জটিল। রয়েছে লোকালয়ে ঢুকে ফসল, মানুষের ক্ষতি করার আশঙ্কা। পূর্ব আফ্রিকার দেশটি এই কাজে ব্যর্থ হলেও, উত্তরবঙ্গ তাতে সফল। পারভিন বলছিলেন, 'তিন সপ্তাহ ধরে চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছি, হতাশ হননি কেউ। একটাই লক্ষ্য ছিল, যেন একটিও গন্ডারের প্রাণ না যায়।'

ফের ভারী বৃষ্টির শঙ্কায় নজরে বুনোরা

শুভদীপ শর্মা

ময়নাগুড়ি, ৩০ অক্টোবর : ঘূর্ণিঝড় মন্থার জেরে পাহাড়ে ভারী বৃষ্টির আশঙ্কায় সতর্ক বন দপ্তর। বন্যপ্রাণীদের ওপর চলছে বিশেষ নজরদারি। সরিয়ে আনা হয়েছে কুনকি হাতিদের। পরিস্থিতি মোকাবিলায় একাধিক টিম করে ময়দানে নেমেছে বন দপ্তর।

গত ৫ অক্টোবর ভুটানে ভারী বৃষ্টির জেরে ফুলেফেঁপে উঠেছিল জলঢাকা নদী। তার জেরে প্লাবিত হয়েছিল গরুমারা জঙ্গলের বিস্তীর্ণ এলাকা। জল এতটাই বেড়েছিল যে জঙ্গল থেকে ভেসে গিয়েছিল একের পর এক বন্যপ্রাণী। একটি গন্ডারের দেহ মিলেছিল ময়নাগুড়ি চূড়াভাণ্ডার গ্রাম পঞ্চায়েতে। আরেকটির দেহ দিনকয়েক পরে উদ্ধার হয় বাংলাদেশের কুড়িগ্রামে। এছাড়াও বহু হরিণ, বাইসন ও ছোট বন্যপ্রাণীর মৃত্যু হয়েছিল।

সেই প্লাবনের সপ্তাহ তিনেকের মধ্যেই ফের ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস ভুটান ও উত্তরবঙ্গজুড়ে। আর এই বৃষ্টিতে যাতে বুনোদের প্রাণহানি এড়ানো সম্ভব হয়, সেজন্য জোরদার প্রস্তুতি নিয়েছে বন দপ্তর।

গরুমারা জঙ্গলের মধ্য দিয়ে জলঢাকা, মূর্তির মতো বড় নদী বয়ে গিয়েছে। গরুমরার গরাতি জিরো বাঁধ সহ বেশ কিছু নীচু জায়গায় বেশ কয়েকটি কুনকি হাতি রাখা হয় নজরদারির জন্য। নদীর জল বাড়লে যাতে তাদের ক্ষতি না হয় এবং জঙ্গলে নজরদারিও চালানো যায় সে জন্য তার আশপাশেই উঁচু জায়গায় রাখা হয়েছে কুনকিদের। বন দপ্তর সূত্রে খবর, জলঢাকা নদীর চরে বহু নীচু জায়গায় গন্ডার সহ প্রচুর বন্যপ্রাণীরা থাকে। তারা কী পরিস্থিতিতে রয়েছে, সে বিষয়ে নজরদারির জন্য লাগাতার টহল চলছে।

গরুমারার এডিএফও রাজীব দে জানান, বন্যপ্রাণীদের তুলে এনে এক জায়গায় রাখা সম্ভব নয়। তাই তাদের ওপর নজর রাখা হচ্ছে। জঙ্গলের মধ্যে থাকা নদীর চরে

বিশেষ নজর

- জঙ্গলের মধ্যে থাকা নদীর চরে বুনোদের ওপর বিশেষ নজর রাখা হয়েছে
- কুনকিদের নিয়ে বেশ কয়েকটি টিম গড়ে বনকর্মীরা নজরদারি চালাবেন জঙ্গলের ভিতর নদীর চর এলাকায়
- বিশেষ নজরদারি শুরু হয়েছে গরুমারা জঙ্গলের রামশাইয়ে জলঢাকা নদীর চরে

বন্যপ্রাণীদের ওপর বিশেষ নজর রাখা হয়েছে। কুনকিদের নিয়ে বেশ কয়েকটি ছোট ছোট টিম গড়ে বনকর্মীরা নজরদারি চালাবেন জঙ্গলের ভিতর নদীর চর এলাকায়। বিশেষ নজরদারি শুরু হয়েছে গরুমারা জঙ্গলের রামশাইয়ে জলঢাকা নদীর চরে।

এসআইআর নিয়ে বৈঠক

কোচবিহার ও দিনহাটা, ৩০ অক্টোবর : এসআইআর নিয়ে সর্বদলীয় বৈঠকে জেলায় আইনশৃঙ্খলার অবনতি নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করল বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা। পাশাপাশি এসআইআর নিয়ে সাবেক ছিটমহলের ভোটারদের সমস্যার সমাধানের কথাও তারা তুলে ধরে। ২০০২ সালের আসল ভোটার তালিকা দেওয়ার দাবিও জানিয়েছে সমস্ত রাজনৈতিক দল। এছাড়াও ফোন নম্বর সহ বিএলওদের তালিকা দেওয়ার কথাও প্রশাসনিক বৈঠকে তৃণমূল কংগ্রেস, বিজেপি, ফরওয়ার্ড ব্লক, কংগ্রেস সহ সমস্ত রাজনৈতিক দলই জানিয়েছে।

বৃহস্পতিবার এসআইআর নিয়ে সমস্ত দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে বৈঠক করে কোচবিহার জেলা প্রশাসন। জেলা শাসকের দপ্তরে এই বৈঠক হয়। জেলা শাসক রাজু মিশ্র ছাড়াও বিজেপির বিধায়ক মালতী রাভা, তৃণমূলের শিক্ষক সংগঠনের নেতা মানস ভট্টাচার্য, ফবর জেলা সভাপতি দীপক সরকার, সিপিএমের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য মহানন্দ সাহা, কংগ্রেসের জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ সরকার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ফবর জেলা সভাপতি দীপক সরকার বলেন, 'জেলা শাসককে আমরা জানিয়েছি, জেলায় আইনশৃঙ্খলা নিয়ে সমস্যা রয়েছে। তা ঠিক করতে হবে। এছাড়া ফোন নম্বর সহ বিএলও-দের তালিকা প্রকাশ করতে বলেছি।' বিধায়ক বলেন, 'ছিটমহলের বাসিন্দারা ২০১৫ সালে ভারতের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। ফলে এসআইআরে ভোটার তালিকায় তাদের নাম তুলতে যাতে অসুবিধা না হয় সেই বিষয়টি জেলা শাসককে দেখতে বলেছি। পাশাপাশি জেলার আইনশৃঙ্খলার যে চরম অবনতি হয়েছে, সেটাও আমরা তাঁকে জানিয়েছি।'

তৃণমূলের তরফে মানস ভট্টাচার্য জানান, বৈঠকে প্রশাসন জানিয়েছে যাঁদের নাম ভোটার তালিকায় মিলবে না তাঁদেরকে প্রথমে প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানাতে হবে। এরপর তাঁদের নোটিশ পাঠানো হবে। এরপর ফর্ম পূরণ করে তাঁকে বিভিন্ন নথিপত্র জমা দিতে হবে। অন্যদিকে, এদিন দিনহাটা মহকুমা শাসকের কার্যালয়ের ট্রেজারি বিল্ডিংয়ের কনফারেন্স হলেও মহকুমা শাসকের উপস্থিতিতে সর্বদলীয় বৈঠক হয়।

নাম নেই প্রাক্তন জনপ্রতিনিধিদেরই

আলিপুরদুয়ার, ৩০ অক্টোবর : এসআইআরের কথা ঘোষণা হতেই রাজ্যজুড়ে হইচই পড়ে গিয়েছে। সবাই নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে ২০০২ সালের ভোটার তালিকা খুলে নিজের নিজের নাম, বা বাবা-মায়ের নাম খুঁজতে ব্যস্ত। জেলা সদর আলিপুরদুয়ার সংলগ্ন মাঝেরডাবরি গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি বুথে এই নাম খুঁজতে গিয়েই বেশ কিছু গরমিল ধরা পড়েছে। ২০০২ সালের আগে ও পরে সেই এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য ছিলেন যাঁরা, এমন দুজন ওয়েবসাইটে নিজেদের নাম খুঁজে পাচ্ছেন না। এমনকি পরিজনদের নাম খুঁজে পাচ্ছেন না সেখানকার বিএলও-ও।

মাঝেরডাবরি চা বাগানের ১১/২৭৪ নম্বর বুথে এই ছবি ফুটে উঠেছে। বিষয়টি নিয়ে হইচই পড়ে গিয়েছে। তবে জেলা প্রশাসনের তরফে কারও বক্তব্য পাওয়া যায়নি। মাঝেরডাবরি চা বাগানের ১১/২৭৪ নম্বর বুথের বিএলও সুনীতা বড়াইক বলেন, 'নির্বাচন কমিশন থেকে ২০০২ সালের তালিকা দিয়ে প্রাথমিক সমীক্ষা করতে বলা হয়েছিল। সমীক্ষা করার সময় দেখি আমার বুথের পুরোনো ভোটারের প্রায় কারও নাম নেই। একমাত্র কয়েকজন, যাঁরা আগে ২৭৫ পার্টে থাকতেন, তাঁদের নাম আছে। আমি বিষয়টি ব্লকে জানিয়েছি।'

মাঝেরডাবরির ভোটার তালিকা

১৯৯৮ সালে এই বুথে আরএসপি দলের পঞ্চায়েত সদস্য ছিলেন কেবল ঝা। তাঁর নাম ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নেই। যা দেখে হতবাক প্রাক্তন এই জনপ্রতিনিধি। তিনি বলেন, '১৯৯৮ সালে আমি পঞ্চায়েত সদস্য ছিলাম। আর আমার নামই নাকি ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নেই! তাহলে নির্বাচন কমিশন কেমন তালিকা প্রকাশ করল? ভেবেছি বিষয়টি নিয়ে আইনি পথে যাব।' শুধু কেবল নন, ২০০২ সালের পরে মাঝেরডাবরি ২৭৪ নম্বর বুথের পঞ্চায়েত সদস্য হয়েছিলেন রামকুমার টোপ্পো। ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় তাঁরও নাকি নাম নেই।

এখন যা কালচিনি বিধানসভার ২৭৪ ও ২৭৫ নম্বর বুথ, ২০০২ সালে তা আলিপুরদুয়ার বিধানসভার একটিই বুথ ছিল। ২২৬ নম্বর বুথ। সেসময় মাঝেরডাবরি চা বাগানের অফিসেই ভোটগ্রহণ কেন্দ্র ছিল। পরবর্তীতে ২২৬ নম্বর বুথ ভেঙে ২২৬ ও ২২৭ নম্বর বুথ হয়। আরও পরে বুথ নম্বর পরিবর্তন হতে হতে বর্তমানে ওই এলাকাটি কালচিনি বিধানসভার অন্তর্গত ২৭৪ ও ২৭৫ নম্বর বুথে রূপান্তরিত হয়েছে। বর্তমানে এই দুটি বুথের ভোটগ্রহণ কেন্দ্র মাঝেরডাবরি টিজি এসসি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এই ২৭৪ নম্বর বুথেরই বেশিরভাগ পুরোনো ভোটারের নাম ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নেই বলে অভিযোগ।

পরিযায়ীর দেহ ফিরল

মাথাভাঙ্গা, ৩০ অক্টোবর : দিল্লিতে কাজ করতে গিয়ে মর্মান্তিকভাবে মৃত্যু হয় মাথাভাঙ্গা ১ নম্বর ব্লকের শিবপুর গ্রামের বাসিন্দা পরিযায়ী শ্রমিক জাহাঙ্গির আলির (৩৫)। বুধবার তরুণের কফিনবন্দি দেহ বাড়িতে পৌঁছাতেই শোকের ছায়া নেমে আসে এলাকায়। আর্থিক অনটনের কারণে স্ত্রী ও সন্তানকে নিয়ে কয়েক মাস আগে দিল্লিতে পাড়ি দেন জাহাঙ্গির। সেখানে এক বহুতলে নির্মাণকর্মীর কাজ করতেন তিনি। প্রতিদিনের মতো গত রবিবার কাজ করতে গিয়ে অসাবধানতার কারণে আটতলা বাড়ির ওপর থেকে পা পিছলে পড়ে গিয়ে গুরুতর আহত হন। তাঁকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন।

সাহায্য

কোচবিহার, ৩০ অক্টোবর : কোচবিহার-২ বিডিও অফিসে বৃহস্পতিবার ৪৪ জন বিশেষভাবে সক্ষম ছেলেমেয়ের হাতে মুরগির ছানা তুলে দিয়েছে প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তর। প্রত্যেককে ১০টি ছানা দেওয়া হয়েছে। দপ্তরকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন সকলে।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে গাড়ি, ভোগান্তি

শতাব্দী সাহা

চ্যাংরাবান্ধা, ৩০ অক্টোবর : চ্যাংরাবান্ধা এলাকায় এশিয়ান হাইওয়ের ওপর যাত্রীবাহী বাস, ছোট গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকায় বাড়ছে দুর্ঘটনা। এদিকে এলাকায় তীব্র যানজটও তৈরি হচ্ছে। দিনের পর দিন এমন সমস্যায় জেরবার হতে হতে এলাকাবাসী রীতিমতো বিরক্ত। কোচবিহার জেলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক স্থলবন্দর চ্যাংরাবান্ধা। ওই বন্দর দিয়ে ভারত, বাংলাদেশ, ভুটান এই ত্রিদেশীয় বৈদেশিক বাণিজ্য চলে। এর ফলে পণ্যবাহী ট্রাক চলাচলে চ্যাংরাবান্ধা সবসময় ব্যস্ত থাকে। আবার ব্লক সদর মেখলিগঞ্জে যেতে হলে কিংবা মেখলিগঞ্জ হয়ে ব্লকের অন্যান্য অংশ কিংবা পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে যেতে হলেও চ্যাংরাবান্ধা অতিক্রম করতে হয়। এমন গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় যানজট ও দুর্ঘটনা বাড়তে থাকায় সাধারণ মানুষকে সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে।

চ্যাংরাবান্ধার এশিয়ান হাইওয়ের ওপর নতুন বাস টার্মিনাস এবং তার পাশেই ট্রাক টার্মিনাস রয়েছে। কোচবিহার জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে নতুন বাস টার্মিনাস তৈরি হলেও ভিতরে কোনও বাস বা গাড়ি প্রবেশ করতে পারে না। এনিয়ে মেখলিগঞ্জ ব্লক বাস ও মিনিবাস ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক উত্তম চক্রবর্তীর মন্তব্য, 'নতুন বাস টার্মিনাসটি বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। তৈরির পর থেকেই ওখানে বাস ঢুকতে পারে না। টার্মিনাসে ঢোকার রাস্তায় একটি কালভার্ট খারাপ। বারবার তা ঠিক করার দাবি জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। এছাড়া শৌচালয় থেকে পানীয় জল-কোনও পরিষেবাই ঠিক নেই।'

এভাবেই চ্যাংরাবান্ধার রাস্তায় গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকে গাড়ি।

এর জেরে রাস্তার ওপরই ছোট বা বড় গাড়ি, বাস দাঁড়িয়ে থাকে। সাধারণ মানুষকে প্রাণ হাতে করে গাড়িতে উঠতে হয়। পথচারীদেরও বিপদের আশঙ্কা থাকে। অন্যদিকে রাস্তার বিপরীত দিকে ছোট গাড়িগুলি নিজেদের অস্থায়ী স্ট্যান্ড তৈরি করে ফেলেছে। এনিয়ে স্থানীয় এক ব্যবসায়ী জীবন কানু বলেন, 'বাস টার্মিনাস থাকা সত্ত্বেও দোকানের ও বাড়ির সামনে ছোট গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকে। বারবার মানা করলেও তারা শোনে না।' এপ্রসঙ্গে কোচবিহার জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুমিতা বর্মন জানান, সমস্ত বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখে সমস্যার সমাধানে পদক্ষেপ করা হবে।

এদিকে ওই এলাকার কাছেই রয়েছে চ্যাংরাবান্ধা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও চ্যাংরাবান্ধা উচ্চবিদ্যালয়। এক স্কুল পড়ুয়ার অভিভাবক রিনা কানু বললেন, 'মাঝে মাঝে রাস্তায় ট্রাকের লাইনে পড়ে যায়। তার ওপর বাস ও ছোট গাড়িগুলির ভিড়। দুর্ঘটনার আশঙ্কায় ছেলের স্কুলে যাওয়া ও বাড়ি ফেরা নিয়ে দুশ্চিন্তায় থাকি।' জামালদহের বাসিন্দা কমল রায় জানান, মাঝরাস্তায় গাড়ি থেকে নেমে অপরদিকে গাড়ি ধরতে গেলে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটে। তবে রাস্তায় গাড়ি রাখা নিয়ে ছোট গাড়ির চালক কৃষ্ণ বর্মন বলেন, 'আমরা কমবেশি সবাই বাস ট্রার্মিনাসে ঢুকি। তবে মাঝেমধ্যে কেউ কেউ তাড়াহুড়োয় রাস্তায় গাড়ি রাখে।' এনিয়ে মেখলিগঞ্জের বিডিও, চ্যাংরাবান্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সকলকেই দাবিপত্র দেওয়া হলেও কাজ হয়নি বলে জানিয়েছেন নাগরিক মঞ্চের সম্পাদক রতন দাস। এরপর তাঁরা কোচবিহার জেলা পরিষদের দ্বারস্থ হওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

টুকরো খবর

ধর্নায় বধূ

দিনহাটা, ৩০ অক্টোবর : বিয়ের দাবিতে এক তরুণের বাড়ির সামনে ধর্নায় বসলেন এক বধূ। বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটেছে গোসানিমারি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের চাউলেরকুঠি এলাকায়। বৃহস্পতিবার সকাল ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ওই বধূ প্রেমিকের বাড়ির সামনে ধর্নায় বসেছিলেন। সুযোগ বুঝে তরুণ ও তাঁর পরিবারের লোকেরা বাড়িতে তালা ঝুলিয়ে গা-ঢাকা দিয়েছেন। বিষয়টি নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে এলাকায়। উপপ্রধান ওই মহিলার নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে তাঁকে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দেন। স্থানীয় জেলা পরিষদ সদস্য শ্রাবণী ঝা ঘটনাস্থলে পৌঁছে ওই বধূর সঙ্গে কথা বলেছেন।

বীজ বিতরণ

পারডুবি, ৩০ অক্টোবর : মাথাভাঙ্গা-২ ব্লক কৃষি দপ্তরের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার টাউরিকাটা, পশ্চিম পারডুবি, বড়াইবাড়ি সহ বেশকিছু এলাকার বন্যা পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্ত দুশোর বেশি চাষির মধ্যে মশুর ডালের বীজ বিতরণ করা হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন ব্লক সহ কৃষি অধিকর্তা মলয়কুমার মণ্ডল। চাষিদের মধ্যে সুকুমার বর্মন, মণিরঞ্জন দাস প্রমুখ জানান, ডালের বীজ পেয়ে তাঁরা খুবই উপকৃত হয়েছেন।

শিবিরে ভিড়

চ্যাংরাবান্ধা, ৩০ অক্টোবর : নিম্নচাপ 'মন্থা'-র জেরে গত বুধবার সন্ধ্যা থেকে বৃষ্টি শুরু হয়েছে চ্যাংরাবান্ধায়। তবে সেই বৃষ্টি উপেক্ষা করেই চ্যাংরাবান্ধা ভিআইপি মোড় সংলগ্ন নতুন হনুমান মন্দিরে 'সচেতন হিন্দু সমাজ'-এর তরফে অনুষ্ঠিত হওয়া নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ)-এ আবেদনপত্র দাখিল করার শিবিরে ব্যাপক ভিড় জমান স্থানীয়রা। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান থেকে আসা শরণার্থীদের জন্যই তাঁরা এই শিবিরের আয়োজন করেছেন।

দেহ উদ্ধার

নিশিগঞ্জ, ৩০ অক্টোবর : কোচবিহার ১ ব্লকের হাঁড়িভাঙ্গা গ্রাম থেকে বৃহস্পতিবার এক তরুণের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। মৃতের নাম রণজিৎ ঈশোর (২১)। তিনি পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে ভিনরাজ্যে কাজ করতেন। পুজোর জন্য বাড়ি ফেরেন। তাঁকে উদ্ধার করে নিশিগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

অপরূপ।। আলিপুরদুয়ারের লেপচাখাতে ছবিটি তুলেছেন অনুপম চৌধুরী।

হুঁশিয়ারি কালজানির ৩০৩ বুথের বাসিন্দাদের

'আমাদের মরা ছাড়া উপায় নেই'

গৌরহরি দাস

খাইরুলকে দেখতে এমজেএনে উদয়ন গুহ। বৃহস্পতিবার। - জয়দেব দাস

কোচবিহার, ৩০ অক্টোবর : এসআইআরের আতঙ্কে বুধবার বুড়িরহাট-২ পঞ্চায়েতের জিৎপুর প্রথম খণ্ডের বাসিন্দা খাইরুল শেখ বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তিনি কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি। এবার ভোটার তালিকায় নাম না থাকায় আত্মহত্যার হুঁশিয়ারি দিলেন কোচবিহার-২ ব্লকের কালজানির ৩০৩ বুথের বিদ্বেশ্বর রায় সহ একাধিক বাসিন্দা। বৃহস্পতিবার কোচবিহারে তৃণমূলের জেলা কার্যালয়ে এসে সাংবাদিকদের এই কথা জানান তাঁরা।

বিদ্বেশ্বরের কথায়, '১৯৭৭ সাল থেকে আমি ভোট দিয়ে আসছি। ২০২১ এবং ২০২৪ সালেও ভোট দিয়েছি। অথচ এখন ২০০২ সালের যে তালিকা অনলাইনে প্রকাশিত হয়েছে সেখানে আমার নাম নেই। শুধু আমি নই, আমাদের বুথের অধিকাংশেরই নাম নেই। এতে আতঙ্কে গ্রামে রান্না-খাওয়া প্রায় বন্ধ। বাড়িতে উনুন জ্বলছে না। আমরা তাহলে কোথায় যাব? এখন আমাদের ফাঁস দিয়ে কিংবা বিষ খেয়ে মরা ছাড়া কোনও উপায় নেই।' তাঁর কথায় সায় জানালেন বুথের অন্য বাসিন্দা কমলা রায় সহ অনেকে।

অন্যদিকে, খাপাইডাঙ্গার ৩০৩ বুথের পর মাথাভাঙ্গার পচাগড়ের ২-২৪৪ বুথের ২০০২ সালের ভোটার তালিকার সঙ্গে এখনকার তালিকার সংখ্যা মিলছে না। বিষয়টি

> ১৯৭৭ সাল থেকে আমি ভোট দিয়ে আসছি। অথচ এখন প্রকাশিত অনলাইন তালিকায় আমার নাম নেই। শুধু আমি নই, আমাদের বুথের অধিকাংশেরই নাম নেই। এতে আতঙ্কে গ্রামে রান্না-খাওয়া প্রায় বন্ধ। এখন আমাদের ফাঁস দিয়ে কিংবা বিষ খেয়ে মরা ছাড়া কোনও উপায় নেই।
>
> **বিদ্বেশ্বর রায়**
> *ক্ষুব্ধ বাসিন্দা*

নিয়ে এদিন দলের জেলা কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠক করে তৃণমূল। বৈঠকে তৃণমূলের জেলা চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন বলেন, '২০০২ সালে বুথটিতে ভোটার সংখ্যা ছিল ৮৪৬। কিন্তু এখন যে তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে এর মধ্যে ৪১৬ জনের নাম রয়েছে। অর্থাৎ ৪২৫ জনের নাম নেই। এসব কেন হবে?'

তিনি আরও বলেন, 'এগুলো তো পুকুর চুরি। ইতিমধ্যে আমরা দুটো বুথে এ ধরনের উদাহরণ পেলাম। এর থেকে পরিষ্কার বিজেপি যে বলেছে তিন লক্ষ ভোট বাদ যাবে, নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে যোগসাজশ করে তারা হিসাব কষেই বলেছে। তৃণমূল এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলবে। একইসঙ্গে বিএলও-রা ২০০২ সালের পূর্ণ ভোটার তালিকা নিয়ে না গেলে তাদের ঘিরে আমরা বিক্ষোভ দেখাব।'

যাঁদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ গিয়েছে, কেন তাঁদের নাম বাদ গেল তা নির্বাচন কমিশনের তদন্ত করা দেখা উচিত বলে মনে করেন পচাগড় পঞ্চায়েতের উপপ্রধান কল্যাণী রায়। তাঁর কথায়, 'অবিলম্বে তাদের নাম ভোটার তালিকায় তুলতে হবে। না হলে আমরা বড়সড়ো আন্দোলনে নামব।'

ছয়জনের বিরুদ্ধে থানায় নালিশ, ধৃত ১

পরকীয়া সন্দেহে পিটিয়ে খুন

মেখলিগঞ্জ, ৩০ অক্টোবর : পরকীয়া সন্দেহে এক ব্যক্তিকে হাত-পা বেঁধে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ। বুধবার রাতে ঘটনাটি ঘটে মেখলিগঞ্জ ব্লকের ৪০ নিজতরফ গ্রাম পঞ্চায়েতের তিস্তার চরে। মৃতের নাম রমেশ সরকার (৪০)। তিনি ওই এলাকারই বাসিন্দা। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মাথাভাঙ্গা মর্গে পাঠায়। মৃতের পরিবারের তরফে বৃহস্পতিবার মোট ছয়জনের নামে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। ইতিমধ্যেই মূল অভিযুক্ত তুষ্ট চৌধুরীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। তবে বাকিরা পলাতক।

মেখলিগঞ্জের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক আশিস পি সুব্বা জানান, ধৃতকে মেখলিগঞ্জ মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক পাঁচদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। বাকি অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চলছে।

অনেকদিন ধরে স্থানীয় এক বধূর সঙ্গে রমেশের পরকীয়া সম্পর্ক ছিল। রমেশ ও ওই বধূ দুজনেই বিবাহিত। ধৃত তুষ্ট সম্পর্কে বধূর স্বামী। তিনিই রমেশকে পিটিয়ে খুন করেছেন বলে অভিযোগ। জানা যাচ্ছে, তুষ্টর অনুপস্থিতির সুযোগে বুধবার রাতে রমেশ তাঁদের বাড়িতে যান। সেসময় তুষ্ট আচমকা বাড়িতে ফিরে নিজের স্ত্রী ও রমেশকে অপত্তিকর অবস্থায় দেখতে পান। রাগের বশে তিনি রমেশকে হাত-পা বেঁধে গোয়ালে টানতে টানতে নিয়ে যান। সেখানে তাঁকে আটকে রেখে তুষ্ট ও স্থানীয় কয়েকজন তরুণ বেধড়ক মারধর করেন। গুরুতর জখম অবস্থায় ঘটনাস্থলেই রমেশের মৃত্যু হয়।

রমেশের পরিবার তুষ্ট সহ মোট ছয়জনের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় হইচই শুরু হয়েছে। নিজতরফ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান গীতা অধিকারী বলেন, 'দুঃখজনক ঘটনা। আমরা চাই না, এই ঘটনাকে ঘিরে এলাকা উত্তপ্ত হোক। সবাইকে শান্ত থাকার অনুরোধ জানানো হয়েছে।'

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, মৃত রমেশের স্ত্রীর এক ব্যক্তির সঙ্গে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক ছিল। তিনি একবার রমেশকে ছেড়ে পালিয়েও যান। তাঁদের দাম্পত্য সম্পর্ক মধুর ছিল না। রমেশের ওই বধূর সঙ্গে পরকীয়া চলছিল। রমেশের বিরুদ্ধে একাধিক মহিলার সঙ্গে জোরপূর্বক সহবাসের অভিযোগ রয়েছে। যদিও রমেশের মা কমলা সরকার বলেছেন, 'আমার ছেলেকে চক্রান্ত করে খুন করা হয়েছে। অভিযুক্ত সকলের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই।' পুলিশের বক্তব্য, সমস্ত দিক খতিয়ে দেখেই তদন্ত করা হচ্ছে।

> **ঘটনাক্রম**
>
> অনেকদিন ধরেই স্থানীয় এক বধূর সঙ্গে পরকীয়া চলছিল মৃত রমেশ সরকারের
>
> দুজনকে আপত্তিকর অবস্থায় দেখে বধূর স্বামী তুষ্ট চৌধুরী রাগের বশে পিটিয়ে খুন করেন
>
> তুষ্টকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ, আদালতের তরফে পাঁচদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ
>
> বাকি পাঁচ অভিযুক্ত পলাতক, তাদের খোঁজে তল্লাশি চলছে

চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ

দেওয়ানহাট, ৩০ অক্টোবর : চিকিৎসায় গাফিলতিতে কিশোরীর মৃত্যুর অভিযোগ উঠল দেওয়ানহাট ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার ঘটনা। মৃতের নাম অর্চনা বর্মন (১৩)। তার বাড়ি পশ্চিম দেওয়ানহাট এলাকায়। অর্চনার মৃত্যুর পর তার পরিবারের লোকেরা স্বাস্থ্যকেন্দ্র চত্বরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। দেওয়ানহাট ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়।

চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ প্রসঙ্গে ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক তথা সেখানকার চিকিৎসক দীপায়ন বসুর বক্তব্য, 'দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসকের সঙ্গে আমি কথা বলেছি। ওই কিশোরীর শারীরিক অবস্থার উন্নতি হওয়ায় এদিন তাকে ছুটি দেওয়া হয়েছিল। বাড়ি নিয়ে যাওয়ার অনেকক্ষণ পর তার সমস্যা দেখা দেয়। পরবর্তীতে কিশোরীকে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে আসা হলে প্রোটোকল মেনেই চিকিৎসা হয়েছে।'

কিশোরীর জেঠু নীরেন বর্মন জানান, জ্বরে আক্রান্ত অর্চনাকে বুধবার সকালে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করা হয়েছিল। বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে চিকিৎসকরা ওকে ছুটি দেন। বাড়ি যাওয়ার পর সন্ধ্যায় ফের অসুস্থ হয়ে পড়লে অর্চনাকে দেওয়ানহাট ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে আসা হয়। সেখানে তার মৃত্যু হয়। নীরেনের অভিযোগ, 'অসুস্থ থাকার পরও ভাইঝিকে ছুটি দেওয়া হয়েছিল। চিকিৎসকদের গাফিলতিতে ওর মৃত্যু হল।' যদিও গাফিলতির অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক।

মদ সহ গ্রেপ্তার প্রধানের দাদা

দিনহাটা, ৩০ অক্টোবর : দুই কার্টন মদ সহ ধৃত প্রধানের দাদা। বৃহস্পতিবার মাতালহাট এলাকায় আবগারি দপ্তর অভিযান চালায়। এদিনের অভিযানে দুই কার্টন মদ সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতের নাম বিষ্ণু রায়। বিষ্ণু সম্পর্কে মাতালহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মানবেন্দ্র রায়ের দাদা। এই বিষয়ে পঞ্চায়েত প্রধান কোনও মন্তব্য করতে চাননি। অন্যদিকে, এই বিষয়ে জানার জন্য আবগারি দপ্তরের আধিকারিকদের ফোন করা হলেও তাঁদের প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

মাতালহাট অঞ্চলে বিষ্ণুর বইখাতার দোকান আছে। এই দোকানের আড়ালে বিষ্ণু মদের অবৈধ কারবার চালাতেন বলে স্থানীয়দের অভিযোগ ছিল বলে জানিয়েছে দিনহাটা থানার পুলিশ। অভিযোগের ভিত্তিতে এদিন আবগারি দপ্তর অভিযান চালালে দুই কার্টন মদ সহ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের দাদা গ্রেপ্তার হন।

বিডিওর বৈঠক

শামুকতলা, ৩০ অক্টোবর : ৪ নভেম্বর থেকে এসআইআর-এর কাজ শুরু হচ্ছে আলিপুরদুয়ার-২ নম্বর ব্লকজুড়ে। নির্বিঘ্নে কাজ শেষ করার জন্য সর্বদলীয় বৈঠক করলেন বিডিও নিমা শেরিং শেরপা। কবে, কোথায়, কীভাবে এসআইআর-এর কাজ হবে সে ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বিডিও জানান, এসআইআর নিয়ে সর্বদলীয় বৈঠক করা হল বৃহস্পতিবার।

ছাগল চোর সন্দেহে গণপ্রহার

শীতলকুচি, ৩০ অক্টোবর : বুধবার শীতলকুচি ব্লকের নব শোভাগঞ্জ গ্রামে ছাগল চুরির ঘটনায় জড়িত থাকার সন্দেহে এক ব্যক্তিকে আটক করেন গ্রামের বাসিন্দারা। দেওয়া হয় গণপিটুনি। ওই ব্যক্তির নাম লাদেন মিয়াঁ। গণপ্রহারের পর লাদেনকে শীতলকুচি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এই প্রসঙ্গে শীতলকুচি থানার ওসি অ্যান্থনি হোড়ো বলেন, 'বুধবার ছাগল চোর সন্দেহে স্থানীয়রা এক ব্যক্তিকে আটক করেছিলেন। পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে।' ধৃতকে বৃহস্পতিবার মাথাভাঙ্গা মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে বিচারক তাঁর জামিনের আবেদন মঞ্জুর করেন।

গত এক মাসে শীতলকুচি ব্লকের বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রায় ১০টি ছাগল চুরির ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ। দুষ্কৃতীরা মূলত খাসি চুরি করছে বলে স্থানীয়রা জানিয়েছেন। গত সপ্তাহে শীতলকুচি ব্লকের ফক্করেরহাট থেকে দুই তরুণ বাইকে করে ছাগল নিয়ে পালাচ্ছিল। পালানোর সময় স্থানীয়রা ওই দুজনকে আটক করেন। তাদের নিয়ে সালিশি সভা বসে। সালিশির পর তাদের ছেড়ে দেওয়া হয় বলে স্থানীয়রা জানিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে শীতলকুচি থানার ওসি অ্যান্থনি বলেন, 'ব্লকের বিভিন্ন এলাকা থেকে ছাগল চুরি হচ্ছে বলে শুনেছি। কিন্তু এই নিয়ে স্থানীয়রা কেউ নির্দিষ্টভাবে অভিযোগ করেননি। এলাকায় সন্দেহভাজন কাউকে দেখলে বাসিন্দাদের পুলিশকে জানাতে বলা হয়েছে।'

স্থানীয় বাসিন্দা রবীন্দ্রনাথ বর্মন বলেন, 'এর আগেও আমাদের গ্রামে ছাগল চুরি হয়েছে। চলতি মাসে গ্রামের আরও এক বাসিন্দার বাড়ি থেকে খাসি চুরি যায়। দুষ্কৃতীরা মোটর সাইকেল বা ছোট চার চাকার গাড়ি নিয়ে এসে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকছে। সুযোগ বুঝে খাসি চুরি করে চম্পট দিচ্ছে।' আরেক স্থানীয় বিসম্বর বর্মন বলেন, 'প্রথমে আমরা ভেবেছিলাম শিয়াল এসে ছাগল নিয়ে যাচ্ছে। দিন কয়েক আগে পাশের গ্রামে ছাগল চোর ধরা পড়ায় আসল ঘটনা বুঝতে পারি। আমরা পুলিশের টহলদারি বৃদ্ধির দাবি জানাচ্ছি।'

পৃথক দুর্ঘটনায় জখম পাঁচ

চ্যাংরাবান্ধা ও পারডুবি, ৩০ অক্টোবর : চ্যাংরাবান্ধা ধরলা সেতু এলাকায় বৃহস্পতিবার পিকআপ ভ্যান ও টোটোর সংঘর্ষে জখম হন ৪ জন। যাঁদের মধ্যে রয়েছেন টোটোচালক ও টোটোর তিনজন আরোহী। টোটোটি চ্যাংরাবান্ধা হক মঞ্জিল থেকে বাজারের দিকে যাচ্ছিল। আহতদের প্রত্যেকে চ্যাংরাবান্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতের খেতাবেচার বাসিন্দা। গুরুতর জখম অবস্থায় চারজনকে চ্যাংরাবান্ধা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। তিনজনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হলেও একজনকে জলপাইগুড়ির সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন চিকিৎসকরা। পিকআপ ভ্যানটির খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।

বুধবার রাতে মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকে পারডুবি গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর বড়াইবাড়িতে বাইক চালিয়ে বাজার সেরে বাড়ি ফেরার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গুরুতরভাবে জখম হন এক বাইক আরোহী। ওই তরুণের নাম নিমাই বর্মন। স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে কোচবিহারের একটি নার্সিংহোমে নিয়ে যান। এখন তিনি আশঙ্কাজনক অবস্থায় সেখানেই চিকিৎসাধীন।

রেললাইনে দেহ, আটকে ট্রেন

ফেশ্যাবাড়ি, ৩০ অক্টোবর : রেললাইনের ওপর মিলল এক অজ্ঞাতপরিচয় প্রৌঢ়ের ক্ষতবিক্ষত দেহ। বৃহস্পতিবার সকালে চাঁপাগুড়ি রেলস্টেশনের কাছে দেহটি পড়ে থাকতে দেখা যায়। বিষয়টি রেলকর্মীদের নজরে আসে। এই ঘটনার জেরে বামনহাট-শিলিগুড়ি জংশন ডেমু প্যাসেঞ্জার ট্রেন প্রায় তিন ঘণ্টা চাঁপাগুড়ি স্টেশনে দাঁড়িয়ে ছিল। এতে ট্রেনের যাত্রীরাও হয়রানির শিকার হন। পরে আরপিএফ ও ঘোকসাডাঙ্গা থানার পুলিশের যৌথ উদ্যোগে মৃতদেহ উদ্ধার করা হলে তারপর ট্রেন পরিষেবা স্বাভাবিক হয়।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে রেললাইন চেকিং করার সময় বিষয়টি নজরে আসে। মৃতের নাম ও পরিচয় জানা যায়নি। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মাথাভাঙ্গা মর্গে পাঠিয়েছে। তবে ঠিক কী কারণে ওই প্রৌঢ়ের মৃত্যু হয়েছে তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

ক্যাম্প আছে, নেই পুলিশ

নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ৩০ অক্টোবর : আরজি করে মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আঁটোসাঁটো করতে রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতালে পুলিশ ক্যাম্প চালু করার সিদ্ধান্ত নেয় সরকার। দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালের যাত্রী প্রতীক্ষালয়ে খোলা হয় সেরকমই একটি পুলিশ ক্যাম্প। কিন্তু অভিযোগ, ক্যাম্প থাকলেও সেখানে পুলিশকর্মীরা নিয়মিত থাকছেন না। কখনো-কখনো সর্বসাকুল্যে একজন সিভিক ভলিন্টিয়ারকে পাহারায় দেখা যাচ্ছে। যে নিরাপত্তার স্বার্থে ক্যাম্প খোলা হল, সেখানে যদি পুলিশই না থাকে, তাহলে সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্নটা থেকেই যাচ্ছে বলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের ক্ষোভ। দিনহাটা মহকুমা হাসপাতাল সুপার রণজিৎ মণ্ডল জানিয়েছেন, ক্যাম্পে পুলিশ না থাকার বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই আইসি ও এসডিপিও'র দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। সঙ্গে তিনি বলেন, 'আগে প্রতিদিন সর্বক্ষণের জন্য ক্যাম্পে পুলিশ থাকত। এখন আর থাকে না। আইসি ও এসডিপিও বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন। কিন্তু এখন ক্যাম্পে পুলিশ না থাকায় হাসপাতালকর্মীরা যথেষ্ট উদ্বিগ্ন।'

দিনহাটা মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ধীমান মিত্র যদিও এই

> আগে প্রতিদিন সর্বক্ষণের জন্য ক্যাম্পে পুলিশ থাকত। এখন আর থাকে না। আইসি ও এসডিপিও বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন। কিন্তু এখন ক্যাম্পে পুলিশ না থাকায় হাসপাতালকর্মীরা যথেষ্ট উদ্বিগ্ন।
>
> **রণজিৎ মণ্ডল,** *সুপার*

অসুবিধার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জানিয়েছেন, আগে হাসপাতালের পুলিশ সেলে রোগী থাকলে সেখানে ক্যাম্পের পুলিশকর্মীকে পাঠিয়ে দেওয়া হত। সাম্প্রতিক পর্যবেক্ষণের পর ওই সিদ্ধান্তে বদল আনা হয়েছে। তাঁর কথায়, 'কিছুদিন আগে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ক্যাম্প ও সেলের জন্য আলাদা আলাদা পুলিশ মোতায়েন করা হবে। ফলে আর সমস্যা হবে না বলেই আশা করছি।'

এক চিকিৎসক আবার বলছেন, 'ইদানীং দেখছি, ক্যাম্পে একেবারেই নিয়মিত পুলিশ বসছে না। ফলে চিন্তা বাড়ছে।' এক রোগীর আত্মীয় মনসুর আলির কথায়, 'হাসপাতালে পুলিশ থাকলে সকলের সুবিধা। যে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে দ্রুত পদক্ষেপ করা যায়।'

ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টিতে হৈমন্তী চায়ে আশা

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ৩০ অক্টোবর : বুধবার রাত থেকে বৃহস্পতিবার সারাদিন একনাগাড়ে ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টিতে হৈমন্তী চায়ের আশায় ডুয়ার্সের চা বলয়। বাগানের নিজস্ব ভাষায় যা 'অটাম ফ্লাশ'। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই বৃষ্টির সুফল মিলবে নভেম্বরে। সেসময়ই অপূর্ব স্বাদ-গন্ধের অন্য ধরনের সিটিসি চা পাওয়ার মাহেন্দ্রক্ষণ। যেটা আবার ঠিক এই সময়ে এই ধরনের প্রাকৃতিক বৃষ্টিপাত ছাড়া এককথায় অসম্ভব। চা গবেষণা সংস্থার (টিআরএ) উত্তরবঙ্গ আঞ্চলিক গবেষণা ও উন্নয়নকেন্দ্রের চিফ অ্যাডভাইজারি অফিসার ডঃ শ্যাম ভার্গিস বলেন, 'নভেম্বরের উৎপাদনের জন্য এই বৃষ্টি এককথায় আশীর্বাদ। শীত শীত ভাব। ভোরের দিকে দূর্বায় শিশিরের দেখা মিলছে।

চা শিল্প মহল জানাচ্ছে, ডুয়ার্সের সব বাগানেই কমবেশি বৃষ্টি হচ্ছে। শুক্রবারও তা হওয়ার পূর্বাভাস রয়েছে। ধীরলয়ের বৃষ্টিতে শুধু যে গাছই ভিজছে তা নয়। মাটিতেও আস্তে আস্তে করে জল প্রবেশ করছে। যা নতুন কুঁড়ি আসার পথকে প্রশস্ত করে তুলেছে। মেটেলির ইনডং চা বাগানের সুপারিন্টেন্ডিং ম্যানেজার রজত দেব বলেন, 'এরপর শুধু প্রয়োজন রোদ ঝলমলে আবহাওয়া। তাহলেই কেল্লা ফতে। আশা করছি পূর্বাভাস অনুযায়ী রবিবার থেকে তা বাগানগুলি পেয়েও যাবে।'

কূর্তি চা বাগানের বর্ষীয়ান ম্যানেজার রাজেশ রুংটার কথায়, 'প্রকৃত অটাম ফ্লাশ বলতে যা বোঝায় সেটা যে পাব, তা নিয়ে সংশয় নেই। এমন মুহূর্তের জন্যেই তো চা বাগানগুলি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকে।'

মালবাজারের বেতগুড়ি চা বাগানের ম্যানেজার মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য

স্বাদ-গন্ধে অতুলনীয় হবে সিটিসি

কাজ শেষে বাড়ির পথে। বৃহস্পতিবার গ্রাসমোড় চা বাগানে।

বলছেন, 'সব মিলিয়ে যদি এক থেকে দেড় ইঞ্চির মতো বৃষ্টি হয়ে যায় তবে রেড স্পাইডার সহ আরও নানা ধরনের রোগপোকার উপদ্রবও কমে যাবে বলে অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি। সব মিলিয়ে মধ্য কার্তিকের এই বৃষ্টিপাতকে স্বাগত না জানিয়ে উপায় নেই।' উত্তরবঙ্গের চা বাগান বিশেষজ্ঞ রামঅবতার শর্মা মনে করছেন, সুষম বৃষ্টি হেমন্তের চায়ের উৎপাদন ও গুণগত মান দুই-ই বাড়াতে সাহায্য করবে।

উচ্ছ্বসিত বর্তমানে চা শিল্পের নিয়ন্ত্রক হয়ে ওঠা ক্ষুদ্র চা চাষিরাও। তাঁদের সংগঠন জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির সম্পাদক বিজয়গোপাল চক্রবর্তী বলছেন, 'কালীপুজোর পর থেকে অটাম ফ্লাশ পাওয়ার কথা। তবে সেটা নানা বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল। তার অন্যতম হল ঝিরঝিরে বৃষ্টি। সেটা বুধবার রাত থেকে শুরু হয়েছে। এর থেকে খুশির বিষয় আর কী-ই বা হতে পারে।'

চা বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, শীত জাঁকিয়ে পড়লে ডিসেম্বর থেকে আর নতুন কুঁড়ি আসবে না। সেসময় চা গাছের সুপ্তাবস্থা চলবে। যে কারণে শীতের উৎপাদন বাগানগুলিতে পুরোপুরি বন্ধ রাখাই দস্তুর। এটা চলে টানা দু' থেকে আড়াই মাস। তার আগে ঘূর্ণিঝড় মন্থার পরোক্ষ প্রভাবে ডুয়ার্সে এই বৃষ্টি শেষ বাজারে বাগানগুলিকে চাঙ্গা করে দিয়ে গেল।

প্রায় কোটি টাকার সোনা বাজেয়াপ্ত

শিলিগুড়ি, ৩০ অক্টোবর : বিদেশে পাচার হওয়ার আগে বিপুল সোনা বাজেয়াপ্ত করলেন কেন্দ্রীয় রাজস্ব গোয়েন্দা দপ্তরের শিলিগুড়ি শাখার আধিকারিকরা। গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে বুধবার রাতে কোচবিহারের শীতলকুচির বাসিন্দা মোজাফফর হুসেনের কাছ থেকে ৬টি সোনার বিস্কুট ও ২টি সোনার টুকরো উদ্ধার করা হয়। সোনা নিয়ে যাওয়ার কোনও নথি না থাকায় অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়।

রাজস্ব গোয়েন্দা দপ্তরের আধিকারিকদের সূত্রে জানা গিয়েছে, বাজেয়াপ্ত হওয়া সোনার মোট ওজন ৮১২ গ্রাম। যার বাজার মূল্য ৯৬ লক্ষ ২৬ হাজার ২৬০ টাকা। ধৃতকে বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি আদালতে পেশ করা হয়। সোনার মূল্য এক কোটি টাকার কম হওয়ায় আদালতে ধৃতকে শর্তসাপেক্ষে জামিন দেয়।

রাজস্ব দপ্তরের আধিকারিকদের অনুমান, ভারত-বাংলাদেশে সীমান্তের দিনহাটা দিয়ে চোরাপথে বিদেশি সোনা নিয়ে এসে তা শিলিগুড়িতে পাচারের ছক কষা হয়েছিল।

রাজস্ব গোয়েন্দা সূত্রে খবর, বুধবার দুপুরে কোচবিহারের সিতাইয়ের সাগরদিঘি সেতু দিয়ে বাইকে করে সোনাগুলি পাচার করার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। ওই সোনা সীমান্ত পেরিয়ে দিনহাটায় নিয়ে আসা হয়েছে এবং সেগুলির থেকে কিছুটা অংশ শিলিগুড়ির দিকে পাচার করা হচ্ছে সেই খবর গোয়েন্দাদের কাছে আগাম ছিল। সেইমতো বিভিন্ন এলাকায় ফাঁদ পাতেন গোয়েন্দারা। এমন সময় বাইকে করে সোনা নিয়ে যাওয়ার সময় অভিযুক্তকে আটক করেন গোয়েন্দারা।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পর অভিযুক্তকে স্পট সমন দিয়ে সন্ধ্যায় শিলিগুড়ির অফিসে নিয়ে আসা হয়। এরপর টানা জিজ্ঞাসাবাদের পাশাপাশি তাঁর পোশাক ও ব্যাগে তল্লাশি চালাতেই ওই সোনার বিস্কুট ও সোনার টুকরো বেরিয়ে আসে। যার সমর্থনে অভিযুক্ত কোনও বৈধ কাগজ

শিলিগুড়ি

দেখাতে পারেননি। এমন পরিস্থিতিতে রাতেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গোয়েন্দাদের আইনজীবী রতন বণিক বলেন, 'ওই সোনার বিস্কুটগুলির মধ্যে আরব আমিরশাহি ও বিভিন্ন বিদেশি সোনার কোম্পানির নাম উল্লেখ রয়েছে। মোজাফফর সোনার বিস্কুটগুলি কার কাছ থেকে নিয়েছিলেন এবং কার কাছে সেগুলি পৌঁছাতে যাচ্ছিলেন সেই নামগুলি গোয়েন্দাদের জেরায় জানিয়েছেন। যে আন্তর্জাতিক চোরাচালানকারীচক্রের মাধ্যমে সোনা পাচার করা হচ্ছিল, তার সন্ধান মিলেছে। যারা এর পেছনে রয়েছে তাদের খোঁজ শুরু হয়েছে।'

> **উদ্ধার-কাহিনী**
>
> বাজেয়াপ্ত হওয়া সোনার মোট ওজন ৮১২ গ্রাম
>
> ৬টি সোনার বিস্কুট ও ২টি সোনার টুকরো উদ্ধার
>
> বাজার মূল্য ৯৬ লক্ষ ২৬ হাজার ২৬০ টাকা
>
> ধৃত মোজাফফর হুসেনকে বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি আদালতে পেশ করা হয়
>
> সোনার মূল্য এক কোটি টাকার কম হওয়ায় আদালত ধৃতকে শর্তসাপেক্ষে জামিন দেয়

হত্যায় ধিক্কার

মধ্যপ্রদেশে কৃষকের ওপর গাড়ি চালিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে। প্রতিবাদে ধর্মতলায় ধিক্কার সভা করল পশ্চিমবঙ্গ কিষান খেত মজদুর তৃণমূল কংগ্রেস।।

ধর্ষণে বহিষ্কার

রামপুরহাট পুরসভার কাউন্সিলার প্রিয়নাথ সাউকে ধর্ষণ, বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাস সহ একাধিক অভিযোগে বহিষ্কার তৃণমূলের। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশেই সিদ্ধান্ত।

নাতনি ‘খুন’

আলমারি থেকে দেহ উদ্ধার কাণ্ডে এবার মৃত নাবালিকার ঠাকুমা প্রতিমা সিংহ নিজের ছেলে-বউমার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করলেন। তাঁর দাবি, নাতনিকে খুন করা হয়েছে।

হেনস্তায় আটক

কলকাতা মেডিকেলে মহিলা জুনিয়ার চিকিৎসককে হেনস্তার ঘটনায় এক অভিযুক্তকে আটক করল পুলিশ। সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ের কাছ থেকে তাঁকে আটক করা হয়েছে বলে খবর পুলিশ সূত্রে।

মা গো তুমি জগজ্জননী... উত্তর কলকাতার এক জগদ্ধাত্রী পুজোমণ্ডপে। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়

‘মেয়েরাই বেশি মদ খায়’

রানাঘাটের অতিরিক্ত সুপারের মন্তব্যে নীতি পুলিশির অভিযোগ

কলকাতা, ৩০ অক্টোবর : মহিলারাই এখন মদ খেয়ে তাণ্ডব করে বেড়াচ্ছেন। তাঁদের বাগে আনা যাচ্ছে না বলে মন্তব্য করেছেন নদিয়ার রানাঘাট পুলিশ জেলার অতিরিক্ত সুপার লাল্টু হালদার। তাঁর এই মন্তব্যে রীতিমতো বিতর্ক তৈরি হয়েছে। রাজ্য পুলিশের একজন কর্তা হয়ে কীভাবে প্রকাশ্যে তিনি এই মন্তব্য করলেন, তা নিয়ে নিন্দায় সরব হয়েছেন সমাজের বিশিষ্টজনেরা।

গত সপ্তাহে নদিয়ার শান্তিপুরে জগদ্ধাত্রী পুজোর প্রস্তুতি নিয়ে একটি বৈঠকে গিয়েছিলেন লাল্টু। সেখানেই পুজো উদ্যোক্তাদের সামনে তাঁর একটি ভাষণের ভিডিও (ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ) ভাইরাল হয়েছে। সেই ভিডিওতে তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছে, ‘আমার বলতে লজ্জা করছে, আপনাদের শোভাযাত্রায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তরুণীরা মদ খেয়েছেন। এটা যদি শোভাযাত্রার শোভা হয়, তাহলে তার নিন্দা করি। বাড়ির মেয়েরা যদি এরকম হয়ে যান, তবে সমাজ উচ্ছন্নে চলে যায়। মহিলাদের বাগে আনা যাচ্ছে না।’

পুজো উদ্যোক্তাদের উদ্দেশে তাঁকে বলতে শোনা যায়, ‘মহিলারা যেভাবে অত্যাচার করছেন, অন্যায়ভাবে প্রশাসনের সঙ্গে অসহযোগিতা করছেন, আপনারা এটা খেয়াল রাখুন। ছেলেদের থেকে মেয়েরাই বেশি মদ খান এখন। যা সমাজকে আরও বিপদের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।’

তিনি আরও বলেন, ‘মেয়েরা বাড়িতে মদ খেয়ে এসে পুলিশের সঙ্গে কথা বলছেন। এটা দেখতে খারাপ লাগে। এবছর কালীপুজোর শোভাযাত্রায় মেয়েরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মদ খাচ্ছেন, এটা লজ্জার সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে।’

কী বলছেন

- আপনাদের শোভাযাত্রায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তরুণীরা মদ খেয়েছেন। এটা যদি শোভাযাত্রার শোভা হয়, তাহলে তার নিন্দা করি। বাড়ির মেয়েরা যদি এরকম হয়ে যান, তবে সমাজ উচ্ছন্নে চলে যায়। মহিলাদের বাগে আনা যাচ্ছে না।
- মহিলারা যেভাবে অত্যাচার করছেন, অন্যায়ভাবে প্রশাসনের সঙ্গে অসহযোগিতা করছেন, আপনারা এটা খেয়াল রাখুন। ছেলেদের থেকে মেয়েরাই বেশি মদ খান এখন। যা সমাজকে আরও বিপদের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।
- মেয়েরা বাড়িতে মদ খেয়ে এসে পুলিশের সঙ্গে কথা বলছেন। এটা দেখতে খারাপ লাগে। এবছর কালীপুজোর শোভাযাত্রায় মেয়েরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মদ খাচ্ছেন, এটা লজ্জার সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে।

যদিও তাঁর এই ধরনের মন্তব্য প্রকাশ্যে আসায় তিনি দাবি করেছেন, তিনি শুধু নিজের অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন। শান্তিপুরে বামাকালী ভাসানের সময় যা দেখেছেন, সেটাই বলেছেন। রাস ও জগদ্ধাত্রী পুজোর উদ্যোক্তাদের উদ্দেশে তিনি বলেছিলেন। তবে এই ভিডিও কী করে ভাইরাল হল তা তিনি জানেন না।

তাঁর এই ধরনের মন্তব্যের নিন্দা জানিয়ে বিশিষ্ট সমাজবিদ মীরাতুন নাহার বলেন, ‘পুলিশ নামক পদে যাঁরা এখন চাকরি করছেন তাঁরা যথার্থ অর্থে স্বাধীনচিত্ত মানুষ থাকছেন না। তাঁরা অনুগত দাস হিসেবে কাজ করছেন। অখণ্ড মানবজাতির দু’টি অঙ্গ পুরুষ ও নারী। এই সত্যটাকে এরা কালো চশমাতে ঝাপসা চোখে দেখছে।’

সমাজবিদ পবিত্র সরকার বলেন, ‘আমি এই ধরনের কোনও রেকর্ড শুনিনি বা দেখিনি যে মদ্যপানের জন্য মেয়েদের বেশি করে থানায় ধরে আনা হচ্ছে। উচ্চবিত্ত পরিবারে হতে পারে। তবে সমাজের সর্বস্তরে বিষয়টি রয়েছে সেটা আমার মনে হয় না। প্রচারে আসার জন্য হয়তো এই ধরনের মন্তব্য করেছেন।’

নিয়োগের পরীক্ষার ফল প্রথম সপ্তাহে

কলকাতা, ৩০ অক্টোবর : নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে একাদশ-দ্বাদশ স্তরের শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার ফলপ্রকাশ করবে স্কুল সার্ভিস কমিশন। দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হবে নবম-দশম স্তরের শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার ফল। এসএসসি সূত্রে খবর, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক উভয় স্তরে ফলপ্রকাশের পর সাক্ষাৎকার প্রক্রিয়া শুরু হবে। বহু পরীক্ষার্থী দু’টি স্তরেই পরীক্ষা দিয়েছিলেন। তাই জটিলতা এড়াতে প্রথমে উচ্চমাধ্যমিক স্তরের উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হবে। তারপর তাঁদের নিয়োগের তালিকা প্রকাশ করবে কমিশন। একাদশ-দ্বাদশের প্রক্রিয়া মিটলে তারপরই মাধ্যমিক স্তরের নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করা হবে।

একাদশ-দ্বাদশ

উচ্চমাধ্যমিক স্তরে যাঁরা সুযোগ পাবেন, তাঁরা যাতে মাধ্যমিক স্তরের কাউন্সেলিংয়ে আবেদন না করেন, সেই কথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে কমিশন। উচ্চমাধ্যমিক স্তরে ১২ হাজার ৫১৪ ও মাধ্যমিক স্তরে ২৩ হাজার ২১২ জন শিক্ষক নিয়োগ করা হবে। শিক্ষা দপ্তর জানিয়েছে, একাদশ-দ্বাদশ স্তরের ওএমআর শিটের চূড়ান্ত স্ক্যানিং ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে। ইতিমধ্যেই তৈরি হয়ে গিয়েছে চূড়ান্ত উত্তরপত্র। ফলপ্রকাশের আগে তা কমিশনের ওয়েবসাইটে আপলোড করে দেওয়া হবে।

উচ্চমাধ্যমিক স্তরের বেতন কাঠামো নবম-দশমের তুলনায় অনেকটাই বেশি। কোনও পরীক্ষার্থী যদি দু’টি স্তরের পরীক্ষাতেই উত্তীর্ণ হন, তাহলে তিনি দুটি স্তরের নিয়োগ প্রক্রিয়াতে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। সেইদিকে কঠোর নজর রাখবে এসএসসি। আগেই ঘোষণা হয়েছিল, ৭ নভেম্বরের মধ্যে শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষার ফল প্রকাশ হয়ে যাবে। সেই ঘোষণা মেনেই সমস্ত প্রস্তুতি সেরে ফেলেছে কমিশন। ৩ নভেম্বর থেকে শুরু হয়ে যাবে নতুন নিয়োগের জন্য শিক্ষাকর্মীদের আবেদন প্রক্রিয়া। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে স্বচ্ছভাবে নিয়োগের ওপরেই নজর রাখছে কমিশন।

কাজে যোগ অধিকাংশ বিএলও’র

শাস্তিতে নরম কমিশন

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৩০ অক্টোবর : কমিশনের হুমকিতে অধিকাংশ কাজে যোগ দিলেও কিছু বিএলও এখনও তাঁদের সিদ্ধান্তে অনড়। তবে বিএলওদের কাজে ফেরানোর বিষয়টি নিয়ে এখনই শাস্তিমূলক পদক্ষেপের বদলে নরমে-গরমে তা সারতে চাইছে কমিশন।

বুধবার ১৪৩ জন বিএলও’কে কার্যত নোটিশ ধরিয়ে বৃহস্পতিবার বেলা ১২টার মধ্যে কাজে ফেরার নির্দেশ দিয়েছিল নির্বাচন কমিশন। বিএলওদের সতর্ক করে কাজে না ফিরলে প্রয়োজনে তাঁদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ এমনকি সাসপেন্ড করা হতে পারে বলেও জানিয়েছিল কমিশন।

জেলায় জেলায় কারা কাজে যোগ দিলেন, আর কারা অনুপস্থিত রইলেন, তার তালিকা বৃহস্পতিবার বিকাল ৫টার মধ্যে জেলা প্রশাসনকে পাঠানোর নির্দেশও দিয়েছিল সিইও-র দপ্তর। সূত্রের খবর, এদিন সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের কাছে বিএলওদের উপস্থিতি নিয়ে জানতে চান রাজ্যের সিইও দপ্তরের এক আধিকারিক। সেখানেই জেলা প্রশাসনের তরফে বিএলওদের কাজে যোগ দেওয়া নিয়ে কমিশনকে আশ্বস্ত করা হয়েছে।

তবে কোচবিহার, মুর্শিদাবাদ, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতার মতো কয়েকটি জেলায় কিছু বিএলও এখনও কাজে না ফেরার সিদ্ধান্তে অনড়। এদিন এই প্রসঙ্গে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল বলেন, ‘জেলা নির্বাচনি আধিকারিকদের স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, বিএলওদের কাজে ফেরানোর দায়িত্ব জেলা প্রশাসনের। এই বিষয়ে সিইও দপ্তর থেকে কোনও পদক্ষেপ করা হবে না। যদি একজন বিএলও অনুপস্থিত থাকেন, তাঁর জায়গায় বিকল্প বিএলও দিতে হবে। কোনওভাবেই এসআইআর-এর প্রক্রিয়া বিঘ্নিত হতে দেওয়া যাবে না।

৪ নভেম্বর থেকে শুরু হবে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটার তালিকা যাচাইয়ের কাজ। সেই কাজ করবেন সংশ্লিষ্ট বুথের বিএলওরাই। ফলে কোনও বুথে বিএলও না থাকলে ওই বুথের এসআইআর-এর কাজ করা যাবে না। সেই কারণে প্রয়োজনে অনুপস্থিত বিএলও-র জায়গায় বিকল্প হিসেবে নতুন বিএলও নিয়োগ করতে হবে জেলা প্রশাসনকেই। এককথায় বিএলও বিষয়টি জেলা প্রশাসনের ঘাড়েই ছাড়ল কমিশন। ফলে কোনও জেলার কোনও বুথে বিএলও-র অভাবে কাজ থমকে গেলে তার দায় নিতে হবে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনকেই।

রাজনৈতিক মহলের মতে, এসআইআর শুরুর মুখে বিএলওদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ করলে কমিশনকেই বিপাকে পড়তে হত। অতীতে সরকারি কর্মচারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ করতে গিয়ে নবান্নের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়েছিল কমিশন। এমনিতেই নিরাপত্তা নিয়ে আশ্বাস না পাওয়ায় কমিশনের ওপর ক্ষুব্ধ বিএলওরা। সেই কথা মাথায় রেখেই বিষয়টি নরমে-গরমে সারতে চাইল কমিশন।

তবে বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে কাজে যোগ না দেওয়া বিএলও’র জায়গায় নতুন বিএলও নিয়োগের বিষয়টি জেলা প্রশাসনের ওপর ছাড়ায় বিএলও নিয়োগে ফের পক্ষপাতের অভিযোগ ওঠার আশঙ্কা থাকছে।

বাম-কংগ্রেসের কাছে ভোট প্রার্থনা শমীকের

কলকাতা, ৩০ অক্টোবর : বিজেপি এসআইআরের নামে এনআরসি করছে, তৃণমূলের এই প্রচারের ধাক্কায় এসআইআর শুরুর আগেই কার্যত চাপে বিজেপি। চাপ এতটাই বিধানসভা ভোটের ভোটার তালিকা চূড়ান্ত হওয়ার আগেই বাম, অতিবাম ও কংগ্রেসের কাছে ভোট প্রার্থনা করে বসলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। বাম-কংগ্রেস সহ বিরোধীদের কাছে শমীকের আবেদন, বুকে পাথর রেখে এবারের মতো বাম হাতে বিজেপির জন্য বাটনটা টিপে দিন। তারপর দেখা যাবে।

এনআরসি আতঙ্কে মৃতের অভিযোগ তুলে সরব হয়েছে তৃণমূল। তৃণমূলের এই প্রচারে সিঁদুরে মেঘ দেখছে বিজেপি। দেশে এই মুহূর্তে কোথাও এনআরসি না থাকলেও স্রেফ আতঙ্ক তৈরির জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে তাঁর দলের নেতারা এই প্রচার করছেন বলে অভিযোগ করেছে গেরুয়া শিবির। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী

বলেছেন, ৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত গাছ থেকে কেউ পড়ে গিয়ে মারা গেলেও সিএএ, এনআরসি আতঙ্কে মারা গিয়েছে বলে প্রচার করবে তৃণমূল। মুখে যাই বলুক, তৃণমূলের এই প্রচার যে এসআইআর সহ বিধানসভা ভোটে প্রভাব ফেলতে পারে তা উড়িয়ে দিচ্ছে না বিজেপি। আর সেই কারণেই তৃণমূলের এই প্রচারকে অপপ্রচার বলে পালটা দাবি করার সঙ্গেই বিরোধী বাম-কংগ্রেস এমনকি অতি বামদের কাছে টানতে চাইছে বিজেপি। এদিন রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেছেন, ‘একটা রাজ্য প্রায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। যদি শেষ রক্ষা করতে চান, তাহলে এই নির্বাচনে কিছুদিনের জন্য বুকে পাথর রেখে বাম হাতে বিজেপির বাটনটা টিপে দিন। বাম-কংগ্রেস, অতি বাম এমনকি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে যাঁরা ঘাম-রক্ত ঝড়িয়ে ক্ষমতায় এনেছিলেন, তাঁদের কাছেও বিজেপি এই অনুরোধ করছে।’

সিআইআই এডুকেশন ইস্ট সামিট ২০২৫-এ প্রদীপ আগরওয়াল, শমিত রায় সহ অন্যরা।

শিল্প দিয়েই শিক্ষা, বদলাচ্ছে ভবিষ্যতের ক্লাসরুম

কলকাতা, ৩০ অক্টোবর : পুঁথিগত শিক্ষার বাইরে বেরিয়ে পড়ুয়াদের শিল্পমুখী হতে হবে। এই ভাবনার ওপরেই জোর দিচ্ছে সর্বভারতীয় প্রযুক্তি শিক্ষা পর্ষদ (এআইসিটিই)। একই সঙ্গে পাঠ্যক্রমকে সরাসরি বাস্তব কাজের সঙ্গে যুক্ত করতে নতুন উদ্যোগ নিয়েছে কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রির পূর্বাঞ্চল শাখাও। পড়ুয়াদের সামনে আরও ইন্টার্নশিপ, দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের নতুন দরজা খুলে দেওয়ার জন্য তারা শুরু করেছে ‘ইন্ডাস্ট্রি-অ্যাকাডেমিয়া যাত্রা’। বৃহস্পতিবার কলকাতায় আয়োজিত সিআইআই এডুকেশন ইস্ট সামিট ২০২৫-এ এই কথাই জানালেন বিশিষ্টজনেরা।

শিল্প আর শিক্ষার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক না হলে পড়ুয়াদের উন্নতি অসম্ভব। এদিন বিশিষ্টজনেরা একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নির্ভর এই সমাজে ছোট থেকেই পড়ুয়াদের প্রযুক্তিগত হাতেখড়ি দিতে হবে। অ্যাডামাস বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও চ্যান্সেলর প্রফেসর (ড.) সমিত রায়ের কথায়, পূর্ব ভারত তার দক্ষতা দিয়ে জাতীয় শিক্ষা উন্নয়নে আদর্শ মডেল হয়ে ওঠার সম্ভাবনা রাখে। তার জন্য পড়ুয়াদের ব্যবসায়িক উদ্যোগে ঝোঁক বাড়াতে হবে বলেই মনে করেন এআইসিটিই-র প্রধান সমন্বয় আধিকারিক ড. বুদ্ধ চন্দ্রশেখর।

তবে দেশের উন্নয়নে এগিয়ে আসতে হবে প্রথম প্রজন্মের উদ্যোক্তাদেরও। নতুন উদ্যোক্তা তৈরি করতে জাতীয় শিক্ষানীতি মেনে শুরু করতে হবে নতুন ক্লাসরুম ব্যবস্থা। সেখানে শেখানো হবে পুঁথিগত জ্ঞানকে বাস্তবে কীভাবে ব্যবহার করা যায়। পাঠ্যক্রমও হতে হবে প্রযুক্তিনির্ভর। এই নীতি মেনে ইতিমধ্যেই ক্লাসরুম সাজানোর কাজ শুরু করে দিয়েছে রাজ্যের প্রথম সারির শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি। টেগা ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর এগজিকিউটিভ চেয়ারম্যান মদন মোহাঙ্কা বলেন, ‘২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতকে উন্নত দেশে পরিণত করতে হলে পড়ুয়াদের ঝুঁকি নেওয়ার মানসিকতা তৈরির পাশাপাশি নারীদের কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণ বাড়াতেও জোর দেওয়া প্রয়োজন।’

সোমবার মন্ত্রীসভার বৈঠক

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৩০ অক্টোবর : একটানা ছুটির পর আগামী সোমবার রাজ্য মন্ত্রীসভার বৈঠক ডেকেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মাঝে হঠাৎ করে উত্তরবঙ্গে নজিরবিহীন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে মুখ্যমন্ত্রীকে দু’দুবার ছুটে যেতে হয় সেখানে। বিপর্যস্ত জেলাগুলিতে নিজে থেকে দুর্যোগ কবলিত মানুষের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের ব্যাপারে সক্রিয় ও সদর্থক পদক্ষেপ করেন তিনি। আর এই ব্যস্ততার জন্য রাজ্য মন্ত্রীসভার বৈঠকও ডাকা সম্ভব হয়নি। বেশ কয়েকটি দপ্তরের কাজও বকেয়া পড়ে গিয়েছে।

নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয়ের খবর, এই কারণেই সোমবার সতীর্থ মন্ত্রীদের নিয়ে মন্ত্রীসভার বৈঠক ডেকেছেন তিনি নবান্নে। বুধবার নবান্ন সূত্রে খবর, সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের কাজের পর্যালোচনার পাশাপাশি দু’একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তও নেওয়া হতে পারে মন্ত্রীসভার বৈঠকে।

উদ্বেগে শরণার্থীরা

দাবি বিরোধীদের

রিমি শীল

কলকাতা, ৩০ অক্টোবর : এসআইআর ঘোষণার পরেই একের পর এক মৃত্যুর ঘটনা ক্রমশ প্রকাশ্যে এসেছে। এই আতঙ্ক ক্রমশ উদ্বেগ তৈরি করছে শরণার্থী হয়ে এদেশে আসা মানুষজনেদের মধ্যে। এমনটাই মত বাম-কংগ্রেসের। তারা মনে করছে, দীর্ঘদিন আগে বা সাম্প্রতিক সময়ে প্রতিবেশী দেশ থেকে আসা মতুয়া সহ শরণার্থীদের মধ্যে নথিপত্র নিয়ে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। এই পরিস্থিতি তৈরি করেছে বিজেপি। এসআইআরের নেপথ্যে এনআরসি বা সিএএ কার্যকর হলে অনেকেই বেনাগরিক হওয়ার আশঙ্কা করছেন। এই পরিস্থিতিতে আতঙ্ক দূর করতে ইতিমধ্যেই ভিন্ন ভিন্ন পন্থায় কৌশল নিচ্ছে বিরোধীরা।

এসআইআর ঘোষণার পরেই সুর চড়িয়েছে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। ভয় পেয়ে হঠকারী সিদ্ধান্ত না নেওয়ার বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একই সুরে সিপিএম ও কংগ্রেসের যুক্তি, সাতের দশকে বহু হিন্দু শরণার্থী এই দেশে এসেছেন। অনেকে দীর্ঘদিন ধরে এই রাজ্যে বসবাস করছেন। উদ্বাস্তু অবস্থায় আসার পর তাঁরা রয়ে গিয়েছেন। বিশেষত কোনও কারণবশত বহু মানুষের কাছে যথাযথ নথিপত্র নেই। অথচ নাগরিকত্ব প্রমাণের জন্য নথিপত্রকেই প্রামাণ্য ধরে নেওয়ায় আশঙ্কার বাতাবরণ তৈরি করছে। ইতিমধ্যেই আতঙ্ক দূর করতে সমাজমাধ্যমে প্রচার শুরু করেছে সিপিএম। নির্বাচন কমিশনের ঘাড়ে দায় চাপিয়ে বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসুর বক্তব্য, ‘এসআইআর বর্তমানে মানুষের কাছে ত্রাসে পরিণত হয়েছে। মানুষকে সচেতন করে পরিচ্ছন্নভাবে কাজ করতে হবে। কোনও দলীয় স্বার্থের পক্ষে কাজ করা যাবে না। বিএলওর দায়িত্ব অনুযায়ী কাজ করতে হবে।’ জেলায় জেলায় এসআইআরের নামে আতঙ্ক ছড়ানোর বিরুদ্ধে একাধিক কর্মসূচি নিয়েছেন তাঁরা। সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী বলেন, ‘যাঁদের মৃত্যু হয়েছে, তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলি, এসআইআরের সঙ্গে সঙ্গে বিজেপি সিএএ ক্যাম্প করছে। দুটিকে এক জায়গায় মিলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। তাই আতঙ্ক তৈরি হচ্ছে। যাঁরা আতঙ্ক ছড়াচ্ছেন, তাঁরা কি বুঝতে পারছেন আতঙ্কটা শুধু মুসলিমদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই? হিন্দুরাও আতঙ্কে রয়েছেন। দীর্ঘদিন আগে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে আতঙ্ক রয়েছে। পরিবারের কারোর জমি থাকলেও তার নেপথ্যে যার কথা আসছে সেই পুরোনো নথিপত্রের খোঁজ তাঁদের কাছে নেই। দীর্ঘদিন ধরে যাঁরা রয়েছেন তাঁরা এখানকার নাগরিক। কিন্তু তাঁদের কাছে কাগজ নেই। তাই কি তাঁরা বিপদে পড়বেন? আমাদের প্রশ্ন সেটাই।’ সিপিএমের এক রাজ্য কমিটির নেতার কথায়, ‘প্রচুর গরিব মানুষ যাঁরা ওপার বাংলা থেকে এসেছিলেন কিন্তু কোনও কারণে নথি হারিয়েছেন বা যাঁরা বিশেষ কারণবশত সম্প্রতি এসেছেন তাঁরাও আতঙ্কে রয়েছেন। এর বিরুদ্ধে আমরা ক্যাম্প করছি। বিভিন্ন কর্মসূচি নিচ্ছি।’ সিপিএম নেতা শমীক লাহিড়ির মতে, ‘এর দায় নিতে হবে নির্বাচন কমিশনকে। আমরা বিভিন্ন পথসভা, লিফলেট বিলি, পাড়ায় পাড়ায় কর্মসূচির মাধ্যমে আতঙ্ক কাটানোর চেষ্টা করছি।’ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার বলেন, ‘আমরা সুপ্রিম কোর্টে এসআইআর নিয়ে মামলা করতে চলেছি। এসআইআর যেমন চলছে চলুক কিন্তু তার মধ্যে নির্বাচনি প্রক্রিয়া যাতে না আসে।’ রাজনৈতিক মহলের মতে, উদ্বাস্তু ভোট নিয়ে চিন্তিত সিপিএম ও বিজেপি। তারই মধ্যে এসআইআর ঘোষণার পরে একের পর এক মৃত্যু অনুঘটকের কাজ করেছে। এক সময় সিপিএমের পক্ষে থাকা উদ্বাস্তু ভোট পরবর্তীতে অধিকাংশ তৃণমূলের ঝুলিতে গিয়েছে। বিজেপির অন্যতম আদি সংগঠন উদ্বাস্তু সংগঠন। এই পরিস্থিতিতে আতঙ্কের বাতাবহে বিরোধীরা চাইছে এই ভোটের একাংশ তাদের কাছে ফিরুক। তাই নিজেদের মতো কৌশল নিচ্ছে তারা।

ছোট কাঁধে গুরুদায়িত্ব বিক্রমের

রিমি শীল

কলকাতা, ৩০ অক্টোবর : ‘ফল নেবে গো ফল...’, হাঁক দিচ্ছে দৃপ্ত এক কণ্ঠস্বর। ফলবোঝাই ভ্যানটি ঠেলে নিয়ে এগোচ্ছে ধুলোমাখা বছর ১২’র দুটো হাত। চোখে, মুখে ক্লান্তির ছাপ। পড়ার ফাঁকে সময় বের করে ফল বিক্রি করে চাঁদপাড়ার বিক্রম সুতার। বাস্তব তাকে এই বয়সেই শিখিয়েছে সংসারের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতে। প্রশাসন নানা আশ্বাস দিয়েছিল, কিন্তু বাস্তবায়ন হয়নি। পাঁচ বছরের বোন ও মাকে নিয়ে তার পরিবার। বাবা ছেড়ে গিয়েছে সাত বছর আগে। সেই থেকেই শুরু অসম লড়াই। দায়িত্বভার কাঁধে নিয়ে বিক্রম যেন এখন সংসারের অভিভাবক হয়ে উঠেছে।

বনগাঁর চাঁদপাড়ায় ১২ বছরের বিক্রমের কাঁধে পরিবারের দায়িত্ব। মা পরিচারিকার কাজ করেন। মাসে ৫০০০ টাকায় সংসার চলে না। যে বয়সে কাঁধে স্কুলের ব্যাগ, হাতে পেন-পেনসিল থাকার কথা, সেই বয়সে ছোট্ট দু’টি হাত ফলবোঝাই ভ্যান ঠেলে। আগে ট্রেনে হকারি করে সংসার চালাত। বনগাঁ, গোবরডাঙা বা হাবড়া লোকালে কখনও বাড়িতেই মুখরোচক খাবার প্যাকেটে পুরে, কখনও নিত্যপ্রয়োজনীয় মহিলাদের দ্রব্যাদি নিয়ে হকারি করত সে। ধার করে বিক্রির জিনিস কিনে তা বেচে আবার ধার মেটাতে হয় তাকে। ‘উত্তরবঙ্গ সংবাদ’কে ছোট্ট বিক্রম বলে, ‘বিডিও অফিস থেকে বলেছিল, আমি ছোট বলে হকারি না করতে। ওরা নাকি মাসে ৫০০০ টাকা করে দিয়ে যাবে। কই দু’মাস তো কেটে গেল, কিচ্ছু দেয়নি। কিন্তু আমাদের তো চলতে হবে। তাই এখনও মাঝেমধ্যে হকারি চালাচ্ছি।’

সংসারের দায় সামলে কী করে পড়াশোনা চালায় সে? বলল, ‘পড়াশোনা

পড়াশোনা সামলে পথে হকারি।

না করলে হবে? বোন হওয়ার পরই বাবা বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছেন। বোনের তখন দু’মাস। ঠাকুমারাও বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিল আমাদের। আমরা ভাড়া বাড়িতে উঠলাম। মাকে অনেক কষ্ট করতে দেখেছি। তাই আমিই বাধ্য হয়ে নেমেছি রোজগার করতে।’ তার মা ইতি সুতার বললেন, ‘ও এখন ফল বিক্রি করে আর মাঝেমধ্যেই ট্রেনে হকারি করে।’ সমাজমাধ্যমের দৌলতে অনেকেই যোগাযোগ করেন বিক্রমের সঙ্গে। সে বলল, ‘অনেকে যোগাযোগ করে এসে চাল, ডাল, খাবার দিয়ে যায়। কোনওভাবে চলে যায়।’ বোনকেও স্কুলে ভর্তি করিয়েছে বিক্রম। টাকার অভাবে নেই গৃহশিক্ষক। না, সকাল হলে মায়ের বানানো জলখাবার খেয়ে দিন শুরু হয় না বিক্রমের। পাড়ার মোড়ে কোনও এক গলির বাতাসে ভেসে বেড়ায় তার সুর। নিজের স্বপ্নের দাম চুকিয়ে সে বাঁচিয়ে রাখছে একাধিক স্বপ্ন। বনগাঁ দক্ষিণের বিজেপি বিধায়ক স্বপন মজুমদারকে প্রশ্ন করতে তিনি বললেন,‘আমার কাছে এখনও এমন কোনও খবর নেই। তবে স্থানীয় প্রশাসনের থেকে খবর নিয়ে নিশ্চয় ব্যবস্থা নেব।’

দুর্গাপুরের ধর্ষণে ২০ দিনে চার্জশিট

দুর্গাপুর ও কলকাতা, ৩০ অক্টোবর : বৃহস্পতিবার দুর্গাপুরে বেসরকারি মেডিকেল কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ডাক্তারি পড়ুয়াকে গণধর্ষণের ঘটনায় ২০ দিনের মধ্যে চার্জশিট পেশ করল পুলিশ। শীঘ্রই এই ঘটনায় বিচার প্রক্রিয়া শুরু হবে। সরকারি আইনজীবী বিভাস চট্টোপাধ্যায় জানান, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ১৮টি সেকশনে চার্জশিট জমা দেওয়া হয়েছে। নির্যাতিতার সহপাঠীর বিরুদ্ধেই শুধুমাত্র ধর্ষণের ধারা উল্লেখ রয়েছে। সহপাঠীই মূল অভিযুক্ত। বাকি ৫ জনের মধ্যে অপু বাউরি, শেখ নাসিরুদ্দিন ও শেখ ফিরদৌসের বিরুদ্ধে গণধর্ষণ, তোলাবাজি, ডাকাতির ধারা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া শেখ রিয়াজউদ্দিন ও সফিক শেখের বিরুদ্ধে ডাকাতি ও ছিনতাইয়ের ধারা রয়েছে। তাড়াতাড়ি যাতে বিচার শুরু ও শেষ করা হয় তা দেখা হচ্ছে।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১৬১ সংখ্যা, শুক্রবার, ১৩ কার্তিক ১৪৩২

এসআইআর জুজু

ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর) চালু হওয়ার দিনই তুলকালাম পশ্চিমবঙ্গে। নিজের মৃত্যুর জন্য এনআরসি-কে দায়ী করে উত্তর ২৪ পরগনার পানিহাটির এক প্রৌঢ় আত্মঘাতী হয়েছিলেন। পরদিন কোচবিহারের দিনহাটার একজন এসআইআর আতঙ্কে বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন বলে নিজেই দাবি করেন। তার পরের দিন আবার বীরভূমের ইলামবাজারে আরও একজন গলায় দড়ি দিয়ে একই কারণে আত্মঘাতী হয়েছেন বলে অভিযোগ।

মাসকয়েক আগে কলকাতার নেতাজিনগরে সিএএ ও এনআরসি আতঙ্কে অপর একজন আত্মঘাতী হয়েছিলেন বলে অভিযোগ। বোঝাই যাচ্ছে অভিযোগগুলি যদি সত্যি হয়, তবে তার মানে এসআইআর আতঙ্ক ক্রমশ ডালপালা মেলছে। রাজ্যে বাড়ি বাড়ি গিয়ে এসআইআর শুরু হবে ৪ নভেম্বর। তিন মাসে তিন পর্বে তা শেষ হবে। প্রতিটি জেলায় মহকুমা শাসক ও জেলা শাসকের অফিসে সহায়তাকেন্দ্র খুলছে নির্বাচন কমিশন।

অনিচ্ছুক ৬০০ বিএলও কাজে যোগ না দিলে শাস্তি দেওয়া হবে বলেও কমিশন হুমকি দিয়ে রেখেছে। এই কর্মযজ্ঞের প্রাক্কালে শাসক ও বিরোধী পক্ষের তর্জায় বাড়ছে রাজনৈতিক উত্তাপ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এসআইআর নিয়ে তোপ দাগছেন সেই জুন-জুলাই থেকে। বিহারে ভোটার তালিকায় লক্ষ লক্ষ মানুষের নাম বাদ পড়া নিয়ে তুমুল শোরগোল চলছিল তখন।

মুখ্যমন্ত্রী বরাবরই বলে চলেছেন, এরাজ্যে একজন ভোটারের নামও বাদ পড়তে দেবেন না তিনি। একই হুমকি দিয়েছেন দলের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। জেলায় জেলায় তৃণমূল নেতাদের আগেই সতর্ক করে দিয়েছে শীর্ষ নেতৃত্ব। ২০০২ সালের ভোটার তালিকা ধরে সব বাড়ি ঘুরে শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে তৃণমূল কর্মীদের। বরং এসআইআর নিয়ে রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল বিজেপি কিছুটা দিশাহীন। অন্য দুই বিরোধী সিপিএম এবং কংগ্রেস ততটা সক্রিয় নয়।

বিএলএ নিয়োগ নিয়েও তৃণমূল বাদে বাকি দলগুলি পড়েছে মহাসমস্যায়। এসআইআর নিয়ে তৃণমূল আগে থেকেই সিরিয়াস। অভিষেকের সঙ্গে এখন প্রায়শ আলোচনা করছেন দলনেত্রী। জেলায় জেলায় তৃণমূল বিএলএ-দের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তাঁরা যেন বিএলওদের পিছুধাওয়া করেন। অর্থাৎ বিএলও কোনও বাড়িতে গেলে তৃণমূলের বিএলএ-রা যেন সেখানে হাজির হন এবং নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে কি না, সেদিকে কড়া নজর রাখেন।

একদিকে জোড়াফুল শিবিরের চরম তৎপরতা, অন্যদিকে পদ্ম শিবিরের দিশাহীনতা স্পষ্ট। এসআইআর নিয়ে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী রোজই অন্তত একবার হুংকার ছাড়েন, এরাজ্যে ১ কোটি ৮০ লক্ষ নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ যাবে। তিনি দলের বিএলএ টু-দের নির্দেশ দিয়েছেন, তাঁরা যেন বিএলও-দের ওপর চৌকিদারি করেন। আবার কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ও দলের প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার মনে করেন, বাংলায় কোটি নাম বাদ পড়ার বিষয়টি জল্পনামাত্র।

বিরোধী দলনেতা হামেশাই প্রায় ২ কোটি ভোটারের নাম বাদ পড়ার যে হুমকি দিচ্ছেন, সেব্যাপারেও রাজ্য বিজেপির একাংশের তীব্র আপত্তি। নদিয়া সহ কয়েকটি জেলার পুরোনো নেতারা মনে করেন, এতে পদ্ম শিবিরের কোনও লাভ হবে না, উলটে ক্ষতি হবে। সামনে বিধানসভা নির্বাচন। সারাক্ষণ যদি লক্ষ লক্ষ মানুষের নাম বাদের ভয় দেখানো চলতে থাকে, তাহলে ফায়দা তুলবে তৃণমূলই। মানুষ বিজেপির থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবেন।

শুভেন্দু অধিকারীর লাইনকে তাই হঠকারী এবং আত্মঘাতী বলে দলের মধ্যে সমালোচনা হচ্ছে। কিন্তু যাঁকে নিশানা করে তাঁদের সমালোচনা, তাঁর ভ্রূক্ষেপই নেই। ২০২১ সালের ভোটে তৎকালীন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের নেতৃত্বে বিজেপি ৭৭টি আসন জিতেছিল। পদ্ম শিবিরে সেই দিলীপ এখন ব্রাত্য। এসআইআর শেষপর্যন্ত বিজেপির ঝুলিতে কোনও লাভ এনে দেবে কি না, তা অনিশ্চিতই।

অমৃতধারা

দুঃখ আছে বলিয়াই তুমি দুঃখজয়ী বীর হইবার সুযোগ পাইতেছ। মৃত্যু আছে বলিয়াই মৃত্যুঞ্জয় মহাশিব হইবার তোমার সার্থকতা। যখন সব হারাইবে, তখনই সব পাইবে। দেওয়াই পাওয়া, না দিতে পারাই রিক্ততা, শূন্যতা ব্যর্থতা। সুখলাভ যখন তোমার ঈশ্বরের প্রীতি-সম্পাদনের জন্য তখন ইন্দ্রিয়-সংযম তোমার সহজাত সম্পদ। ঈশ্বরের প্রীতিকেই জীবনের লক্ষ্য কর। আপন স্বরূপের পানে তাকাইয়া সীমার সহিত অসীমের সখ্যতা অনুধাবন কর। আদির ভিতরে অন্তকে দেখা, চিরচঞ্চলের ভিতরে নিত্যস্থিরকে জানা- ইহাই যোগ। পরকে আপন বলিয়া জানিবার উপায় নিজেকে ও তাহাকে একই ভগবানের সন্তান বলিয়া মানিয়া লওয়া।

- শ্রীশ্রীস্বরূপানন্দ

কেল্টিক সভ্যতার এক টুকরো বেঁচে

আইরিশরা হ্যালোউইনের প্রথা নিয়েছিল কেল্টিকদের থেকে। আমেরিকা একে স্কুলের শিক্ষার অংশ করে নিয়েছে।

রুমি বাগচী

আমেরিকায় এসে প্রথম হ্যালোউইন দেখে খুব অবাক হয়েছিলাম। ভূত নিয়ে উৎসব! বাচ্চা ছেলেমেয়েরা ভূত-পেত্নী, দৈত্য-দানো, রাক্ষসের মুখোশ পরে বাড়ি বাড়ি যায় হাতে কুমড়োর বাস্কেট ঝুলিয়ে। সব বাড়িও কঙ্কাল, ভয়ংকর সব রক্তমাখা মুখ এসব দিয়ে সাজায়। সঙ্গে হাড়হিম করা নানারকম শব্দ হয়। বাচ্চারা গেলে ওদের বাস্কেটে চকোলেট দেয়।

ভারতে আমাদের ছোটবেলায় এই হ্যালোউইন জন্ম নেয়নি। কিন্তু সংস্কৃতি তো জলের মতো, সব সময়ই এদিক থেকে ওদিকে বয়ে যায়। একটির সঙ্গে অন্যটির অবিরত মিশ্রণ ঘটে। তাই এখন ভারতের নানা শহরেও হ্যালোউইন, ভ্যালেন্টাইন্স দিবস, মাতৃ দিবস এসব অনেকে পালন করে। আজকাল ইন্টারনেটের জন্য সংস্কৃতি আরও দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে।

আমেরিকারও কিন্তু এই হ্যালোউইন নিজস্ব নয়। ১৮০০ সালে আইরিশরা আমেরিকায় প্রথম আসে। সঙ্গে নিয়ে আসে জ্যাক-ও-ল্যান্টার্ন'এর এই প্রথা। গোল মোটা কুমড়োকে কেটে ভূত, রাক্ষসের মুখ বানিয়ে তার ভেতরে মোমবাতি রেখে বাড়ির সামনে রেখে দেওয়া। আইরিশরা আবার এই প্রথা নিয়েছিল কেল্টিকদের থেকে আর এখন সারা আমেরিকা একে আপন করে নিয়ে স্কুলের শিক্ষার অংশ করে নিয়েছে।

অক্টোবর মাস ক্যালিফোর্নিয়ায় ফসল ওঠার সময়। রোদের মেজাজ অনেক নরম, চারিদিকে গাছের পাতারা রং বদলানোর জন্য তৈরি। আমেরিকার খামারগুলোতে সবুজ পাতার মাঝে রাশি রাশি সোনার তালের মতো কুমড়ো উঁকি দিচ্ছে। সারাদিন মিষ্টি রোদ থেকে ক্লোরোফিল নিচ্ছে আর সন্ধ্যা হলে সমুদ্রের ভেজা হাওয়ায় শরীর জুড়োচ্ছে। পরিণত কুমড়োগুলোকে কেটে নিয়ে খড়ের গাদার ওপর যত্নে সারি সারি সাজিয়ে রাখা --চারপাশ আলো করা সোনার রঙের কুমড়ো। অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে জ্যাক-ও-ল্যান্টার্ন বানানো শুরু হবে।

সময় হয়ে গিয়েছে, এই কুমড়োরা এখন বসে অপেক্ষা করছে, কখন আসবে তারা। ক্যালিফোর্নিয়ার স্কুলবাসগুলোর রং-ও এই কুমড়োগুলোর মতো হলুদ। একটার পর একটা বাস এসে দাঁড়াবে আর তার থেকে দুদ্দাড় করে নামবে ছোট ছোট ছেলেমেয়ের দল, ছুটে যাবে কুমড়োগুলোর কাছে। এটা ধরবে, ওটা দেখবে। তারপর মনমতো একটা কুমড়ো তুলে নেবে হাতে। শিক্ষক দাম মেটাবেন। এরপর খড়ের গাদায় লাফালাফি করে খেলবে। খড়বোঝাই গাড়িতে চড়ে ঘুরবে। খামারবাড়িতে কিছু পশুপাখিও থাকে। তাদের খেতে দেওয়াটাও দারুণ আনন্দের। এই পুরো ব্যাপারটাই শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। ফসলের সঙ্গে, মাটির সঙ্গে যোগাযোগ ছাড়া শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। আমেরিকার স্কুলে সবচেয়ে প্রিয় ফিল্ড ট্রিপ অক্টোবর মাসের এই কুমড়ো খামারে যাওয়া।

খামারবাড়ির এই কৃষকদের প্রায় সবাই নাম করা কলেজ থেকে কৃষিবিজ্ঞান নিয়ে ব্যাচেলর্স অথবা মাস্টার্স করেছেন। কেউ কেউ রিসার্চ করে বেশকিছু গবেষণাপত্রও লিখেছেন। উচ্চশিক্ষিত ও বিদগ্ধ সব কৃষক। চাষের সর্বোন্নত প্রযুক্তিতে দক্ষ এইসব কৃষকদের কথা শুনলে ও চেহারা দেখলে মনে হয় যেন কোনও নামী কলেজের প্রফেসর। এই ছেলেমেয়েরা ছোট ছোট হাতে পামকিনগুলোকে বুকে জড়িয়ে ধরে বাড়ি নিয়ে যায়। তারপর বাবা ওটাকে ছুরি দিয়ে কেটে ভূতের মুখ বানায়। ছোট্ট ছেলেমেয়েরা হাত ঢুকিয়ে ভেতর থেকে সব শাঁস, বিচি বের করে মাকে দেয় কুমড়োর পাই বানানোর জন্য।

তারপর বাটির মতো কুমড়োটার ভেতরে একটা জ্বলন্ত মোমবাতি রেখে সেই জ্যাক-ও-ল্যান্টার্ন বাড়ির দরজায় রাখা হয়। বাড়ি, অফিস, দোকান, স্কুল-কলেজ, পার্ক– সর্বত্র পুরো অক্টোবর মাস হলুদ কুমড়োরা বারান্দায়, সিঁড়িতে, টেবিলে, বাগানে শোভা বাড়ায়। আর চারপাশে গাছের রঙিন পাতা ঝরে ঝরে পড়তে থাকে। চোখজুড়োনো হেমন্ত ছড়িয়ে থাকে সবখানে। কুমড়োর গাছ, ভুট্টার গাছ কীভাবে চিনতে হয়, একটা ফুল থেকে কেমন করে কুমড়ো হয়, একটা শিষ থেকে ভুট্টা, কোন মাটিতে কীভাবে চাষ করতে হয়, ফার্ম পশুদের লালনপালন করা সব-ই শিক্ষার অঙ্গ।

কেন ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত? কারণ পয়লা নভেম্বর কেল্টিকদের নববর্ষ। কেল্টিকদের পশ্চিম ইউরোপের আদিবাসী বলা যায়। যেমন আয়ারল্যান্ড, ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড ইত্যাদি দেশের আদি মানুষ। কেল্টিকরা বিশ্বাস করত, ছেড়ে যাওয়া প্রিয়জনদের আত্মারা নতুন বছর শুরুর ঠিক আগের মুহূর্তে আরেকবার এই পৃথিবীতে আসে। তাঁদের স্বাগত জানাতেই এই হ্যালোউইন। তাই এই জ্যাক-ও-ল্যান্টার্ন থাকে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত, যে রাতে হ্যালোউইন।

হ্যালোউইনের রাতে দলবেঁধে ছেলেমেয়েরা প্লাস্টিকের কুমড়োর মতো দেখতে বাস্কেট হাতে ঝুলিয়ে জ্যাক-ও-ল্যান্টার্ন সাজানো বাড়িগুলোতে গিয়ে দরজায় নক করে। আর দরজা খুলে বড়রা বাস্কেটে লজেন্স, চকোলেট ভরে দেয়। যতক্ষণ না তাদের হাতের বাস্কেট উপচে পড়ে, ওরা বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়ায়।

আইরিশ উপকথায়, কিপ্টে জ্যাক একদিন শয়তানকে তার সঙ্গে পানীয় খাওয়ার নিমন্ত্রণ করে এবং তাকে বোঝায় যে তুমি নিজেকে পালটে একটি মুদ্রায় পরিণত করো। তাহলে সেটা দিয়ে আমরা পানীয়টি কিনতে পারব। কিন্তু যখনই শয়তান সেটা করল, জ্যাক সেটা খরচ না করে নিজের পকেটে একটি রুপোর ক্রসের সঙ্গে রেখে দিল যাতে শয়তান আর নিজের রূপ ফিরে না পায়। পরে জ্যাক এই শর্তে শয়তানকে মুক্তি দেয় যে এক বছরের মধ্যে জ্যাক যদি মারা যায়, তবে সে জ্যাকের আত্মা নিতে আসবে না।

পরের বছর আবার জ্যাক শয়তানকে একটি গাছে উঠে একটি ফল পেড়ে দিতে বলে, শয়তান যেই গাছে ওঠে জ্যাক গাছের গায়ে ক্রস চিহ্ন এঁকে দেয় যাতে শয়তান আর নামতে না পারে। আবার একই শর্ত করে, এবার ১০ বছরের। এর কিছুদিনের মধ্যেই জ্যাকের মৃত্যু হয়। ঈশ্বর তাকে স্বর্গে নেন না। বিরক্ত শয়তানও তাকে নরকে না নিয়ে অন্ধকার এক রাতে পাঠিয়ে দেয়, পথ দেখার জন্য দেয় শুধুমাত্র একটি জ্বলন্ত অঙ্গার। জ্যাক একটি মুলো কেটে তার মধ্যে সেটি রেখে অন্ধকার রাতে হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে থাকে।

সেই থেকে আয়ারল্যান্ড ও স্কটল্যান্ডের মানুষ মুলো কেটে ভয়ংকর সব মুখ বানিয়ে তার মধ্যে মোমবাতি রেখে বাড়ির জানলা, দরজায় রেখে দেয় জ্যাক ও অশুভ আত্মা তাড়ানোর জন্য। এই আইরিশরা আমেরিকায় এসে যখন এই গোলাকার কুমড়ো দেখল, সঙ্গে সঙ্গে মুলো ছেড়ে একেই হাতে তুলে নিল আরও ভালো জ্যাক-ও-ল্যান্টার্ন বানানোর জন্য। তারা এর বীজ আয়ারল্যান্ডেও নিয়ে গেল। কিন্তু সেখানকার মাটি ও আবহাওয়ায় এই কুমড়ো ফলল না। কলম্বাসও আমেরিকা থেকে এর বীজ নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু ইউরোপেও এই কুমড়ো হয়নি। রেড ইন্ডিয়ানরা প্রথম সেন্ট্রাল আমেরিকার দেশগুলো থেকে এর বীজ নিয়ে আসে একটা ভালো খাদ্যদ্রব্য হিসেবে। তারপর সারা উত্তর আমেরিকার মাটিতে ছড়িয়ে দেয়। সেই থেকে আমেরিকায় অক্টোবর-নভেম্বর মাস মানেই চারিদিকে নানা রঙের পাতা আর তাদের মাঝে সোনা রঙের অজস্র কুমড়ো।

(লেখক শিলিগুড়ির ভূমিকন্যা। লস অ্যাঞ্জেলেসের বাসিন্দা।)

আজ

১৮৭৫

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল।

১৯৮৪

প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি প্রয়াত হন আজকের দিনে।

আলোচিত

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এসআইআর-এর কিছুই জানেন না। তাই উলটো-পালটা বকছেন। রাজনীতিতে পড়াশোনা জানা লোক দরকার। উনি কী এসআইআর পড়েছেন? এসআইআর হলে ডায়মন্ড হারবার সহ গোটা রাজ্যে ভুয়ো ভোটাররা বাদ যাবে। তাই তৃণমূল আতঙ্কে।

- সুকান্ত মজুমদার

ভাইরাল/১

মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়রে স্কুলে পঠনপাঠন চলাকালীন বিশাল দুই সাপ ঢুকে পড়ে। একে অপরকে বিনুনির মতো পেঁচিয়ে মাটি থেকে অনেকটা উঁচুতে দাঁড়িয়ে পড়ে। পড়ুয়াদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়ায়। সাপ দুটিকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়।

ভাইরাল/২

ডিজিটাল আশীর্বাদ। কেরলে বিয়ের অনুষ্ঠান চলছে। অতিথিদের অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন কনের বাবা। পকেটে সাঁটা কিউআর কোড। অতিথিরা মোবাইল বের করে ওই কোডটি স্ক্যান করে আশীর্বাদির টাকা পাঠাচ্ছেন। সানন্দে তা গ্রহণ করছেন তিনি।

জনমন

জনমত

উৎসব, পরিবেশ ও আমাদের দায়িত্ব

গণেশপুজো দিয়ে শুরু হয়েছিল এই বছরের উৎসবের পর্ব। তারপর বিশ্বকর্মাপুজো, দুর্গোৎসব, লক্ষ্মীপুজো, কালীপুজো, দীপাবিল, ভাইফোঁটা, ছটপুজো এবং সবশেষে জগদ্ধাত্রীপুজো উদযাপনের মধ্যে দিয়ে শেষ হল এই পর্ব। এরপর রাসপূর্ণিমা। কোচবিহারের বিখ্যাত রাসমেলার শুরু।

আসলে বাঙালির যে বারো মাসে তেরো পার্বণ সেটা তো কবেই আমাদের পূর্বজরা বলে গিয়েছেন। উৎসবপ্রিয় মানুষ সবসময় উৎসবকে চেটেপুটে উপভোগ করে নিতে চান। কিন্তু উৎসবের আনন্দ উপভোগ করার সঙ্গে সঙ্গে সবারই দায়িত্ব পরিবেশকে সুস্থ রাখা। পুজোর সময় বিভিন্ন মণ্ডপে পরিবেশকে সুন্দর রাখার জন্য নানা বক্তব্য ও প্রতীক তুলে ধরা হয়। নানা থিমপুজোর মাধ্যমে মানুষকে পরিবেশ রক্ষার গুরুত্ব বোঝানো হয়। সবুজায়ন থেকে প্লাস্টিক বর্জন, যত্রতত্র জঞ্জাল না ফেলা, শব্দ দূষণ করা থেকে বিরত থাকা- এইসব আমাদের নৈতিক দায়িত্ব।

অথচ পুজোর পর পুজো চলে যায়, দিন কেটে যায়, আমাদের হুঁশ ফেরে না। পড়ে থাকা বর্জ্য অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরি করে ও দৃশ্য দূষণ বাড়িয়েই চলে। প্লাস্টিকের ব্যবহারও বন্ধ হয় না। কালীপুজো, দীপাবিল ও ছটপুজোয় শব্দাসুরের আবির্ভাবে সুস্থ মানুষও আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন। অসুস্থ মানুষের কথা না হয় বাদই দিলাম। পশুপাখিরাও এই সময় ভয়ার্ত হয়ে ওঠে। এই সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে প্রচুর পরিমাণে লেখালেখি হয়েছে উত্তরবঙ্গ সংবাদের পাতায়। সবার আনন্দ যাতে কারও নিরানন্দে পরিণত না হয় তাই আমাদের চেতনা ও বিবেকের অনেক শুদ্ধিকরণের প্রয়োজন রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে হয়তো পুলিশ এবং প্রশাসনের খামতি আছে কিন্তু শুধু পুলিশ ও প্রশাসনকে দোষারোপ না করে আমরা যদি সচেতন পরিবেশবান্ধব ও মানবিক নাগরিক হিসেবে প্রশাসনকে সাহায্য করি তাতে সমাজের উপকার ছাড়া অপকার হবে না।

শুধু প্রশাসনের ওপর সব দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে নিজেদের দায় আমরা দূরে সরিয়ে রাখতে পারি না। আইন নিশ্চয়ই আমরা হাতে নেব না, কিন্তু পরিবেশ সচেতনতা ও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা আমরা গড়ে তুলতেই পারি, বৃহৎ আকারে না হোক অন্তত নিজেদের পরিচিত পরিসরে। তবেই তা বৃহৎ পরিসরে ছড়িয়ে পড়বে।

এই লেখা শুধু তাঁদের জন্য যাঁরা এখনও সমাজের ভালো বা মন্দ কিছুই বুঝতে চাইছেন না এবং এখনও সচেতন বা অচেতনভাবে সুস্থ সমাজ গড়ার লক্ষ্যে মুখ ঘুরিয়ে আছেন। আসুন সবাই মিলে সব উৎসব উপভোগ করি আর আমাদের চারপাশের পরিবেশকে পরিষ্কার ও দূষণমুক্ত করে তুলি।

সুপ্রিয় চক্রবর্তী
দেশবন্ধুপাড়া, শিলিগুড়ি।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি,
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

লিঙ্গভেদে বদলে যায় 'ধর্ষণ'-এর সংজ্ঞা

আইন সংশোধন করে 'ধর্ষণ'-এর সংজ্ঞা কিছুটা বদলালেও, পুরুষ বা রূপান্তরকামী ভুক্তভোগী সেভাবে গুরুত্ব পাননি।

রাহুল দাস

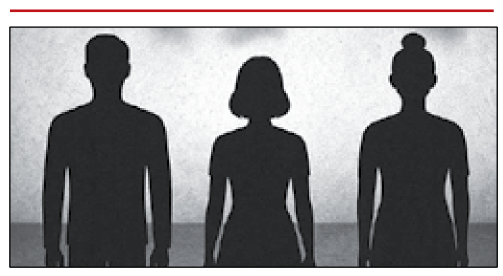

ভারতে ধর্ষণ শব্দটি উচ্চারণ করলেই চোখে ভেসে ওঠে একজন নারী- যিনি শিকার, আর অপরাধী একজন পুরুষ। কিন্তু বাস্তবতা কি এমনই একরৈখিক? ভারতীয় আইনের সংজ্ঞা অনুযায়ী, দুর্ভাগ্যবশত 'হ্যাঁ'। কারণ আজও ফৌজদারি বিধি ধর্ষণকে কেবল পুরুষ কর্তৃক নারীর উপর সংঘটিত অপরাধ হিসেবেই সংজ্ঞায়িত করে। অথচ বাস্তবতা বলছে, যৌন সহিংসতার শিকার হতে পারেন যে কোনও মানুষ- নারী, পুরুষ কিংবা রূপান্তরকামী (ট্রান্সজেন্ডার)।

২০১৩ সালে আইন সংশোধন করে 'ধর্ষণ'-এর সংজ্ঞা কিছুটা পরিবর্তিত হলেও, তাতে কিন্তু পুরুষ বা রূপান্তরকামী ভুক্তভোগীকে সেভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। এই লিঙ্গভেদের কারণে, যাঁরা ভুক্তভোগী হচ্ছেন, তাঁদেরকে আইনিভাবে কীভাবে পর্যালোচনা করা হবে- সেটার কাঠামো অনেকটা অস্পষ্ট। ফলস্বরূপ, বর্তমান পরিবর্তিত আইনেও অনেকটা স্পষ্ট- পুরুষ কেবল অপরাধী হতে পারেন, ভুক্তভোগী নন। ফলে যদি কোনও নারী জোর করে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষকে যৌন সম্পর্কে বাধ্য করেন, সেটি আইনি ভাষায় 'ধর্ষণ' নয়, বরং অন্য ধারায় বিচার্য- যার শাস্তি ও সামাজিক প্রতিক্রিয়া লঘু ও ভিন্ন।

আইনের এই একপেশে কাঠামো ন্যায়বিচারের পরিসরকে সীমিত করে দিয়েছে। নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে কঠোর আইন অবশ্যই প্রয়োজন, কিন্তু তার মানে এই নয় যে, পুরুষ বা অন্য লিঙ্গের মানুষ যৌন সহিংসতার শিকার হতে পারেন না। বিভিন্ন সমীক্ষা বলছে, বহু প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ জীবনের কোনও পর্যায়ে জোরপূর্বক যৌন সম্পর্কের শিকার হয়েছেন। তবু এই ঘটনাগুলি কোথাও 'ধর্ষণ'-এর পরিসরে ধরা পড়ে না। সরকার প্রদত্ত অপরাধ-পরিসংখ্যানে পুরুষ বা রূপান্তরকামী ভুক্তভোগীদের জন্য আলাদা কোনও শ্রেণি নেই। অর্থাৎ যে অপরাধ বিদ্যমান, তার হিসাব নেই। আর হিসাব না থাকলে নীতিনির্ধারণও অসম্পূর্ণ থেকে যায়। সমাজবিজ্ঞানীরা বলেন, সামাজিক কলঙ্কের ভয়েই অধিকাংশ পুরুষ নীরব থাকেন- আর সেই নীরবতা বাড়ায় অপরাধীর শক্তি।

শিশু নির্যাতনের ক্ষেত্রে কিন্তু আইন লিঙ্গনিরপেক্ষ (পকসো আইন)। তাহলে প্রশ্ন ওঠে, একজন প্রাপ্তবয়স্কের ক্ষেত্রে একই নীতি প্রযোজ্য হবে না কেন? বয়স বেড়ে গেলে কি মানবাধিকারের পরিধি সংকুচিত হয়?

বিচার ব্যবস্থার একাংশ বহুবার এই বৈষম্যের পরিবর্তন চেয়েছে, কিন্তু সামাজিক ও রাজনৈতিক স্তরে বিষয়টি এখনও ট্যাবু। অনেকে আশঙ্কা করেন, আইন লিঙ্গনিরপেক্ষ হলে মিথ্যা অভিযোগ বাড়বে। কিন্তু বর্তমান আইনে কি সেই আশঙ্কা নেই? অসংখ্য পুরুষ কিন্তু মিথ্যা কেসে ফাঁসছেন। এখন সময় এসেছে আইনকে বাস্তবতার সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর। ধর্ষণের সংজ্ঞা 'লিঙ্গনিরপেক্ষ' না হলে বহু ভুক্তভোগী সারাজীবন বিচারবঞ্চিত থাকবেন। এনসিআরবি-এর রিপোর্টিং পদ্ধতিতে নতুন ক্যাটিগোরি যোগ করতে হবে, পুলিশ ও বিচার ব্যবস্থাকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে এবং সাপোর্ট সেন্টার গড়ে তুলতে হবে- যেখানে লজ্জা নয়, নিরাপত্তা হবে মুখ্য।

সমাজে এখনও পুরুষের দুর্বলতা মানা হয় না, তাই পুরুষ ভুক্তভোগীর কষ্ট উপহাসের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। এই মানসিকতাকে বদলানোই সবচেয়ে কঠিন কাজ। কিন্তু পরিবর্তন যদি হয়, তবে তা আইন থেকেই শুরু করতে হবে। ধর্ষণ কোনও লিঙ্গের নয়, এটা ক্ষমতার, নিয়ন্ত্রণের, অপমানের অপরাধ। আর সেই অপরাধের মুখ লুকিয়ে রাখা মানে ন্যায়ের দরজা অর্ধেক বন্ধ রাখা। ভারত যদি সত্যিই সমতার কথা বলে, তবে এখনই সময়- 'ধর্ষণ' শব্দটার চারপাশ থেকে লিঙ্গের দেওয়াল সরিয়ে দিয়ে তাকে মানবাধিকারের পরিপূর্ণ অর্থে সংজ্ঞায়িত করা।

(লেখক অক্ষরকর্মী। তুফানগঞ্জের বাসিন্দা।)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪২৮০

★	১		২	★	৩	৪	★
★		★	৫		★		★
★		★		★	৬		৭
★	৮			★	★	★	
৯	★	★	★	১০		১১	★
১২	১৩		★		★		★
★		★	১৪		★		★
★	১৫		★	১৬			★

পাশাপাশি : ১। যা ধোলাই করা মানে ভুল বোঝানো ৩। আকারে খুবই ছোট ৫। গাছের পাতা ৬। গুরুভার নয়, ওজনে কম ৮। নোংরা বা আবর্জনা ১০। যুদ্ধের বাজনা ১২। ছড়িয়ে দেওয়া ১৪। কোনও বিষয়ে আলোচনার জন্য জনসমাগম ১৫। সোনার টাকা বা মোহর ১৬। খুবই কুৎসিত,জঘন্য বা নিন্দনীয়।

উপর-নীচ : ১। মনের ইচ্ছে বা উদ্দেশ্য ২। নাম জপ করার মালা ৪। মন্দিরের বেতনভুক পুরোহিত ৭। ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো ৯। যা দিয়ে তালা খোলা যায় ১০। জীমূতবাহনের লেখা আইনের প্রাচীন বই ১১। যাকে দিয়ে বা যার মাধ্যমে কাজ হয় ১৩। সেনাবাহিনীর অস্থায়ী থাকার জায়গা।

সমাধান ■ ৪২৭৯

পাশাপাশি : ১। পবন ৩। অগ্রদানী ৪। কুশল ৫। সটকানো ৭। তাজ ১০। কবি ১২। আকছার ১৪। বানর ১৫। পারাপার ১৬। খণ্ডাতি।

উপর-নীচ : ১। পতিব্রতা ২। নকুল ৩। অলসতা ৬। কার্মুক ৮। জম্বুক ৯। দরবার ১১। বিদ্যাপতি ১৩। পরখ।

বিন্দুবিসর্গ

নীতীশকে তোপ রাহুলের

তেলে-জলে মেশে না, কটাক্ষ নমোর

পাটনা, ৩০ অক্টোবর : জমে উঠেছে বিহারের ভোট রাজনীতি। বৃহস্পতিবারও রাজ্যজুড়ে প্রচারে ঝড় তুলেছেন বিজেপি, জেডিইউ, আরজেডি ও কংগ্রেস নেতারা। এদিন মুজফফরপুর ও ছাপরার ২টি জনসভায় এনডিএ'র জোটের পক্ষে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। লক্ষ্মী সরাইয়ে সভা করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি প্রচার করেছেন নালন্দা ও শেখপুরায়। আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব ছিলেন দ্বারভাঙায়। শাসক-বিরোধী দু'তরফই একে অন্যের কড়া সমালোচনা করেছে। রাজনৈতিক আক্রমণ থেকে ব্যক্তিগত কটাক্ষ, বাদ যায়নি কিছুই।

বুধবার মুজফফরপুরে মহাগঠবন্ধনের প্রচারসভায় রাহুল ভোটের জন্য মোদি নাচতেও পারেন বলে কটাক্ষ করেছিলেন। ২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে সেই মাটিতে দাঁড়িয়েই 'জবাব' দিয়েছেন মোদি। প্রধানমন্ত্রী টেনে এনেছেন বিরোধী জোটের দুই প্রধান শরিক কংগ্রেস-আরজেডির টানাপোড়েনের প্রসঙ্গও। দু'দলের সম্পর্ককে তেল ও জলের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তাঁর দাবি, নানা জায়গা থেকে কংগ্রেস ও আরজেডি নেতাদের মধ্যে দ্বন্দ্বের খবর আসছে। ২টি দল তেল আর জল হওয়া সত্ত্বেও একজোট হওয়ার কথা বলছে। তেল-জল যে কখনও মেশে না, সেই কথাই বোঝাতে চেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

> 'আরজেডি ও কংগ্রেসের রাজনীতি চেনা যায় পাঁচটি শব্দে, কাট্টা, ক্রূরতা, কটুতা, কুশাসন আর দুর্নীতি। যেখানে কাট্টা থাকে, সেখানে আইন থাকে না।'
>
> **নরেন্দ্র মোদি**

মোদি বলেন, 'আরজেডি ও কংগ্রেসের রাজনীতি চেনা যায় পাঁচটি শব্দে, কাট্টা (দেশি বন্দুক), ক্রূরতা, কটুতা, কুশাসন আর দুর্নীতি। যেখানে কাট্টা থাকে, সেখানে আইন থাকে না।' তিনি মনে করিয়ে দেন, আরজেডি শাসনের সময়ে প্রায় ৩৫ হাজার অপহরণের ঘটনা ঘটেছিল। কংগ্রেস ও আরজেডি বিহারকে লুট করার উদ্দেশ্যে জোট বেঁধেছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।

অন্যদিকে, রাহুল গান্ধি এদিন নিশানা করেন বিদায়ি মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারকে। মুখ্যমন্ত্রীর নিজের জেলা নালন্দায় মহাজোটের সভামঞ্চে দাঁড়িয়ে রাহুল বলেন, 'বিহারে মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার সরকার চালাচ্ছেন না। মুখ্যমন্ত্রী নীতীশকে রিমোট কন্ট্রোলে চালাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।... ভাববেন না যে নীতীশ কুমার সরকার চালাচ্ছেন। বাস্তবে নরেন্দ্র মোদি এবং অমিত শা রাজ্য সরকারকে পরিচালনা করছেন।'

কেরলের ওয়েনাডে এক অনুষ্ঠানে দর্শকদের সঙ্গে খোশমেজাজে সাংসদ প্রিয়াংকা গান্ধি। বৃহস্পতিবার।

তামিলনাড়ু পুলিশকে ডসিয়ার ইডি'র

চেন্নাই, ৩০ অক্টোবর : তামিলনাড়ুতে 'টাকার বিনিময়ে চাকরি' কেলেঙ্কারির ঘটনায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) রাজ্য পুলিশের কাছে একটি বিস্ফোরক ডসিয়ার জমা দিয়েছে। ২৩২ পাতার এই ডসিয়ারে মন্ত্রী কে এন নেহরু, তাঁর ভাই এবং সহযোগীদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আনা হয়েছে।

ইডি-র দাবি, পুর প্রশাসন ও জল সরবরাহ বিভাগে সহকারী প্রযুক্তিবিদ, জুনিয়ার প্রযুক্তিবিদ এবং পরিদর্শক পদে নিয়োগের জন্য ২৫ লক্ষ থেকে ৩৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঘুষ নেওয়া হয়েছে। ডসিয়ারে এই পুরো প্রক্রিয়ার পদ্ধতি (মোডাস অপারেন্ডি) বিশদ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ইডি-র অভিযোগ, মন্ত্রী নেহরু এই সমস্ত কার্যকলাপ সম্পর্কে অবগত ছিলেন। নিয়োগ প্রক্রিয়া প্রভাবিত করতে তাঁর ভাই কে এন মণিভান্নন, আর রবিচন্দ্রন এবং আরও কয়েকজন ঘনিষ্ঠ সহযোগী জড়িত ছিলেন। ইডি এই কেলেঙ্কারির সঙ্গে জড়িত প্রায় ১৫০ জন প্রার্থীর নিয়োগ প্রক্রিয়া কারচুপির প্রমাণ জমা দিয়েছে।

মন্ত্রী হচ্ছেন আজহার

হায়দরাবাদ, ৩০ অক্টোবর : রাজনীতির কেরিয়ারে নতুন ইনিংস শুরু করতে চলেছেন মহম্মদ আজহারউদ্দিন। জাতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন ক্যাপ্টেন সম্ভবত শুক্রবারই তেলেঙ্গানার কংগ্রেস সরকারে মন্ত্রী হচ্ছেন। সূত্রের খবর, বুধবার আজহারকে রাজ্য মন্ত্রীসভায় শামিল করার বিষয়ে সম্মতি দিয়েছে কংগ্রেস হাইকমান্ড। বৃহস্পতিবার মন্ত্রীসভা সম্প্রসারণের প্রস্তাব রাজ্যপালকে পাঠিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডি। রাজ্যপালের অনুমতি মেলার পর প্রাক্তন ক্রিকেট তারকার শপথগ্রহণের ব্যবস্থা করা হবে।

কিছুদিনের মধ্যে জুবিলি হিলস বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন। ওই নির্বাচনে আজহার কংগ্রেসের টিকিটে প্রার্থী হবেন বলে জল্পনা চলছে। তার আগে সংখ্যালঘু মুখ আজহারকে মন্ত্রীসভায় নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। গত অগাস্টে তেলেঙ্গানার বিধান পরিষদে নির্বাচিত হয়েছিলেন আজহার।

ছক ভোট বানচালের

ঢাকা, ৩০ অক্টোবর : ভারতে থাকা শেখ হাসিনার সাক্ষাৎকার প্রকাশ্যে আসার পরেই নড়েচড়ে বসেছে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার। বৃহস্পতিবার প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস দাবি করেছেন, বাংলাদেশের আগামী জাতীয় নির্বাচন ভেস্তে দেওয়ার চক্রান্ত করছে বিভিন্ন দেশি-বিদেশি শক্তি। তাঁর কথায়, 'কোনও ছোট শক্তি নয়, বড় কোনও শক্তি এই বারের নির্বাচন বানচাল করার চেষ্টা করতে পারে। আচমকা আক্রমণ নেমে আসতে পারে। এই নির্বাচন

বেশ কঠিন হতে চলেছে। কিন্তু যতই ঝড়ঝাপটা আসুক না কেন, আমাদের সেটা পার হতে হবে।' বুধবার প্রকাশিত সাক্ষাৎকারে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জানিয়েছেন, তাঁর দল আওয়ামি লিগকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দেওয়া না হলে দলটির লক্ষ লক্ষ কর্মী-সমর্থক ভোট বয়কট করবেন। আওয়ামি লিগের নির্বাচনে যোগ দেওয়া নিয়ে এদিন কোনও মন্তব্য করেননি ইউনূস।

বন্ধু কী খবর বল... বৈঠকের আগে ডোনাল্ড ট্রাম্প ও শি জিনপিং। বৃহস্পতিবার দক্ষিণ কোরিয়ার বুসানে।

বিরল খনিজের বিনিময়ে শুল্ক ছাড়

বুসান, ৩০ অক্টোবর : ২০১৯-এর পর '২৬। ছয় বছর বাদে ফের শিখর সম্মেলনে মুখোমুখি হলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প ও শি জিনপিং। দক্ষিণ কোরিয়ার বুসানে আমেরিকা ও চিনের প্রেসিডেন্টের বৃহস্পতিবারের আলোচনায় বাণিজ্য জট অনেকাংশে কেটেছে বলে দু-তরফেই দাবি করা হয়েছে। আমেরিকায় বিরল খনিজ রপ্তানিতে ছাড়পত্র দিয়েছে চিন। ফেন্টালাইন জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণে ট্রাম্প সরকারকে সাহায্যের আশ্বাসও দিয়েছে বেজিং। অন্যদিকে চিনা পণ্যে শুল্কের পরিমাণ ১০ শতাংশ কমিয়েছে আমেরিকা। দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যে ভারসাম্য আনতে বেশ কিছু পদক্ষেপের বিষয়েও দুই দেশ একমত হয়েছে। তবে কোন কোন বিষয়ে দু'পক্ষ একমত হয়েছে, তা নিয়ে মন্তব্য করতে রাজি হননি শি, ট্রাম্প কেউই।

ট্রাম্প বলেন, 'সব বিষয়ে মতবিনিময় হয়েছে, এটা বলা যাবে না। তবে আমরা অনেক ব্যাপারে একমত হয়েছি।' আমেরিকা থেকে সয়াবিন আমদানি বাড়ানো নিয়েও চিনের তরফে ইতিবাচক বার্তা এসেছে বলে জানিয়েছেন

ট্রাম্প-শি বৈঠক

তিনি। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, 'চিন আবার আমেরিকার সয়াবিন কিনবে। এটা আমাদের কৃষকদের বড় জয়।' এদিনের বৈঠকে ট্রাম্পের নেতৃত্বাধীন মার্কিন প্রধিনিধি দলে ছিলেন ট্রেজারি সচিব স্কট বেসান্ট, বিদেশসচিব মার্কো রুবিও, বাণিজ্য সচিব হাওয়ার্ড লুটনিক এবং হোয়াইট হাউসের চিফ অফ স্টাফ সুসি উইলস।

শি-র সঙ্গে বৈঠককে সাফল্যের মাপকাঠিতে ১০-এ ১২ দিয়েছেন ট্রাম্প। একইসঙ্গে চিনা পণ্যে শুল্কের পরিমাণ ৫৭ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৪৭ শতাংশ করার কথা জানিয়েছেন তিনি। নভেম্বরের শুরু থেকে আমেরিকায় চিনা পণ্যের ওপর শুল্কের পরিমাণ ১০০ শতাংশ করার সিদ্ধান্তও আপাতত স্থগিত থাকবে বলে মার্কিন সরকারি সূত্রে জানানো হয়েছে। যদিও এ ব্যাপারে এদিন আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হয়নি। এপ্রিলে চিন সফরে যাওয়ার কথা ট্রাম্পের। তারপর ওয়াশিংটনে আসবেন শি। ওই দুই সফরের আগেই আমেরিকা-চিনের শুল্কযুদ্ধ ও বাণিজ্যিক টানাপোড়েন থেমে যাবে বলে আশাবাদী ট্রাম্প।

পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষার নির্দেশ ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ৩০ অক্টোবর : দিনকয়েক আগেই রুশ সেনায় যুক্ত হয়েছে পরমাণু যুদ্ধাস্ত্রবাহী ক্ষেপণাস্ত্র। এছাড়া পরমাণু শক্তিচালিত টর্পেডো পোসাইডনের পরীক্ষাও সফল হয়েছে বলে দাবি করেছে মস্কো। ইউক্রেন যুদ্ধের মধ্যে ভ্লাদিমির পুতিন বাহিনীর এই শক্তিবৃদ্ধি পশ্চিমী শক্তিগুলির কপালে ভাঁজ ফেলেছে। ভারসাম্য রাখতে এবার মার্কিন যুদ্ধ দপ্তরকে পরমাণু বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণের নির্দেশ দিলেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। একইসঙ্গে পরমাণু যুদ্ধাস্ত্রবাহী ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষার জন্য ছাড়পত্র জারি করেছেন তিনি।

ট্রুথ সোশ্যালে করা পোস্টে মার্কিন প্রেসিডেন্ট লিখেছেন, 'আমেরিকার কাছে যে কোনও দেশের তুলনায় বেশি পরমাণু অস্ত্র আছে। রাশিয়া দ্বিতীয় এবং চিন তৃতীয় স্থানে রয়েছে। বিভিন্ন দেশের পরীক্ষামূলক কর্মসূচির কারণে আমি যুদ্ধ দপ্তরকে পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছি। সেই প্রক্রিয়া অবিলম্বে শুরু হবে।' আত্মপক্ষ সমর্থনে ট্রাম্পের যুক্তি, 'ভয়ংকর ধ্বংসাত্মক শক্তির কারণে আমি এটি করতে ঘৃণা করতাম, কিন্তু আরও কোনও বিকল্প খুঁজে পেলাম না।' মার্কিন প্রেসিডেন্টের এভাবে পরমাণু শক্তিপ্রদর্শনের সিদ্ধান্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞরা। শুধু রাশিয়া নয়, ট্রাম্পের সিদ্ধান্ত চিনকেও বার্তা দিচ্ছে। আমেরিকার পরমাণু অস্ত্রপরীক্ষার প্রস্তুতির খবর এমন সময় প্রকাশ্যে এসেছে, যখন দক্ষিণ কোরিয়ায় শি-র সঙ্গে বৈঠক করেছেন ট্রাম্প।

ওয়ার্ক পারমিটে কড়াকড়ি

ওয়াশিংটন, ৩০ অক্টোবর : আমেরিকায় কর্মরত বিদেশিদের সমস্যা আরও বাড়ল। যাঁদের বড় অংশ তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে কাজ করা ভারতীয় পেশাদার। বৃহস্পতিবার ইউএস হোমল্যান্ড সিকিউরিটি এক নির্দেশিকায় জানিয়েছে, যেসব বিদেশি কাজের সূত্রে আমেরিকায় রয়েছেন, তাঁদের ওয়ার্ক পারমিট এখন থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পুনর্নবীকরণ হবে না। এজন্য তাঁদের নতুন করে আবেদনপত্র জমা করতে হবে। এই আবেদন সংশ্লিষ্ট বিদেশি কর্মীর বর্তমান ওয়ার্ক পারমিটের মেয়াদ শেষ হওয়ার অন্তত ১৮০ দিন আগে জমা দিতে হবে। এই সময়ের মধ্যে মার্কিন প্রশাসন আবেদনকারীর তথ্য খতিয়ে দেখবে। তাঁর বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ জমা পড়েছে কি না, তাও যাচাই করা হবে। ওয়ার্ক পারমিটের মেয়াদ বাড়ানোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে হোমল্যান্ড সিকিউরিটি।

রাষ্ট্রবিরোধী বরখাস্ত ২

শ্রীনগর, ৩০ অক্টোবর : দুই সরকারি কর্মচারীকে বরখাস্ত করলেন জম্মু ও কাশ্মীরের লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহা। রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপ এবং জঙ্গি যোগ থাকার অভিযোগে স্কুল শিক্ষা দপ্তরের ওই দুই শিক্ষককে চাকরি থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

রাজ্যের নিরাপত্তার স্বার্থে সংবিধানের ৩১১(২)(সি) ধারা প্রয়োগ করে কোনওরকম তদন্ত ছাড়াই এই কঠোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই নিয়ে উপরাজ্যপাল এখনও পর্যন্ত ৮০ জনেরও বেশি সরকারি কর্মীকে বরখাস্ত করলেন, যা সন্ত্রাস দমনে প্রশাসনের 'জিরো টলারেন্স' নীতিকে প্রতিফলিত করছে। অতীতেও জঙ্গি যোগের অভিযোগে জম্মু ও কাশ্মীর প্রশাসন ও পুলিশের বেশ কয়েকজন কর্মী ও আধিকারিককে বরখাস্ত করা হয়েছে। এবার সেই তালিকায় যুক্ত হয়েছে সরকারি স্কুলের শিক্ষকদের নাম।

সাফাই করতে নেমে মৃত্যু হলে ক্ষতিপূরণ

নয়াদিল্লি, ৩০ অক্টোবর : ম্যানহোলে নেমে সাফাই করতে গিয়ে কোনও কর্মীর মৃত্যু হলে তিন সপ্তাহের মধ্যে তাঁর পরিবারের হাতে ক্ষতিপূরণের টাকা তুলে দিতে হবে। বুধবার সব রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে এই নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। ম্যানহোলে নেমে সাফাই সংক্রান্ত একটি মামলায় বুধবার এই রায় দেয় বিচারপতির অরবিন্দ কুমার এবং বিচারপতি এনভি অঞ্জরিয়ার ডিভিশন বেঞ্চ।

বর্তমানে শুধুমাত্র বিশেষ পরিস্থিতিতে ম্যানহোলে মানুষ নামিয়ে সাফাই করা যায়। ম্যানহোলে মানুষ নামিয়ে সাফাই করার কাজকে 'অমানবিক প্রথা' বলে মনে করে সুপ্রিম কোর্ট। এই প্রথা বন্ধ করতে অতীতে বিভিন্ন পদক্ষেপ করেছে আদালত। ২০২৩ সালের অক্টোবরেও এই সংক্রান্ত একটি নির্দেশ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। পুরোনো নির্দেশ কতটা কার্যকর হয়েছে, তা খতিয়ে দেখার সময়েই বুধবার ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত এই নির্দেশ দেয় শীর্ষ আদালত।

ভর্ৎসনা মোদির উপদেষ্টাকে

নয়াদিল্লি, ৩০ অক্টোবর : বিকশিত ভারত কর্মসূচি রূপায়ণে বাধা নাকি আদালত! প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির অর্থনৈতিক উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য সঞ্জীব সান্যালের এহেন মন্তব্যের প্রেক্ষিতে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানালেন সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি অভয় এস ওকা। তিনি বলেন, 'প্রত্যেক নাগরিকেরই আদালতের গঠনমূলক সমালোচনা করার অধিকার আছে, তবে প্রমাণ দিতে হবে যে আদালতের আদেশ উন্নয়নকে বাধা দিয়েছে বা সংবিধান লঙ্ঘন করেছে।'

সান্যাল সম্প্রতি দাবি করেন, বিচারব্যবস্থাই ভারতের 'বিকশিত ভারত' হওয়ার পথে সবচেয়ে বড় বাধা। ওকার মন্তব্য, 'এই শিক্ষিত ব্যক্তি যদি কয়েকটি নির্দিষ্ট আদেশ বা রায়ের উদাহরণ দিতেন, তবে তা গঠনমূলক সমালোচনা হত। সেরকম হলে আমরা স্বাগত জানাতাম বক্তাকে।' সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বিকাশ সিংও মোদির উপদেষ্টার বক্তব্যকে 'দায়িত্বজ্ঞানহীন' ও 'অজ্ঞতাপ্রসূত' বলে মতপ্রকাশ করেন।

ঊষা খ্রিস্টান!

ওয়াশিংটন, ৩০ অক্টোবর : সতীর পুণ্যে পতির পুণ্যে টান পড়েছে কি না জানা যাচ্ছে না। তবে তাঁর ভারতীয় বংশোদ্ভূত স্ত্রী ঊষা খুব শিগগিরই হিন্দু ধর্ম ছেড়ে খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করতে পারেন বলে জল্পনা-বিতর্ক উসকে দিলেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স। ইউনিভার্সিটি অফ মিসিসিপিতে একটি অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, 'আমি আন্তরিকভাবে চাই যে ঊষা খ্রিস্টান হন।'

ভান্স স্বীকার করেন, ঊষা

হিন্দু পরিবারে বেড়ে উঠলেও কোনওদিনই 'ধর্মপ্রাণ' ছিলেন না। উদার ধর্মীয় পরিবেশে বেড়ে ওঠার সুবাদে তিনি বরাবর সব ধর্ম সম্পর্কেই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, এখনও আছেন। মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্টের কথায়, 'ঊষার নিজের স্বাধীন ইচ্ছা আছে এবং তিনি ধর্মান্তরিত না হলে কোনও সমস্যা নেই।' যদিও তাঁরা তাঁদের তিন সন্তানকে খ্রিস্টান ধর্মেই মানুষ করেছেন। অন্যদিকে ঊষার বক্তব্য, ধর্মান্তরিত হওয়ার কোনও ইচ্ছা তাঁর নেই। তাঁদের আন্তর্ধর্মীয় পরিবারে সন্তানদের ধর্ম বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। সেই ভাবধারাই বজায় রাখা হবে।

আজ ঐক্য দিবস

আহমেদাবাদ, ৩০ অক্টোবর : সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ১৫০ তম জন্মবার্ষিকী পালনে দেশজুড়ে নানা কর্মসূচি নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। প্যাটেলকে 'শক্তি, ঐক্য ও অটল দেশপ্রেমের প্রতীক হিসাবে বর্ণনা করে শুক্রবার ঐক্য দিবস উদযাপিত হবে। মূল অনুষ্ঠানটি গুজরাটের নর্মদা তীরে স্ট্যাচু অফ ইউনিটিতে পালিত হবে। কেন্দ্রের দাবি, প্যাটেলের মতো দৃষ্টিভঙ্গি ও দৃঢ় সংকল্প না থাকলে ভারতের মানচিত্র হয়তো ভিন্ন চেহারা নিত। যে কারণে তাঁর জন্মদিনকে ঐক্য দিবস হিসেবে পালন করা হচ্ছে।

জে-৩৬ নিয়ে উদ্বেগ

বেজিং, ৩০ অক্টোবর : চিন সম্প্রতি তাদের ষষ্ঠ প্রজন্মের যুদ্ধবিমান 'জে-৩৬' বা 'স্কাই মনস্টার' প্রকাশ্যে এনে সামরিক বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞদের মতে, এর অত্যাধুনিক স্টেলথ প্রযুক্তি আমেরিকার এফ-৩৫ যুদ্ধবিমানকেও দশ না হোক, হাফডজন গোল দিতে পারে। 'টেইললেস ফ্লাইং উইং' নকশার এই যুদ্ধবিমানটি রেডার ফাঁকি দিতে বিশেষভাবে সক্ষম। এই নতুন 'আকাশ দানব' যুদ্ধবিমানটি চিনের বায়ুসেনার শক্তিকে এক ধাক্কায় অনেক দূর এগিয়ে দিল। অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন, তবে কি এফ-৩৫ বিমানের যুগ শেষ!

নারী হেনস্তা

চণ্ডীগড়, ৩০ অক্টোবর : হরিয়ানার মহর্ষি দয়ানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচ্ছন্নতা বিভাগের মহিলা কর্মীদের অভিযোগ, সম্প্রতি রাজ্যপাল অসীম ঘোষের বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনের সময় তিন মহিলাকর্মী ঋতুস্রাবের কারণে ছুটির আবেদন করেছিলেন। ছুটি মঞ্জুর হয়নি। পরিবর্তে সুপারভাইজাররা তাঁদের ঋতুস্রাবের প্রমাণ হিসেবে স্যানিটারি প্যাডের ছবি তুলে পাঠাতে বাধ্য করেন।

দিল্লি দাঙ্গা মামলায় জামিনের বিরোধিতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৩০ অক্টোবর : সরকার উৎখাতের ষড়যন্ত্রই হয়েছিল ২০২০-র 'দিল্লি হিংসা'-র আড়ালে। বিস্ফোরক দাবি দিল্লি পুলিশের। ২০২০ সালের দিল্লি দাঙ্গা মামলায় অভিযুক্ত উমর খালিদ, শরজিল ইমাম, মিরান হায়দর ও গুলফিসা ফতিমা সহ একাধিক অভিযুক্তের জামিন আবেদনের বিরোধিতায় সুপ্রিম কোর্টে বৃহস্পতিবার পালটা হলফনামা দাখিল করেছে দিল্লি পুলিশ।

হলফনামায় পুলিশের দাবি, ২০২০ সালের দাঙ্গা কোনও স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়া নয়, বরং একটি পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র, যার উদ্দেশ্য ছিল কেন্দ্রীয় সরকারকে অস্থিতিশীল করা এবং ভারতের ভাবমূর্তি আন্তর্জাতিক মহলে কলঙ্কিত করা।

হলফনামায় দিল্লি পুলিশের বক্তব্য, উমর খালিদ ও তাঁর সহযোগীরা দেশের সার্বভৌমত্ব ও সাংবিধানিক কাঠামোকে বিপন্ন করার উদ্দেশ্যে এই ষড়যন্ত্র করেন। পুলিশের দাবি, 'এই ষড়যন্ত্র কেবল সামাজিক সম্প্রীতি নষ্ট করার জন্য নয়, বরং জনগণকে প্ররোচিত করে আইনশৃঙ্খলার ভাঙন ঘটানো ও সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার উদ্দেশ্যে তৈরি হয়েছিল। এটি ছিল একটি রাজনৈতিক পরিবর্তনের নীল নকশা।' হলফনামায় বলা হয়েছে, দাঙ্গার সময় নির্ধারণও ছিল অত্যন্ত কৌশলগত। ঠিক সেই সময়ই, যখন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁর প্রথম ভারত সফরে ছিলেন তখনই হঠাৎ করে হিংসার ঘটনা ঘটে।

দিল্লি পুলিশের দাবি, 'অভিযুক্তরা ইচ্ছাকৃতভাবে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সফরের সময় দাঙ্গার পরিকল্পনা করেন, যাতে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ভারতের ভাবমূর্তি নষ্ট করা যায়। তদন্তে পাওয়া চ্যাট মেসেজে ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়া কভারেজ বাড়ানোর কৌশল নিয়ে সরাসরি আলোচনা রয়েছে।' দিল্লি পুলিশের দাবি, নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনকে 'রাজনৈতিক প্রচারের হাতিয়ার' হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল।

পণবন্দি শিশুরা মুক্ত, নিহত অপহরণকারী

মুম্বই, ৩০ অক্টোবর : বৃহস্পতিবার পুলিশের এক রুদ্ধশ্বাস অভিযানে মুম্বইয়ের পাওয়াইয়ের স্টুডিও থেকে মুক্তি পেল ১৭ জন পণবন্দি শিশু। শিশুদের সঙ্গে পণবন্দি হন দুই প্রাপ্তবয়স্ক। পুলিশ তাঁদেরও উদ্ধার করেছে। সকলে নিরাপদ ও সুস্থ আছেন।

সূত্রের খবর, উদ্ধার অভিযানের সময় অপহরণকারী রোহিত আর্য পুলিশকে লক্ষ্য করে আগ্নেয়াস্ত্র নিশানা করেছিল। ফলে পুলিশও গুলিতে চালাতে বাধ্য হয়। গুলিতে আহত হয় রোহিত। তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই মৃত্যু হয় তার। অভিযানে ছিলেন মহারাষ্ট্র পুলিশের কুইক রেসপন্স টিমের ৮ জন কমান্ডো। তাঁরা শৌচালয় দিয়ে স্টুডিওতে ঢোকেন। অভিযান হয়েছে ৩৫ মিনিটের। পুলিশ জানিয়েছে, রোহিত আর্য মানসিক ভারসাম্যহীন ছিল। তার মধ্যে আত্মঘাতী প্রবণতাও ছিল। অভিযুক্ত ব্যক্তি একটি এয়ার গান ও রাসায়নিক পদার্থ দেখিয়ে শিশুদের সঙ্গে দুই প্রাপ্তবয়স্ককে পণবন্দি করে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য তৈরি হয়। পাওয়াইয়ের আরএ স্টুডিওতে অডিশনের নামে শিশুদের আনা হয়েছিল। এদিকে শিশুদের পণবন্দি করে রাখার ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই অভিভাবকেরা চিন্তায় পড়ে যান। তাঁরা কান্নাকাটি শুরু করে দেন।

গন্ধ শুঁকে শিল্প অনুভব ডুসেলডর্ফে

দ্য সিক্রেট পাওয়ার অফ সেন্টস

ডুসেলডর্ফ, ৩০ অক্টোবর : কমলালেবুর শব্দ নাকি শুনতে পেয়েছিলেন জীবনানন্দ দাশ। সুকুমার রায় শুনিয়েছিলেন এক সীতানাথ বন্দ্যোর কথা, যিনি কিনা আবার টকটক গন্ধ পেয়েছিলেন আকাশের গায়ে!

কিন্তু ক'জন সেসব পায়! ক'জন জানে প্রেম কিংবা প্রতিহিংসার গন্ধ কেমন। অথবা কেমন গন্ধ ছড়ায় মধ্যযুগের প্যারিস, জারের রাজপ্রাসাদ! আমরা না জানলেও জানেন মহৎ কবি, শিল্পীরা। সেই অজানা, অদ্ভুতুড়ে গন্ধরা আর নিছক কবি-কল্পনা হয়ে থাকল না। এবার তাদের হদিস মিলল জার্মানির ডুসেলডর্ফ শহরের এক শিল্প প্রদর্শনীতে। যেখানে শুধু চোখ নয়, শিল্পকে অনুভব করতে হবে নাক দিয়ে!

'দ্য সিক্রেট পাওয়ার অফ সেন্টস' শীর্ষক ওই প্রদর্শনীর মোদ্দা বক্তব্য, 'রং-তুলিতে আঁকা ছবি নয়, গন্ধই শিল্পের আদি ভাষা, ইতিহাসের সাক্ষী, সময়ের অনুভব।

কুন্স্টপ্যালাস্ট জাদুঘরের ওই প্রদর্শনীতে এক হাজার বছরেরও বেশি সময়ের সাংস্কৃতিক যাত্রা তুলে ধরা হয়েছে ৩৭টি গ্যালারিতে সাজানো ৮১ রকম গন্ধের মাধ্যমে। মিউজিয়ামের প্রধান ফেলিক্স ক্র্যামার বললেন, 'এটা শুধু প্রদর্শনী নয়, এক পরীক্ষামূলক আমন্ত্রণ—নাকে অনুভব করার ইতিহাস।'

ধর্মীয় নিদর্শন থেকে শুরু করে একুশ শতকের আধুনিক শিল্পকলা পর্যন্ত সাজানো এই ঘ্রাণভ্রমণ দর্শকদের নিয়ে যায় যুগ থেকে যুগান্তরে। গন্ধ শুঁকে শুঁকে সময়ের পিছু ধাওয়া করার মতো। এক গ্যালারিতে ছড়িয়ে আছে মিরের গন্ধ, যা খ্রিস্টান, ইহুদি ও ইসলাম ধর্মে পবিত্রতার প্রতীক। অন্য ঘরে রয়েছে গানপাউডারের ধোঁয়া, রক্ত আর সালফারের মিশ্র গন্ধ—যুদ্ধের নির্মমতা বোঝাতে।

প্রদর্শনীর কিউরেটর রবার্ট মুলার-গ্রিনাও-য়ের কথায়, 'যিনি যুদ্ধের বাস্তব গন্ধ একবার পাবেন, তিনি চিরকাল ঘৃণা করবেন যুদ্ধ ও রক্তপাতকে।' তাঁর আরও বক্তব্য, এটা বিশ্বের প্রথম এমন প্রদর্শনী যেখানে গন্ধকে এই মাপে ও গভীরতায় শিল্পের সঙ্গে মিশিয়ে দেখা হয়েছে। গন্ধ—যা চোখে দেখা যায় না, কিন্তু মনে আঁচড় কাটে সবচেয়ে গভীরে—সেই অদৃশ্য শক্তিকেই শিল্পের নতুন ভাষায় ধরেছে এই প্রদর্শনী।

ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিক সার্ভিস কমিশন বা পশ্চিমবঙ্গ জনসেবা আয়োগ বিভিন্ন সরকারি চাকরির পরীক্ষা আয়োজন করে। প্রথমেই নাম আসে ওয়েস্ট বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসের। এছাড়া রয়েছে মিসলেনিয়াস সার্ভিস, ক্লার্কশিপ ইত্যাদি। অনেকেই একসঙ্গে একাধিক চাকরির প্রস্তুতি নিতে গিয়ে গলদঘর্ম হচ্ছেন। মাঝেমধ্যে হয়তো মনে হয়, এতগুলো বিষয়ের জন্য প্রিপারেশন নিতে গিয়ে খেই হারিয়ে ফেলছি। মনে প্রশ্ন আসে, কীভাবে এগোনো উচিত? কোন বিষয়ে কীসের ওপর জোর দিতে হবে বেশি? স্মার্ট স্টাডি অবশ্যই দরকার এবং প্রয়োজন সবকিছুর আগে নির্দিষ্ট রুটম্যাপ ঠিক করে নেওয়া। আজ শেষ পর্ব।

করবো জয় নিশ্চয়

অমিতকুমার গোস্বামী
অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অফ রেভেনিউ অ্যান্ড অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব-রেজিস্ট্রার ডব্লিউবিসিএস (গ্রুপ-এ)

যদি তোমাদের সিভিল সার্ভিসের প্রস্তুতি ভালোমতো নেওয়া থাকে, তাহলে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আরও একাধিক দপ্তরের পরীক্ষা নিয়ে চিন্তা কমে যায়। সাহায্য মিলতে পারে কেন্দ্রীয় সরকারের কম্বাইন্ড হায়ার সেকেন্ডারি লেভেল ও এমটিএস পরীক্ষায়। কিন্তু এই পদ্ধতি ব্যাংকিং অথবা কম্বাইন্ড গ্র্যাজুয়েট লেভেলের ক্ষেত্রে খাটবে না। পরিশ্রম আর স্বপ্নের প্রতি দায়বদ্ধতাই সাফল্যের মূল চাবিকাঠি। সেজন্য পরিশ্রম করতে হবে নিজেকে। যাত্রাপথে বাধা আসা, অল্পের জন্য সাফল্য হাতছাড়া হওয়া ইত্যাদি ঘটতে পারে, হার মানলে চলবে না।

পরিশেষে এইটুকু বলি, তোমার প্রস্তুতি দাঁড়িয়ে রয়েছে কেবলমাত্র নতুন তথ্য আহরণের ওপর নয়, বরং পুরোনো তথ্যগুলোকে নিয়মিতভাবে যত বেশি রিভিশন করতে পারবে, তত বেশি তোমাদের প্রিপারেশন ভালো হবে। নিয়মিত রিভিশন, অনুশীলন ছাড়া এতগুলো তথ্য একসঙ্গে মনে রেখে পরীক্ষার হলে যাওয়া সম্ভব নয়।

এই প্রস্তুতিকে যদি মাছ ধরার জালের সঙ্গে তুলনা করি, তাহলে তুমি সেই জাল জলে যতদূর ছড়িয়ে দাও না কেন, দিনশেষে জালের নিয়ন্ত্রণ তোমার হাতেই থাকবে। তুমি সময় ও পরিস্থিতি অনুযায়ী জালটিকে ধীরে ধীরে গুটিয়ে আনবে, আবার ছড়াতেও পারবে।

এই পুরো প্রক্রিয়া চলাকালীন মকটেস্ট দিয়ে যাও। তাতে বুঝতে পারবে তুমি ঠিক কোথায় দাঁড়িয়ে আছ এবং কোথায় আরও কতটা উন্নতি দরকার। বেস্ট অফ লাক!!

পরিবেশবিদ্যা

এই পৃথিবী, আমাদের দেশ, বাড়ির আশপাশে যা কিছু সবুজ, যা কিছু প্রাকৃতিক- সবই পরিবেশের অংশ। তাকে রক্ষা করা প্রশাসকদের দায়িত্ব, কর্তব্যও। অতীতে দেশ-বিদেশে বহু সম্মেলন হয়েছে, আইন তৈরি হয়েছে, পরিবেশ রক্ষায় আন্দোলন হয়েছে বিশ্বজুড়ে। এখনও হচ্ছে। সেসব জানতে হবে একজন নিয়োগপ্রার্থীকে।

পরিবেশবিদ্যা ভৌতবিজ্ঞান, অর্থনীতি, মানববিদ্যা এবং সামাজিক বিজ্ঞানের নীতিগুলিকে একত্রিত করে। প্রাকৃতিক, মানবসৃষ্ট পরিবেশ ও তার পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে।

এই সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকলে একজন অ্যাডমিনিস্ট্রেটর প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় সঠিক পদক্ষেপ করতে পারে। তুমি যোগ্য কি না, সেটাই যাচাই করা হয় পরীক্ষার মাধ্যমে।

Important Topics :

জীববৈচিত্র্য এবং উপকূলীয় নিয়ন্ত্রণ অঞ্চল (Biodiversity and Coastal Regulation Zones), বিশ্ব উষ্ণায়ন (Global Warming), শিল্প ও পরিবেশ দূষণ (Industrial and Environmental Pollution), ওজোন স্তর (Ozone Layer), প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং তাদের প্রশমন (Natural Hazards and Mitigation) ও পরিবেশ দূষণ (ভূমি, জল, বায়ু, শব্দ)।

সাধারণ জ্ঞান

গুরুত্বপূর্ণ তারিখ, বিখ্যাত বই ও তার লেখক, বিখ্যাত সিনেমা এবং তার পরিচালক, বিভিন্ন পুরস্কার (সমস্ত ক্ষেত্রে), আমাদের দেশ তথা রাজ্যের লোকশিল্প, এদের উত্থানের কাহিনী ও সাম্প্রতিক অবস্থা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে পড়তে হবে। বলতে দ্বিধা নেই, এখানে মুখস্থবিদ্যাই বেশি কাজে লাগে।

অঙ্ক ও রিজনিং

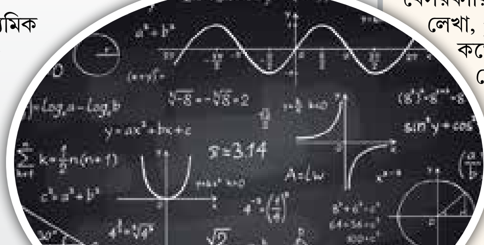

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় অঙ্ক ও রিজনিংয়ের সিলেবাসে মাধ্যমিক স্তরের পাটিগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি, পরিমিতি- সবকিছুই রয়েছে। যদি সপ্তাহে অন্তত ৪-৫ দিন অঙ্ক প্র্যাকটিস করা যায়, তাহলে পরীক্ষায় ভুল হওয়ার সম্ভাবনা অনেকটা কমে আসে।

এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাখি, অঙ্কের জন্য তোমরা একটা ফাইনাল খাতা তৈরি করবে। যেখানে প্রতিটি চ্যাপ্টার থেকে যতরকমের অঙ্ক হওয়া সম্ভব, তাদের একটা করে উদাহরণ দেওয়া থাকবে। যেন রিভিশনের সময় কোনও কারণে আটকে গেলে, খাতাটি দেখে ঝালিয়ে নেওয়া যায়। রিজনিংয়ের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

বর্তমান সিলেবাস অনুযায়ী ডব্লিউবিসিএস মেনসে অবজেক্টিভ প্যাটার্নের পেপারে ২০০ নম্বর থাকে। এখানে তুমি যত বেশি নম্বর পাবে, ততটাই তোমার দৌড়ে এগিয়ে থাকার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে।

অঙ্ক ও রিজনিংয়ে ভালো ফল করতে চাইলে অনুশীলন বা প্র্যাকটিসই মূল অস্ত্র। সিভিল সার্ভিস, সিজিএল, সিএইচএসএল, এমটিএস, ব্যাংক, ইনসুরেন্স সহ সমস্ত পরীক্ষার বিগত বছরের প্রশ্নপত্র সময় ধরে ধরে প্র্যাকটিস চালিয়ে যেতে হবে।

বাংলা ও ইংরেজি

যেহেতু আমরা পশ্চিমবঙ্গের সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা নিয়ে আলোচনা করছি, তাই এখানকার মাতৃভাষার ওপর আমাদের একটি পেপারে উত্তর লিখতে হবে। মিসলেনিয়াস সার্ভিস এবং ক্লার্কশিপ মেনসেও প্রায় তাই। শুধু বাংলা (মাতৃভাষা) নয়, ইংরেজিতেও একই নম্বরের একটি ডেস্ক্রিপটিভ পেপার রয়েছে মেইনস পরীক্ষায়। এই ল্যাঙ্গুয়েজ পেপার দুটোতে ভালো ফল পরীক্ষায় মোট নম্বরে এগিয়ে যেতে তোমাকে সাহায্য করবে।

এর জন্য বিভিন্ন পত্রপত্রিকার সম্পাদকীয় খুঁটিয়ে পড়া, সাম্প্রতিক ইস্যুতে নিজের মতামত তৈরি করা জরুরি। আবারও বলছি, পরীক্ষার প্রস্তুতির স্বার্থে একজন পরীক্ষার্থীর কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের বেস শক্তপোক্ত হতেই হবে। সম্পাদকীয় বা কোনও রিপোর্টিং অন্ধের মতো পড়লে চলবে না। নিজেকে ভাবতে হবে আদৌ লেখকের সঙ্গে তুমি সহমত হতে পারছ কি না। যদি হও তবে আর কথা নেই, কিন্তু হতে পারে একই বিষয়ে তোমার আলাদা নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। সেটা কী এবং কেন, তা স্পষ্ট করে নিজে সেই বিষয়ে আলাদা প্রবন্ধ লেখো। তারপর কোনও অভিজ্ঞকে দেখাও। এভাবেই লেখার হাত তৈরি হয়, আত্মবিশ্বাস বাড়ে।

বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে সরকারি বা বেসরকারি কর্তৃপক্ষের কাছে চিঠি লেখা, precis অথবা translation, কথোপকথন লেখা, প্রবন্ধ লেখা এবং কম্পোজিশন ভালোভাবে প্র্যাকটিস করতে হবে।

আর একটা দিক, ভালো বাংলা ও ইংরেজি লিখতে হলে বাংলা, ইংরেজির সাধারণ ব্যাকরণ এবং ভোকাবুলারি শক্তিশালী হওয়া উচিত। এই দুটি বিষয়েই উন্নতি করতে তোমাদের সবচেয়ে বেশি সাহায্য করবে দৈনন্দিন খবরের কাগজ। হাতের কাছে ভালোমানের ডিকশনারি রাখতে পারো। তাছাড়া অবসরে বই পড়ার অভ্যাস থাকলে তো সোনায় সোহাগা।

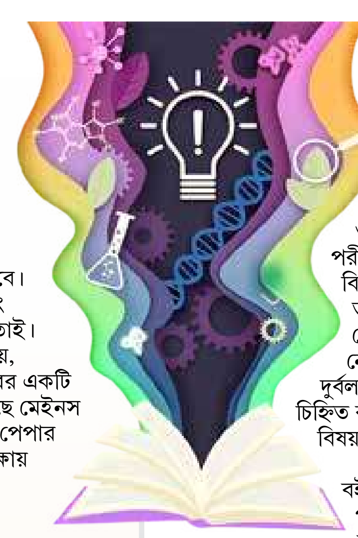

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

সায়েন্স অ্যান্ড টেকনলজি নিয়ে আলোচনার শুরুতেই একটা মিথ নিয়ে কথা বলব। অনেকের মধ্যেই এরকম ধারণা আছে, বিজ্ঞানের ছাত্র হলেই সিভিল সার্ভিস সহ বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষায় সহজে পাশ করা যায়। আর যে কমার্স বা আর্টসের ছাত্র, তার পক্ষে পাশ করা কঠিন। এই ধারণা ভ্রান্ত। কারণ, পরীক্ষার সিলেবাসে বিজ্ঞানের প্রায় সমান (সিভিল সার্ভিসে বেশি) গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে হিউম্যানিটিসে। দুই, বিজ্ঞান বিভাগের যে অংশ পরীক্ষার সিলেবাসে থাকে, সবটাই কিন্তু মাধ্যমিক স্তরের। অর্থাৎ যতটা বিজ্ঞান প্রয়োজনীয়, সেটা কিন্তু সবাই পড়েই পরীক্ষা দিতে এসেছে। তাই অযথা ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই যে, বিজ্ঞান বিভাগে যেহেতু আমি পড়াশোনা করিনি বা স্নাতক বা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিগ্রি নেই, তাই আমার পাশ করবার সম্ভাবনা কম। তবে এটাও ঠিক, দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে হবে। বিজ্ঞানে যে যে ক্ষেত্রে সমস্যা রয়েছে, তা চিহ্নিত করে সমাধানের পথ খুঁজতে হবে। অন্য বিষয়ের মতো বিজ্ঞানের বিষয়গুলোর ওপরেও তোমাদের সমানভাবে জোর দিতে হবে।

এনসিইআরটি'র সিলেবাসের মাধ্যমিক পর্যন্ত বিজ্ঞানের সবক'টি বই তোমরা ভালো করে পড়ে নিজেদের ফেয়ার খাতা তৈরি করতে পারো। তারপর নিয়মিত সেসব রিভিশন করো। আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনে বিজ্ঞানের ব্যবহার সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকতে হবে।

বেশিরভাগ সরকারি অফিসেই কম্পিউটারনির্ভর কাজকর্ম হয়। বেশিরভাগ সরকারি প্রকল্পে বিজ্ঞাননির্ভর উন্নয়ন প্রচার এবং প্রসার ঘটানো হয়। বিজ্ঞানের সিলেবাসের মধ্যে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বিশেষ করে বায়োলজি এবং আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে কম্পিউটার সায়েন্স সম্পর্কে মৌলিক জ্ঞান থাকতেই হবে।

খবরের কাগজ ও কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স

তোমাদের মধ্যে অনেকেই দৈনন্দিন খবরের কাগজ পড়ো। আবার অনেকে মাস ফুরোলে কোনও একটি পত্রিকা কিনে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স মুখস্ত করো। যারা রোজ অন্তত দুই থেকে তিনটি খবরের কাগজ (তথ্যনির্ভর ও বিশ্বাসযোগ্য) পড়ছো, তাদের সমস্যা নেই।

কিন্তু যারা পড়ছো না, তাদের জন্য কয়েকটা কথা বলা দরকার। খবরের কাগজ একদিকে যেমন কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স বা সাম্প্রতিক ঘটনা সম্পর্কে তথ্য দেয়, অন্যদিকে তোমাদের ভোকাবুলারি শক্তিশালী করে। প্রবন্ধ লেখার জন্য বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে ধারণা তৈরি করে।

এর পাশাপাশি রাজ্য, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের ঘটনাবলি সম্পর্কে অবহিত করবে। যে কোনও পরীক্ষার পার্সোনালিটি টেস্ট বা ইন্টারভিউয়ের প্রস্তুতির জন্য চারপাশে ঘটে চলা বিষয় সম্পর্কে জানা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

তাই শুধুমাত্র মাসিক পত্রিকার ওপর নির্ভর না করে নিয়মিত খবরের কাগজ পড়ার অভ্যাস তৈরি করতে হবে।

এবার আসি বেছে পড়ার জায়গায়। খবরের কাগজগুলো কলেবরে অনেকটাই বড় হয়। সব কি পড়া দরকার? না তা নয়। প্রথমেই মনে রাখতে হবে, আমরা যে পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছি, তার জন্য আমাদের অনেক তথ্য দরকার। সুতরাং খবরের কাগজ থেকে এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমাদের নিয়মিত খাতায় টুকে রাখতে হবে এবং পর্যায়ক্রমে রিভিশন করতে হবে। যেমন ধরো কেন্দ্র অথবা রাজ্য সরকারের বিভিন্নরকম পদক্ষেপ, স্কিম, ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্ট, ভারতীয় ব্যাংকিং সিস্টেমে পরিবর্তন অথবা নিয়ম, সুপ্রিম কোর্ট তৎসহ সমস্ত হাইকোর্টের গুরুত্বপূর্ণ জাজমেন্ট, খেলা, সিনেমা ইত্যাদি থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং খবরের কাগজে নিয়মিত প্রকাশিত প্রবন্ধগুলো তোমাদের পড়তে হবে। তাহলে আমাদের পড়াশোনা শুধুমাত্র পাঠ্যবইয়ের ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকবে না।

পরীক্ষা পদ্ধতিতে বদল জরুরি

শুভময় ঘোষ
প্রধান শিক্ষক, ময়নাগুড়ি রোড হাইস্কুল, জলপাইগুড়ি

উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের তরফে ওএমআর শিট ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্যের দাবি ছিল, 'সময়ের সঙ্গে তাল মেলাতে পাঠক্রম পরিবর্তনের পাশাপাশি পরীক্ষা ব্যবস্থাতেও বদল আনা প্রয়োজন।' তাঁর পরামর্শ, 'স্কুল স্তর থেকেই সর্বভারতীয় স্তরের পরীক্ষা পদ্ধতির সঙ্গে পরিচয় করাতে হবে পড়ুয়াদের। তবেই তারা পরবর্তীতে চাকরির পরীক্ষা বা প্রবেশিকার জন্য নিজেদের সহজে প্রস্তুত করতে পারবে।'

সভাপতির কথার সূত্র ধরেই শিক্ষামহলের একটা বড় অংশ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অধীনস্থ স্কুলগুলোতে পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণির জন্য ওএমআর ও সিবিটি পদ্ধতিতে পরীক্ষা চালুর দাবি জানিয়েছে। ওএমআর শিট এক বিশেষ ধরনের উত্তরপত্র। সরকারি চাকরিতে নিয়োগ পরীক্ষা কিংবা সর্বভারতীয় প্রবেশিকার ক্ষেত্রে এই উত্তরপত্র ব্যবহার করা হয়। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় মূল্যায়ন পদ্ধতির পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা যায় না। আগে উত্তরপত্র দীর্ঘসময় ধরে মূল্যায়ন করতে হত, এখন প্রযুক্তির কল্যাণে সেই কাজটি দ্রুত এবং সহজে হচ্ছে।

OMR ও CBT কী?

OMR (Optical Mark Recognition) :

এই পদ্ধতিতে পরীক্ষার্থীরা প্রশ্নের সঠিক উত্তর একটি বিশেষ শিটে কালো বা নীল বল পেন/পেন্সিল দিয়ে গোলাকার বৃত্ত পূরণ করে দেয়। ওএমআর স্ক্যানার মেশিনের মাধ্যমে উত্তর মূল্যায়ন করা হয় এক্ষেত্রে।

CBT (Computer Based Test) :

এখানে প্রশ্নপত্র ও উত্তর দেওয়ার প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ ডিজিটাল। কম্পিউটার স্ক্রিনে একটির পর একটি প্রশ্ন আসে এবং মাউস/কি বোর্ড ব্যবহার করে পরীক্ষার্থীরা উত্তর বেছে নেয়।

অভ্যেস জরুরি কেন?

পড়ুয়ারা স্কুল স্তর থেকেই বিভিন্ন স্কলারশিপের জন্য পরীক্ষার প্রস্তুতি নেয়। যেমন- NMMSE, NTSE, OLYMPIAD, JBNSTS ইত্যাদি। এই সমস্ত ক্ষেত্রে ওএমআরভিত্তিক পরীক্ষা হয়। সিবিএসই ও আইসিএসই বোর্ড নবম, দশম শ্রেণির বেশ কিছু পরীক্ষায় একই পদ্ধতি চালু করেছে। এনটিএ (National Testing Agency) প্রায় সমস্ত পরীক্ষায় সিবিটি বা ওএমআর পদ্ধতি ব্যবহার করছে।

ভবিষ্যতের জন্য

নিট, জেইই, এসএসসি, ইউপিএসসি ও ডব্লিউবিপিএসসি ইত্যাদি সংস্থা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ওএমআর বা সিবিটি পদ্ধতিতে নেয়। তাই ছোটবেলা থেকে অভ্যেস তৈরি হলে অজানাকে নিয়ে আশঙ্কা কমবে। বারবার এ ধরনের পরীক্ষায় অংশ নিলে ভয় কেটে গিয়ে আত্মবিশ্বাস বাড়বে।

সময় ব্যবস্থাপনা ও নির্ভুলতা

নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রতিটি প্রশ্ন পড়ে ঠান্ডা মাথায় সঠিক উত্তর বেছে নেওয়া, সঠিক পদ্ধতিতে গোলাকার বৃত্ত ভরাট করা বা সঠিক বিকল্প (অপশন) বেছে নেওয়ার অভ্যাস তৈরি হবে।

ডিজিটাল সাক্ষরতা

সিবিটি পদ্ধতিতে পরীক্ষায় অংশ নিলে পড়ুয়ারা প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচিত হবে। কম্পিউটার স্ক্রিনে কীভাবে একের পর এক প্রশ্নগুলো আসছে, কীভাবে তার উত্তর দিতে হবে ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা তৈরি হবে। এজন্য সারাবছর স্কুলে অনুশীলন করানো উচিত। এতে কম্পিউটার ব্যবহারে সড়োগড়ো হওয়ার সুযোগ পাবে ছেলেমেয়েরা।

দ্রুত ফলাফল

OMR ও CBT পদ্ধতিতে পরীক্ষার ফল দ্রুত প্রকাশ করা সম্ভব। এতে শিক্ষার্থীরা তাড়াতাড়ি নিজেদের দুর্বলতা শনাক্ত করে তা শুধরে নিতে পারবে।

পক্ষপাতহীন মূল্যায়ন

ম্যানুয়াল (হাতেকলমে) পদ্ধতিতে পরীক্ষাপত্র যাচাইয়ে ভুল হতে পারে। বেশ কিছু ক্ষেত্রে পক্ষপাতের অভিযোগ ওঠে। যন্ত্রভিত্তিক

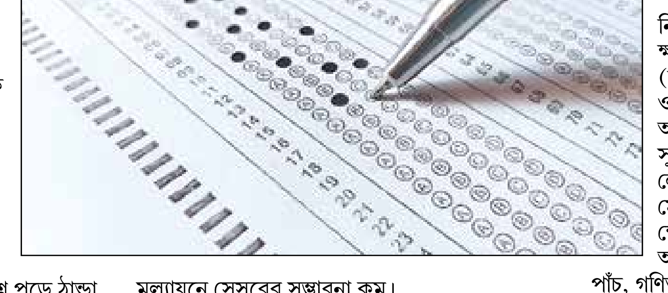

মূল্যায়নে সেসবের সম্ভাবনা কম।

মুদ্রার উলটোদিক

শিক্ষাবিদদের মতে, ওএমআর বা সিবিটি নির্ভর হতে গিয়ে যেন পড়ুয়াদের ভাবনাশক্তিকে দুর্বল করে দেওয়া না হয়। এই পদ্ধতিতে প্রস্তুতি নেওয়ার সময় পড়ুয়াদের মধ্যে কিছু বদভ্যাস তৈরি হতে পারে, সেদিকে অভিভাবক ও শিক্ষকদের খেয়াল রাখা দরকার।

কী কী বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে?

এক, শুধুমাত্র ছোট প্রশ্নের ওপর মনোযোগ দিতে গিয়ে একটি বিষয়ের প্রতিটি অধ্যায়ের ওপর বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে ধারণা তৈরি হয় না। যতটুকু ধারণা তৈরি হচ্ছে, তা অনেকটা যেন 'ধর তক্তা মার পেরেক' গোছের।

দুই, স্কুল স্তরে অনেকের মধ্যেই একাগ্রতার খামতি থাকে। পড়ুয়ারা কিছুটা অস্থিরমতির হয়। ওএমআর বা সিবিটি পদ্ধতিতে পরীক্ষা দেওয়ার সময় ভুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। এখানে খামতি মেটানোর সুযোগও কম। তুলনামূলকভাবে লিখিত পরীক্ষার প্রস্তুতি কিশোরমনে একাগ্রতা আনতে সাহায্য করে।

তিন, বিকল্পের অভাবে অন্ধকারে ঢিল। লিখিত পরীক্ষায় পড়ুয়ারা প্রশ্নের বিকল্প পায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে। একাধিক প্রশ্নের মধ্যে যেটা সম্পর্কে সবচেয়ে ভালো জানা, সেটা লিখতে পারে। ওএমআর বা সিবিটিতে সেই সুযোগ নেই।

চার, এটা সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। নিজের ভাবনাচিন্তা, বাক্যগঠনের ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে প্রশ্নের (বিশেষ করে বিশ্লেষণাত্মক ও রচনাধর্মী) উত্তর লেখার অভ্যেস তৈরির সবথেকে বড় সুযোগ পড়ুয়ারা পায় স্কুল স্তরে। লেখালেখিতে হাত পাকানো, মৌলিকত্ব ও সৃজনশীলতা প্রকাশের ক্ষেত্রে ওএমআর, সিবিটি কিন্তু অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে পারে।

পাঁচ, গণিত-বিজ্ঞান বা বিজ্ঞাননির্ভর বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে ওএমআর, সিবিটি পদ্ধতিতে পরীক্ষা কখনোই মান যাচাইয়ের মানদণ্ড হতে পারে না বলে বহু শিক্ষকের দাবি।

উপসংহারে বলি, আমার মতে ভারসাম্য বজায় রেখে চলাই সেরা পন্থা। মূল্যায়ন পুরোপুরি সিবিটি বা ওএমআর কিংবা লিখিত পদ্ধতিতে হওয়ার চাইতে দুটো মিলিতভাবে করা যেতে পারে। এতে যেমন পঞ্চম শ্রেণি থেকেই পড়ুয়ারা ভবিষ্যতের জন্য তৈরি হবে। তাদের জড়তা কাটবে, প্রযুক্তির সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারবে। তেমন ভাবনাশক্তিকে শান দিতে পারবে ওরা।

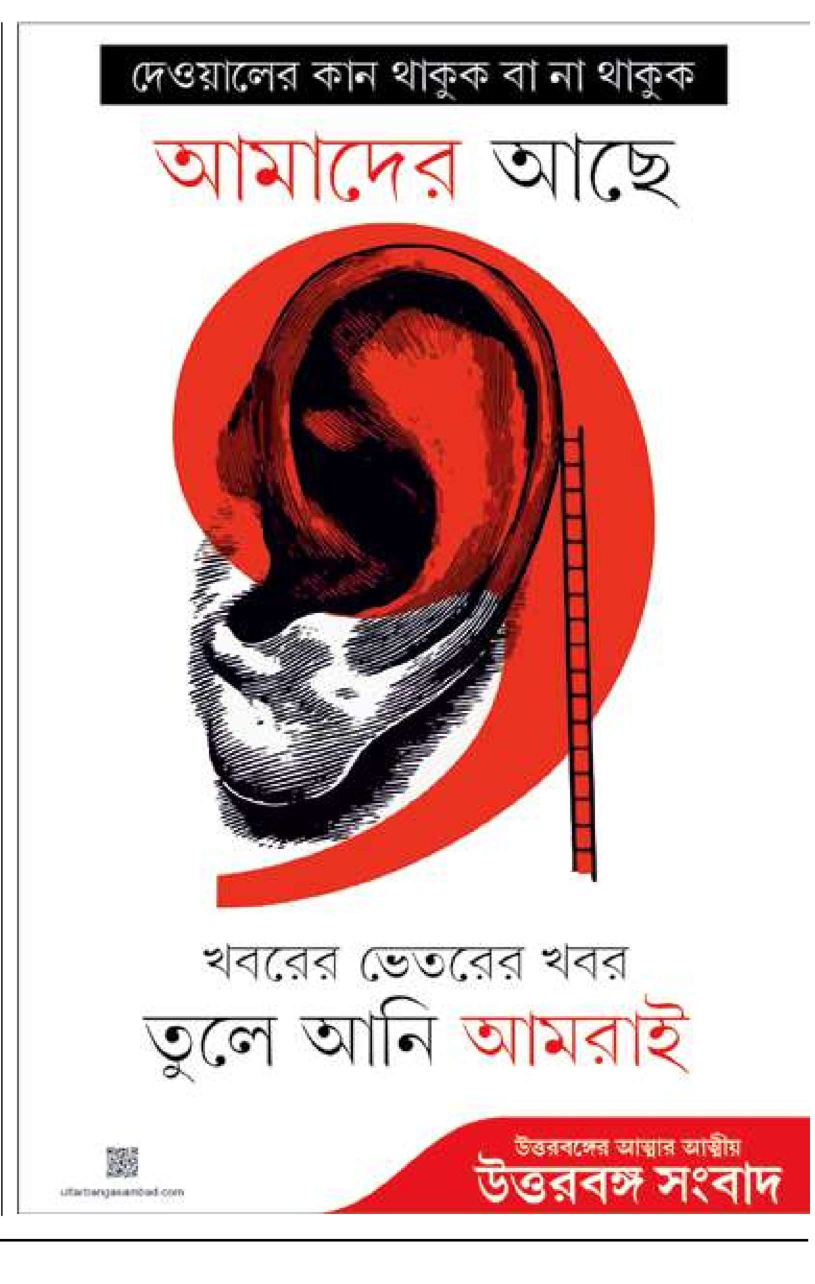

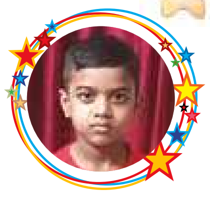

ছোট্ট তারা

কোচবিহারের উমেশানন্দ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণির ছাত্র অভিরূপ দে। আবৃত্তিতে পুরস্কার রয়েছে এই খুদের। যোগাসন করতে এবং ছবি আঁকতে সে ভালোবাসে।

শংসাপত্র পেতে হয়রানি, অবরোধ

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ৩০ অক্টোবর : কেউ পড়াশোনা করছেন, কেউ হন্যে হয়ে চাকরির খোঁজ করছেন। শংসাপত্র থাকাটা এঁদের অফিশিয়াল কাজে বাধ্যতামূলক। কিন্তু, শংসাপত্র রিভ্যালিডেশনের জন্য এক মাস-দুই মাস থেকে ঘুরেও তাঁরা কাজ করাতে পারছেন না। বৃহস্পতিবার শংসাপত্র রিভ্যালিডেশন করাতে ফের একই পরিস্থিতিতে পড়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েন মহকুমার বিভিন্ন প্রান্তের ছাত্রছাত্রী, চাকরিপ্রার্থীরা। অবিলম্বে পরিষেবার দাবিতে দিনহাটা-কোচবিহার রাজ্য সড়ক অবরোধ করেন তাঁরা। রাস্তাতেই শংসাপত্রের কাগজ নিয়ে বসে পড়েন। রিভ্যালিডেশন করে দ্রুত শংসাপত্র প্রদানের দাবি তোলেন। সেই অবরোধের জেরে দিনহাটা-কোচবিহারে যান চলাচল পুরোপুরি স্তব্ধ হয়ে যায়। ঘটনার খবর পেয়ে পৌঁছায় দিনহাটা থানার পুলিশ। এদিন অবরোধকারী ছাত্রছাত্রী ও চাকরিপ্রার্থীদের আশ্বাস দিলে অবরোধ উঠে যায়। এরপর অবরোধকারীরা গিয়ে দিনহাটা মহকুমা শাসকের প্রশাসনিক ভবনের বাইরে জমায়েত হয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন।

যদিও মহকুমা শাসকের করণ সূত্রে খবর, গত কয়েকমাস থেকে দিনহাটায় স্থায়ী মহকুমা শাসক না থাকার পাশাপাশি যে আধিকারিক ওই শংসাপত্রের দায়িত্বে ছিলেন তিনি স্থানান্তরিত হয়েছেন। সেকারণে এই সমস্যা চলছে।

এদিন সীমান্তবর্তী গ্রাম গিতালদহ থেকে এসেছিলেন মুরশিদ আলম। তাঁর কথায়, 'দেড় মাস থেকে ওবিসি শংসাপত্র রিভ্যালিডেশনের জন্য ঘুরছি। কিন্তু, কাগজ নিয়ে তাঁরা জমিয়ে রাখছেন। কাজের কাজ কিছু হচ্ছে না। এর ফলে দিনের পর দিন ঘুরে যেতে বাধ্য হচ্ছি আমরা। অথচ সামনে চাকরির নানা পরীক্ষা সেখানে শংসাপত্র না দেখালে চাকরি মিলবে না। তাই আজ বাধ্য হয়েছি অবরোধ করতে।' ছোট আটিয়াবাড়ির আখিরুজ্জামান হকের কথায়, 'দু'মাস থেকে হন্যে হয়ে ঘুরেও ওবিসির শংসাপত্রের রিভ্যালিডেশন হয়নি। অনলাইনে দেখতে গেলে পেন্ডিং দেখাচ্ছে, ইমার্জেন্সিতে যেতে বললেও সেখানেও পেন্ডিং বলছে। অথচ কয়েকদিন বাদে একাধিক চাকরির পরীক্ষা রয়েছে, সেখানে শংসাপত্র না দেখাতে পারলে বিপদে পড়ব।' বুড়িরহাটের আবদুল মান্নানের অভিযোগও একই, 'কোচবিহারে যেখানে তিনদিনে শংসাপত্র রিভ্যালিডেশন হয়ে যাচ্ছে, সেখানে আমাদের এখানে দু'মাসেও মিলছে না। আমাদের এত হয়রানি কেন হতে হবে, সেকারণে বাধ্য হয়ে আজকের পদক্ষেপ। যদিও কয়েকদিনের মধ্যে শংসাপত্রের কাজ না হয়, তাহলে ফের আন্দোলনে নামতে বাধ্য হব।'

এবিষয়ে মহকুমা শাসক বিধু শেখরকে একাধিকবার ফোন করা হলেও কোনও সাড়া মেলেনি। ফলে, এই সমস্যা থেকে কবে রেহাই মিলবে, তা পরিষ্কার হয়নি এদিনও।

দিনহাটা-কোচবিহার রাজ্য সড়কে অবরোধ তুলতে পুলিশ। বৃহস্পতিবার।

> দেড় মাস থেকে ওবিসি শংসাপত্র রিভ্যালিডেশনের জন্য ঘুরছি। কিন্তু, কাগজ নিয়ে তাঁরা জমিয়ে রাখছেন। কাজের কাজ কিছু হচ্ছে না। এর ফলে দিনের পর দিন ঘুরে যেতে বাধ্য হচ্ছি আমরা। অথচ সামনে চাকরির নানা পরীক্ষা, সেখানে শংসাপত্র না দেখালে চাকরি মিলবে না। তাই আজ বাধ্য হয়েছি অবরোধ করতে।
>
> **মুরশিদ আলম**
> *গিতালদহের বাসিন্দা*

আরটিও দপ্তরের শিবির

কোচবিহার, ৩০ অক্টোবর : টোটো রেজিস্ট্রেশনে গতি আনতে বিশেষ শিবির চালু হল কোচবিহারে। আঞ্চলিক পরিবহণ দপ্তরের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার মিনিবাস স্ট্যান্ড এলাকায় শিবির বসে। টোটো ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশন ও তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনও এই শিবির করতে আঞ্চলিক পরিবহণ দপ্তরকে বিশেষভাবে সহযোগিতা করে। রেজিস্ট্রেশনের জন্য ৬০ জন টোটোচালক বৃহস্পতিবার কাগজপত্র জমা দেন। শুক্রবার পর্যন্ত এই শিবির চলবে।

আঞ্চলিক পরিবহণ দপ্তর সূত্রে খবর, ১৩ অক্টোবর থেকে রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি চালু হয়েছে। কিন্তু দেখা গিয়েছে, প্রায় ১৫ দিন হয়ে গেলেও মাত্র ৪০০ জন এই রেজিস্ট্রেশন করেছেন। এতে জেলা প্রশাসন যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই রেজিস্ট্রেশন করাতে চাইছিল, তা এগোচ্ছে না। যে কারণে রেজিস্ট্রেশনে গতি আনতে এই শিবির চালু হয়েছে। দপ্তরের আধিকারিক নবীন অধিকারী বলেন, '১৩ তারিখ থেকে রেজিস্ট্রেশন চালু হলেও মাত্র ৪০০ জন এই রেজিস্ট্রেশন করিয়েছেন। কাজে গতি আনতে আমরা এই শিবির চালু করেছি। জেলার বিভিন্ন জায়গায় আমরা এ ধরনের শিবির করব।'

কাউন্সেলিং

কোচবিহার, ৩০ অক্টোবর : মপ আপ কাউন্সেলিংয়ে স্নাতকোত্তরের পড়ুয়াদের ভালো সাড়া মিলল কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পরেও বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কিছু আসন ফাঁকা থাকায় অ্যাডমিশন কমিটির বৈঠকে মপ আপ কাউন্সেলিংয়ের সিদ্ধান্ত হয়। বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয়ে হওয়া এই কাউন্সিলিংয়ে দুশোর বেশি পড়ুয়া ভর্তি হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মাধবচন্দ্র অধিকারী বলেন, 'শুক্রবার বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাডমিশন কমিটির বৈঠক হবে। কোন বিভাগে নতুন করে কতজন পড়ুয়া ভর্তি হয়েছেন সে বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা মিলবে।'

গরম কাপড় কিনতে ভিড় বাজারে। (ডানদিকে) শাল গায়ে দিয়ে পথে মহিলা। বৃহস্পতিবার। ছবি : অপর্ণা গুহ রায়

বৃষ্টিতে শীতের আমেজ

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ৩০ অক্টোবর : সকাল থেকে ঝিরঝিরে বৃষ্টি। তা থেকে শীত শীত ভাব। মরশুমের প্রথম ঠান্ডার আমেজ কোচবিহার শহরে। সকালের গরম চায়ে চুমুক দিতে হাট-বাজারের দোকানে বাড়ল ভিড়। যাঁরা অফিসের পথে পা বাড়ালেন, গায়ে চাপিয়ে নিলেন গরম জামা। শহরের বিভিন্ন বাজারে গরম কাপড় বিক্রি শুরু হয়ে গেল এদিন থেকেই।

বিশেষজ্ঞদের মতে, বৃষ্টির মধ্য দিয়েই এবার কোচবিহারে প্রবেশ করল শীত। গতবছর খানিকটা দেরিতে প্রবেশ করলেও এবছর স্বাভাবিক সময়ে শীতের প্রবেশ বলে মত আবহবিদদের।

বিষয়টি নিয়ে উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রামীণ কৃষি মৌসম সেবা কেন্দ্রের প্রিন্সিপাল নোডাল অফিসার শুভেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'শহরে শীত প্রবেশ করেছে। এতদিন শীতের আমেজ সেভাবে না থাকলেও মন্থার প্রভাবে শীত ভালো অনুভূত হচ্ছিল। তবে মন্থার প্রভাবে ফসলের ক্ষতি হয়েছে।'

ঘড়িতে তখন সকাল ১০টা পেরিয়েছে। অন্যান্য দিন সকাল সাড়ে নয়টার মধ্যে দোকান খুললেও এদিন বৃষ্টির কারণে দোকান খুলতে বেশ কিছুক্ষণ দেরি হয় গুঞ্জবাড়ির কিংশুকরঞ্জন রাহার। ওই ব্যবসায়ী বলেন, 'বৃষ্টির মধ্য দিয়েই এবারের শীত পড়ল। তবে সন্ধ্যার পর শীতের পোশাক পরেই রাস্তায় বের হতে হয়েছে।' শীতের আমেজ নিয়ে গরম জামা গায়ে চাপিয়ে অফিস যেতে হয়েছে সরকারি কর্মী তন্ময় দত্তকে। তাঁর উপলব্ধি, 'ছটপুজো শেষে হঠাৎ করে আবহাওয়ার এমন পরিবর্তন হবে, ভাবিনি।'

রাসের আগেই গায়ে গরম জামা

শীতের আমেজ পড়ায় সন্ধ্যায় শহরের রাস্তায় লোকজনের আনাগোনা ছিল হাতেগোনা। অনেককে শীতের পোশাক পরেই এদিন রাস্তায় বের হতে দেখা গিয়েছে। তবে গত কয়েকদিন ধরে কোচবিহারে রাতের দিকে শীত অনুভূত হলেও বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই শহরে ছিল শীতের আমেজ। সন্ধ্যার পর তা বাড়ে খানিকটা।

প্রবীণ বাসিন্দাদের কথায়, সাধারণত অক্টোবরের শেষ থেকেই শীতের শুরু হয় কোচবিহারে। তবে জাঁকিয়ে শীত পড়তে আরও বেশ কিছুদিন সময় লাগবে। অনেকেই মনে করছেন, নিম্নচাপের ফলে এই সময় শহরে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হয়েছে। তার ফলেই শীতের আমেজ। বৃষ্টি না হলে শীত পড়তে সময় লাগত আরও কিছুটা দিন। তবে এই মাসের শুরুতেও যেভাবে প্রখর রোদ এবং গরমে নাজেহাল হতে হয়েছে সাধারণ মানুষকে, সেদিক থেকে শীতের শুরুর এই ঠান্ডা আমেজ অনেকের মুখে হাসি ফুটিয়েছে।

কোচবিহারের সাধারণত রাস উৎসবের সময় থেকে ঠান্ডা শুরু হলেও এবার কিছুদিন আগে হল। পথচারী পিনাক সরকারের কথায়, অন্যান্য বছর রাসমেলার সময় শীতের পোশাক বের করতে হয়। তবে এদিনের বৃষ্টির পর থেকে ভালোই শীত অনুভূত হচ্ছে। তাই গাড়ি চালাতে জ্যাকেট পরতে হয়েছে।

কাজ করেও মেলেনি বকেয়া

কোচবিহার, ৩০ অক্টোবর : রাস্তায় মুখ্যমন্ত্রীর গাড়ি দাঁড় করিয়ে নিজেদের স্কুলের ছাদ দিয়ে জল পড়ার অসুবিধের কথা জানিয়েছিল জেনকিন্স স্কুলের একদল ছাত্র। তখনই অভিযোগ শুনে দ্রুত সমস্যা মিটিয়ে দেওয়ার কথা বলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রায় যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজও হয়েছিল। বৃষ্টির মধ্যে কাজ করতে হয়েছিল ঠিকাদারকে। কিন্তু এখনও সেই কাজের টাকাই পাননি ঠিকাদার। অভিযোগ, এক বছরের বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও ১৪ লক্ষ টাকা বকেয়া পড়ে রয়েছে। কাজ শেষের দু'মাস পর ৫০ শতাংশ টাকা পেলেও আর টাকা পাননি ঠিকাদার। বারবার চিঠি করা সত্ত্বেও সেই টাকা পাওয়ার আশা দেখছি না, মন্তব্য ছোটেলাল রজকের। দপ্তরের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার থেকে শুরু করে, শিক্ষা দপ্তর এমনকি জেলা শাসকের দপ্তরে যোগাযোগ করেও সুরাহা হয়নি।

একই পরিস্থিতি আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাবিদ্যালয়ের কাজ যিনি করেছিলেন সেই ঠিকাদার সঞ্জয় দে-র। তাঁর দাবি, তাঁর পাওনা ২৮ লক্ষ টাকা। কিন্তু বারবার চিঠি করেও কোনও লাভ হয়নি। এক বছরের বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও টাকা না পাওয়ায় সমস্যায় পড়েছেন। এই বিষয়ে পূর্ত দপ্তর (সোশ্যাল)-র এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার অসীমকৃষ্ণ দাস বলেন, ওঁদের বকেয়া পড়ে রয়েছে। এই বিষয়ে চিঠি আমরা পেয়েছি। বকেয়া টাকা পাওয়ার জন্য আমরাও শিক্ষা দপ্তরে চিঠি পাঠিয়েছি। কিন্তু এখনও পর্যন্ত সদুত্তর পাইনি।

নতুন এসডিও

মাথাভাঙ্গা, ৩০ অক্টোবর : বৃহস্পতিবার মাথাভাঙ্গার মহকুমা শাসকের দায়িত্বভার নিলেন সুশোভন মণ্ডল। বিদায়ি মহকুমা শাসক নবনীত মিত্তালের জায়গায় তিনি যোগ দিলেন। গত সোমবার নবনীত, ডিএমডিসি অমিত ঘোষকে দায়িত্বভার দেন। বৃহস্পতিবার অমিতের থেকে দায়িত্ব নেন সুশোভন। আগে তিনি আলিপুরদুয়ার জেলার আরটিও পদে ছিলেন।

পৃথিবীর পাঠশালা

কায়াক চড়ে সাত বছর

অস্কার স্পেক নামে এক জার্মান অভিযাত্রী ১৯৩২ সালে একটি ফোল্ডিং কায়াক নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। প্রথমে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সাইপ্রাসের খনিতে কাজ করা। কিন্তু সেই যাত্রা সাত বছরের এক অবিশ্বাস্য অভিযানে পরিণত হয়, যাতে ছিল ৫০ হাজার কিলোমিটারেরও বেশি পথ পাড়ি দেওয়ার অভিজ্ঞতা। সাইপ্রাসে থেমে যাওয়ার বদলে তিনি দানিয়ুবের মতো নদী পেরিয়ে গ্রিস, সিরিয়া, ইরাক ও পারস্য উপসাগরের উপকূলীয় জলপথ পাড়ি দেন। পথে তিনি ম্যালেরিয়া, চুরি, ঝড়, এমনকি ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপবাসীদের আক্রমণের শিকারও হন। শেষপর্যন্ত ১৯৩৯ সালে যখন তিনি অস্ট্রেলিয়ায় পৌঁছালেন, তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ায় তিনি বিদেশি শত্রু হিসেবে গ্রেপ্তার হন! এত কষ্ট সত্ত্বেও তাঁর এই একক কায়াক যাত্রা আজও এক বিশ্বরেকর্ড।

হলোগ্রাম পুলিশ, অপরাধ সাবাড়!

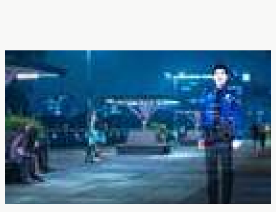

সিওল পুলিশ জেও-ডং ৩ পার্কে অপরাধ দমন করার জন্য এক আশ্চর্য কৌশল নিয়েছে। তারা একটি পূর্ণ আকারের হলোগ্রাফিক পুলিশ অফিসারকে কাজে লাগিয়েছে। এই ডিজিটাল অফিসারটি প্রতি রাতে সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত উপস্থিত থাকে এবং সিসিটিভি ও পুলিশের উপস্থিতি সম্পর্কে সতর্ক করে। পুলিশ বলছে, এটি স্থাপনের পর পার্শ্ববর্তী এলাকায় অপরাধের হার প্রায় ২২ শতাংশ কমে গিয়েছে। কেন জানেন? কারণ, চোখের সামনে একজন পুলিশকে ঘুরতে দেখলেই লোকজনের মনে এক ধরনের ভয় কাজ করে। এটি একটি 'মনস্তাত্ত্বিক প্রতিরোধক' হিসেবে দারুণভাবে কাজ করছে। এখন হলোগ্রামই অপরাধীদের হুঁশিয়ারি দিচ্ছে!

৫জিতে চাষাবাদ

সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত, এমনকি তার পরেও চিনের স্বয়ংক্রিয় ট্র্যাক্টরগুলো কৃষিকাজকে বদলে দিচ্ছে। ৫জি, এআই এবং স্যাটেলাইট প্রযুক্তিতে সজ্জিত এই ট্র্যাক্টরগুলো মানুষের সাহায্য ছাড়াই জমি চাষ, বীজ বপন এবং ফসল কাটতে পারে। দূরবর্তী অঞ্চল এবং বড় বড় খামারগুলিতে এই ট্র্যাক্টরগুলি শ্রমিকের উপর নির্ভরতা কমায়, নির্ভুল কাজ এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে। এখন কৃষকরা কেবল স্মার্টফোন থেকেই পুরো মাঠের কাজ তদারক করতে পারেন। আগে যা ঘণ্টার পর ঘণ্টা মানুষের পরিশ্রমে হত, এখন তা অ্যালগরিদম আর সেন্সর দিয়ে করা হচ্ছে। চিনের এই ডিজিটাল কৃষির পথ চলা হয়তো বিশ্বজুড়ে খাদ্য উৎপাদনের পদ্ধতি পালটে দেবে।

মহাকাশ থেকে সৌরশক্তি

২০২৫ সালে জাপানই বিশ্বের প্রথম দেশ হতে চলেছে, যারা মহাকাশ থেকে সৌরশক্তি সরাসরি পৃথিবীতে পাঠাবে। এই যুগান্তকারী প্রকল্পটি বিশ্বব্যাপী বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং ব্যবহারের প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণ পরিবর্তন করতে পারে। উপগ্রহে বসানো সোলার প্যানেল মহাকাশে একটানা সূর্যালোক সংগ্রহ করবে, সেটিকে শক্তিতে রূপান্তরিত করবে এবং ওয়্যারলেস উপায়ে পৃথিবীতে পাঠাবে। ভূমিতে থাকা সোলার প্যানেলের মতো মেঘ বা রাতের অন্ধকারের ওপর এটি নির্ভর করবে না। এর মানে হল, অবিচ্ছিন্ন এবং অফুরন্ত নবায়নযোগ্য শক্তির প্রবাহ। ভবিষ্যতের বিদ্যুৎ আসছে আকাশ থেকে!

খারাপ আবহাওয়ায় পাহাড়ে লাল সতর্কতা

বন্ধ ট্রেক রুট, পার্ক

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৩০ অক্টোবর : দুর্যোগের আশঙ্কায় সতর্ক পদক্ষেপ প্রশাসনের। মন্থার পরোক্ষ প্রভাব এবং পশ্চিমী ঝঞ্ঝার অতি সক্রিয়তায় শুক্রবার ফের প্রবল বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে হিমালয় সংলগ্ন উত্তরবঙ্গে। ভারী থেকে অতিভারী বর্ষণের সম্ভাবনায় আবহাওয়া দপ্তরের তরফে দার্জিলিং এবং কালিম্পংয়েও লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে। আর এমন সতর্কবার্তা পেয়ে সান্দাকফু সহ সংলগ্ন এলাকায় যাবতীয় ট্রেক রুট অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জোরবাংলো-সুখিয়াপোখরি ব্লক প্রশাসন। যাবতীয় অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম বন্ধ রাখার পাশাপাশি দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ের সমস্ত পার্ক অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)। পর্যটকদের নিরাপদ জায়গায় থাকার পরামর্শ দেওয়ার পাশাপাশি ধসপ্রবণ এলাকাগুলিতে এবং অতি বর্ষণের সময় যান চলাচল বন্ধ রাখার কথা বলা হয়েছে জেলা প্রশাসনের তরফে।

আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস, অন্তত ২০০ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টি হতে পারে আগামী ২৪ ঘণ্টায়। তা হলে ৪ অক্টোবরের প্রাকৃতিক দুর্যোগে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত মিরিক, সৌরিণী সহ দার্জিলিংয়ের জোরবাংলো-সুখিয়াপোখরি ব্লক নতুন করে বিপর্যস্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

সান্দাকফুর পথে টুংলিম থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা। ছবি : সুশান্ত পাল

দুধিয়ায় 'হিউমপাইপ সেতু'র অস্তিত্ব থাকবে কি না, তা নিয়েও শঙ্কিত অনেকে। কয়েকটি জায়গা চিহ্নিত করে বৃহস্পতিবার থেকেই নজর রাখা হয়েছে বলে জেলা প্রশাসনিক কর্তাদের বক্তব্য।

দুর্গাপুজো শেষ হতেই চরম দুর্যোগের সাক্ষী থেকেছে সমতলের বড় একটা অংশের সঙ্গে দার্জিলিং পাহাড়। যার ক্ষত এখনও টাটকা। প্রাণহানির ঘটনাও এড়ানো যায়নি পুজো শেষের দুর্যোগে। ওই ঘটনার থেকে মূলত শিক্ষা নিয়ে এবার আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিল প্রশাসন। জোরবাংলো-সুখিয়াপোখরি ব্লক প্রশাসনের তরফে বৃহস্পতিবার এক নির্দেশিকা জারি করে অনির্দিষ্টকালের জন্য সান্দাকফু ট্রেক রুট বন্ধ রাখার কথা বলা হয়েছে। বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ওই অঞ্চলের অন্য ট্রেক রুটগুলিও। নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি ছাড়া পর্যটকদের যাতে এখানে না নিয়ে আসা হয়, তা ব্লক প্রশাসনের তরফে লিখিতভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে সিঙ্গালিলা ড্রাইভার অ্যাসোসিয়েশন ও গাইড অ্যাসোসিয়েশনকে। এই অঞ্চলে বর্তমানে থাকা পর্যটকদের নিরাপদ জায়গায় থাকার পরামর্শও দেওয়া হয়েছে। পর্যটকদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছে জিটিএ। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে জিটিএ'র তরফে সমস্ত ধরনের পার্ক, অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম বন্ধ রাখা হয়েছে। জিটিএ'র সংশ্লিষ্ট এগজিকিউটিভ ডিরেক্টর এক নির্দেশিকা জারি করে বলেছেন, পর্যটক ও সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করেই এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

৪ অক্টোবরের বিপর্যয়ে দার্জিলিংয়ের মিরিক, সুখিয়াপোখরি, বিজনবাড়ি সহ বিভিন্ন এলাকায় মাটির সঙ্গে মেশে কয়েকশো বাড়ি। দুধিয়ায় ভেঙে যায় লোহার সেতু। সেতু ভাঙে পুলবাজার থেকে চুংথুং যাওয়ার রাস্তায়। জিরো পয়েন্টে রাস্তা ধসে যাওয়ায় এখনও বন্ধ রোহিণীর রাস্তা। এরই মধ্যে যদি শুক্রবার প্রবল বর্ষণ হয়, তবে পরিস্থিতি নতুন করে বিপর্যস্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহা বলছেন, 'মন্থার পরোক্ষ প্রভাব ও পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রত্যক্ষ প্রভাবে অতিভারী বর্ষণের সম্ভাবনা রয়েছে। সিকিমে ভারী তুষারপাতের আশঙ্কা রয়েছে। সমস্ত জেলা প্রশাসনকে সতর্ক করা হয়েছে।'

প্রশাসনের নির্দেশ

- সান্দাকফু সহ বিভিন্ন ট্রেক রুট অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত ব্লক প্রশাসনের
- যাবতীয় অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম সহ পার্ক ও উদ্যান বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত জিটিএ'র
- পর্যটকদের নিরাপদ জায়গায় থাকার, চালকদের বৃষ্টির সময় ধসপ্রবণ এলাকা এড়িয়ে চলার পরামর্শ

সুব্রত পেলেন সরকারি স্বীকৃতি

মুরগি পালনে নয়া দিগন্ত

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ৩০ অক্টোবর : দীর্ঘ পাঁচ বছরের পরিশ্রম। অবশেষে সাফল্য। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে নিজের আবিষ্কৃত পোলট্রি হাউস এনভায়রনমেন্ট মনিটরিং অ্যান্ড কন্ট্রোল ডিভাইসের পেটেন্ট পেলেন উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় অধীনস্থ কালিম্পং কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের বিজ্ঞানী সুব্রত মান্না। বছর তিনেক আগে তিনি পেটেন্টের জন্য আবেদন করেন। সম্প্রতি সরকার সুব্রতকে পেটেন্ট দিয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর সাফল্যে খুশির হাওয়া উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে। সুব্রত বলেছেন, 'নাবার্ডের আর্থিক সহযোগিতায় দু'বছর ধরে আমি যন্ত্রটি তৈরি করি। ইতিমধ্যে সেটি বেশ কিছু মুরগিপালকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে এবং সফলভাবে কাজ করেছে।'

সুব্রত আরও জানিয়েছেন, তাঁর আবিষ্কৃত যন্ত্রটি একেবারেই স্বয়ংক্রিয়। সেটি প্রয়োজনমতো পোলট্রি ফার্মের আলো, আর্দ্রতা, তাপমাত্রা ও বায়ু চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। পাহাড়ি এলাকায় বৃষ্টি হলে তাপমাত্রা দ্রুত নীচে নেমে যায়। তখন ঠান্ডা হাওয়া থেকে মুরগিকে বাঁচাতে বস্তা দিয়ে খামারগুলো ঘিরে দেওয়া হয়। এদিকে, দীর্ঘদিন খামার ঘিরে রাখায় অ্যামোনিয়া গ্যাস উদ্ভূত হয় ও তার প্রভাবে শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় প্রচুর মুরগি মারা যায়। তবে ওই যন্ত্রটি ব্যবহার করা হলে খামারের তাপমাত্রা যদি ২৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের নীচে নেমে যায়, তবে তাপমাত্রা বাড়ানোর জন্য 'ইনফ্রারেড হিট সোর্স' স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালু হয়ে যাবে। সুব্রতর দাবি, সবসময় আলো না জ্বালিয়েও হিট সোর্স ব্যবহার করা যেতে পারে, এতে মুরগির স্বাস্থ্যে কোনও বিরূপ প্রভাব পড়ে না।

ব্রয়লার মুরগি পালনের ক্ষেত্রে সাধারণত ১৬ থেকে ১৮ ঘণ্টা আলোর প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে ভোর থেকে রাত দশটা পর্যন্ত ওই যন্ত্রটি নিজে থেকেই আলো দেবে এবং নির্দিষ্ট সময়ের পর আলো নিভিয়ে দেবে। আবার দিনেরবেলায় যদি খামারে পর্যাপ্ত পরিমাণ সূর্যের আলো প্রবেশ করে, তাহলে যন্ত্রটি তা নিরীক্ষণ করে আলো নিভিয়ে দেবে। ফলে বিদ্যুৎ বিল অনেকটাই সাশ্রয় হবে।

> নাবার্ডের আর্থিক সহযোগিতায় দু'বছর ধরে আমি যন্ত্রটি তৈরি করি। ইতিমধ্যে সেটি বেশ কিছু মুরগিপালকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে এবং সফলভাবে কাজ করেছে।
>
> **সুব্রত মান্না,** বিজ্ঞানী
> কালিম্পং কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্র

অন্যদিকে, মুরগির খামারে মলমূত্র জমতে জমতে সবসময় গ্যাস তৈরি হয়। যন্ত্রটি দু'ঘণ্টা অন্তর দশ মিনিটের জন্য এগজস্ট ফ্যান চালু করে ওই গ্যাস বাইরে বের করে দেবে। সেজন্য কিছু করতে হবে না, যন্ত্রটি স্বয়ংক্রিয়ভাবেই সমস্ত কাজ করবে। সারাদিনে মাত্র দুই ঘণ্টার বিদ্যুৎ খরচে খামারে দুর্গন্ধমুক্ত পরিবেশ বজায় রাখা সম্ভব হবে। যন্ত্রটি মুরগি প্রতিপালনে অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে বলেই সুব্রতর অভিমত।

শিলিগুড়িতে অর্থমন্ত্রী

শিলিগুড়ি ও বাগডোগরা, ৩০ অক্টোবর : আবহাওয়া খারাপ। ভুটানের পারো বিমানবন্দরে অবতরণ করতে পারল না কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের বিমান। বাধ্য হয়ে বৃহস্পতিবার বিকেলে অর্থমন্ত্রীর বিমান বাগডোগরা বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করে। সেখান থেকে রাতে তিনি মাটিগাড়ার একটি টি রিসর্টে চলে যান। সেখানেই রাত্রিবাস করবেন বলে জানা গিয়েছে। শুক্রবার সকাল ৬টার বিমানে ভুটানের উদ্দেশ্যে রওনা হবেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। ৩০ অক্টোবর থেকে ২ নভেম্বর পর্যন্ত ভুটানে তাঁর সফর করার কথা ছিল। ভুটানের রাজার সঙ্গে দেখা করার কথা রয়েছে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর। অন্যদিকে, এদিন ভুটানের রাজা দিল্লি থেকে ভুটান ফিরছিলেন কিন্তু আবহাওয়া খারাপ থাকায় তাঁর বিমানও বাগডোগরায় অবতরণ করতে বাধ্য হয়। ঘণ্টাখানেক বাগডোগরায় অপেক্ষা করতে হয়। এরপর আবহাওয়া অনুকূল হলে ভুটানের উদ্দেশে রওনা হয় তাঁর বিমান।

'বিস্ময়কর মহাকাশ'

কোচবিহার, ৩০ অক্টোবর : মহাকাশ বিজ্ঞান নিয়ে পড়ুয়াদের উৎসাহ বাড়াতে কোচবিহারে এক আলোচনা সভায় অংশ নিলেন জ্যোতির্বিজ্ঞানী দেবীপ্রসাদ দুয়ারি। আলোচনার পাশাপাশি তিনি পড়ুয়াদের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। বিজ্ঞান ভারতীর কোচবিহার শাখার উদ্যোগে 'বিস্ময়কর মহাকাশ' শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় কোচবিহার রবীন্দ্র ভবনে। জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছয়শো-র বেশি পড়ুয়া এই অনুষ্ঠানে অংশ নেয়। প্রায় আড়াই ঘণ্টার এই অনুষ্ঠানে দর্শকাসন ছিল কানায় কানায় ভর্তি। সংগঠনের কোচবিহার জেলার কোঅর্ডিনেটর পলাশ নন্দী বলেন, 'আমরা জেলার পড়ুয়াদের মহাকাশ সম্পর্কে জানার সুযোগ দিতে চেয়েছিলাম। প্রায় সব স্কুলের পড়ুয়াই আলোচনাচক্রে এসেছে। এ ধরনের অনুষ্ঠান করতে পেরে আমরা খুশি।'

স্কুলের ভাঙা দেওয়ালের ইট নিলেন পড়শিরা

প্রথম পাতার পর

তবে গ্রামবাসীরা ইটগুলো বিদ্যালয়ের মধ্যে রাখলে ভালো করতেন।' তিনি এই ঘটনার বিষয়ে দিনহাটা থানায় লিখিত অভিযোগ দাখিল করবেন।

তবে এর আগেও গত ২৮ জুন উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত হয়েছিল এই বিদ্যালয়ের মাঠে ধান ঝাড়াই থেকে শুরু করে গাড়ি রেখে মাঠ দখলের খবর। এবার বিদ্যালয়ের ক্লাসরুমের ইট খুলে নিয়ে যাওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে গ্রামবাসীদের ক্ষোভ আরও বেড়েছে। গোসানিমারি সার্কেলের এসআই সুদীপ মজুমদার বলেন, 'ঘটনার খবর পেয়েছি। প্রধান শিক্ষক লিখিত অভিযোগ জানালে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।'

বিদ্যালয় চলাকালীন সময়ে এই ধরনের ঘটনা সামনে আসায় শিক্ষা মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। গ্রামের সচেতন বাসিন্দারা বলছেন, বিদ্যালয়ের সম্পত্তি রক্ষার দায় শুধু সরকারের নয়, গ্রামের প্রতিটি মানুষেরও। বিদ্যালয় যদি গ্রামবাসীদের হয়, তবে তার সুরক্ষার দায়িত্বও তাঁদেরই নিতে হবে।

ব্যাটে রূপকথা

প্রথম পাতার পর

ঘরের মেয়ে জেমিমা রডরিগেজ (অপরাজিত ১২৭) চিরস্মরণীয় ইনিংস খেললেন। নিটফল, ৯ বল হাতে রেখে সেমিফাইনালে অজিদের ৫ উইকেটে হারিয়ে ৮ বছর পর ওডিআই বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠলেন ভারতের মেয়েরা। শুধু তাই নয়, মহিলাদের ওডিআইয়ে সর্বাধিক রানতাড়া করেও জিতল ভারত।

এদিন দুপুর ২টায় সম্প্রচারের শুরুতেই প্রি-ম্যাচ শোয়ের অ্যাঙ্কর বলে উঠলেন, 'আজ ১৪০ কোটি ভারতীয় দেশের মেয়েদের পাশে আছে। সবাই প্রার্থনা করুন। কারণ প্রার্থনার জোর অনেক।' কিন্তু টস ভাগ্য এদিন হরমনপ্রীতের সঙ্গ দেয়নি। তবে ভারতীয় দল টসে হেরে ফিল্ডিংয়ে নামার আগে দারুণ একটি দৃশ্য দেখা গেল। টিম ইন্ডিয়ার হাডলে পেপটক দিচ্ছে বছর দশেকের একটি বাচ্চা মেয়ে! এরকম ঘটনা অনেক সময় গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে একটা দলকে বাড়তি উদ্বুদ্ধ করে।

ক্রান্তি গৌড় অজি অধিনায়ক অ্যালিসা হিলিকে (৫) তুলে নেওয়ায় শুরুটা ভালো করেছিল ভারত। যার ফলে তৃতীয় ওভারে হরমনপ্রীতের হাত থেকে হিলির ক্যাচ গলে যাওয়া ভারতকে বেশি ভোগায়নি। কিন্তু হিলি ফেরার পরই অ্যালিস পেরিকে (৭৭) নিয়ে খেলা ধরে নেন ওপেনার ফোয়েবি লিচফিল্ড (১১৯)। বাংলাদেশ ম্যাচের একাদশে তিনটি পরিবর্তন করে ভারত। প্রতীকা রাওয়াল, উমা ছেত্রী ও হার্লিন দেওলের বদলে দলে আসেন যথাক্রমে শেফালি ভার্মা, রিচা ঘোষ এবং ক্রান্তি। ফলে ষষ্ঠ বোলারের বিকল্প তৈরি হয় ভারতের।

লিচফিল্ডের দাপটে অবশ্য ৩০ ওভার পর্যন্ত ম্যাচে অনেকটাই পিছিয়ে ছিল হরমনপ্রীত ব্রিগেড। তবে ফিরতি স্পেলে নাল্লাপুরেড্ডি শ্রী চরণি (৪৯/২), দীপ্তি শর্মারা (৭৩/২) ছন্দ পাওয়ায় অস্ট্রেলিয়া ৩৩৮-এর বেশি এগোতে পারেনি।

ব্যাটিং সহায়ক পিচে ভারতের শুরুটা অবশ্য ভালো হয়নি। দ্বিতীয় ওভারে ফিরে যান শেফালি (১০)। সহ অধিনায়ক স্মৃতি মান্ধানার থেকে অবশ্য মিদাস টাচ পাওয়া যাচ্ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য, ২৪ রানের মাথায় কিম গার্থের লেগসাইডের বলে খোঁচা মেরে বসেন তিনি। ৫৯/২ হয়ে যাওয়ার পর দলকে টানেন হরমনপ্রীত (৮৯) ও জেমিমা। ১৬৭ রানের জুটিতে আস্কিং রেটের বিষদাঁত অনেকটাই ভোঁতা করতে সক্ষম হন তাঁরা। সঙ্গে ছিল শিশিরের বন্ধুত্ব। ভাগ্যের সাহায্যও পান জেমিমা। ৮২ রানে তাঁর লোপ্পা ক্যাচ মিস করেন হিলি। ১০৬ রানের মাথায় জেমিমার সহজ ক্যাচ ফেলে দেন তাহিলা ম্যাকগ্রাথ।

হরমনপ্রীত আউট হওয়ার সময় ভারতের জয়ের জন্য লাগত ৮৮ বলে ১১৩ রান। সাজানো মঞ্চ খারাপ হতে দেননি জেমিমা। রিচাও (২৬) তাঁকে সাহায্য করেন। শেষপর্যন্ত জেমিমার পরিশ্রমকে কুর্নিশ জানিয়ে জোড়া চারে জয় সম্পূর্ণ করেন আমনজ্যোৎ কাউর (অপরাজিত ১৫)। ভারত ৪৮.৩ ওভারে ৫ উইকেটে ৩৪১ রান তুলে নেয়।

ছাড়াল ১ লক্ষ

প্রথম পাতার পর

করা মাঝেমধ্যে কঠিন কাজ হয়ে দাঁড়ায়। এই পরিস্থিতিতে ঠিক কীভাবে পাখি গণনা করা হয়? বিভাগীয় বনাধিকারিক বলেন, 'গণনাকারীরা ৩২টি ভিন্ন প্রজাতির মোট ১০৯৩টি গাছের পাখির বাসার হিসেব করে পরিযায়ীদের সংখ্যা বের করেছেন।' সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, বাসা বাঁধতে পছন্দের গাছ হিসেবে পরিযায়ী পাখিগুলি শিমুল, জারুল ও পিটালি গাছকে মূলত পছন্দের তালিকায় রেখেছে। গ্লসি আইবিসকে এই পক্ষীনিবাসে নতুন প্রজাতির পরিযায়ী পাখি ধরা হয়। গতবার এই পাখির সংখ্যা ছিল ২১৫। এবারে সেই সংখ্যা বেড়ে ১৫০৬ হয়েছে। যেভাবে গোটা গণনা প্রক্রিয়া চালানো হয়েছে তাতে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম বলে রায়গঞ্জ ইউনিভার্সিটি কলেজের প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক তথা পক্ষীপ্রেমী দিলীপ দে সরকারের দৃঢ় বিশ্বাস।

এসআইআর নিয়ে

প্রথম পাতার পর

সেখানকার অনেক বাসিন্দার মেয়ের বিয়ে হয়েছে ২০১৫ সালের আগেই। তাঁদের কাছে বাবা-মায়ের সেই সময়ের কোনও নথি নেই। ফলে এসআরআই হলে তাঁদের নাম বাদ পড়বে কি না তা বুঝতে পারছেন না তাঁরা। দিনহাটা-২ ব্লকের সাবেক ছিটমহল পোয়াতুরকুঠির বাসিন্দা সাহেব আলির কথা, 'যে মেয়েদের আগেই বিয়ে হয়ে গিয়েছে তাঁদের কাছে তো কোনও নথিই নেই। তাঁদের কী হবে? আমরা এসব নিয়ে খুব চিন্তায় আছি।' একই সুরে জমসের আলি মিয়াঁর কথা, 'সরকার আমাদের বিষয়টি বিকল্প কোনও উপায়ে দেখুক। ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় আমাদের কারও নাম নেই। কারণ, ২০১৫ সালে ছিটমহল বিনিময়ের পর আমাদের ভোটার কার্ড হয়েছে।'

২০১৫ সালের ৩১ জুলাই মধ্যরাতে ১৬২টি ছিটমহল বিনিময় হয়। ১৬ হাজারেরও বেশি মানুষ তাঁদের স্থায়ী পরিচয় পান। ভারত ও বাংলাদেশ সরকার উদ্যোগী হয়ে তাঁদের নাগরিকত্ব দেন। তবে এসআইআর হলেও সাবেক ছিটবাসীদের কোনও সমস্যা হবে না বলেই দাবি করেছেন ছিটমহল বিনিময়ের আন্দোলনের অন্যতম মুখ তথা বিজেপি নেতা দীপ্তিমান সেনগুপ্ত। তাঁর কথায়, 'যারা জন্মসূত্রে ভারতীয় তাঁদের ক্ষেত্রে ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম থাকা প্রয়োজন। তবে সাবেক ছিটবাসীরা জন্মসূত্রে নয়, ছিটমহল বিনিময়ের সময় নিজেরা পছন্দ করে এদেশের নাগরিকত্ব নিয়েছিলেন। তাই তাঁদের ক্ষেত্রে ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম থাকা বাধ্যতামূলক নয়। এসআইআরের সময় এই বাসিন্দারা নিজেরা একটি হলফনামা জমা করবেন, যেখানে লেখা থাকবে তাঁরা ছিটমহল বিনিময়ের সময় এদেশের নাগরিক হয়েছেন। তাহলেই আর সমস্যা হবে না।' তবে দীপ্তিমানবাবু এরকম দাবি করলেও প্রশাসনের তরফে এবিষয়ে কিছু না জানানোয় বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেই।

বুধবার সর্বদলীয় বৈঠকের পর বিজেপির বিধায়ক মালতী রাভা বলেছেন, 'সাবেক ছিটমহলবাসীদের যাতে কোনও সমস্যা না হয় সে বিষয়ে জেলা শাসককে বলা হয়েছে। তিনি বিষয়টি নোট করে নিয়েছেন।' একই কথা জানিয়েছেন ফরওয়ার্ড ব্লকের জেলা সভাপতি দীপক সরকারও।

কালচারে স্বাদবদল

প্রথম পাতার পর

স্বাদ বাদে বাকি সব খাবারের মান নীচে নেমেছে। কফি তো সাধারণ দোকানগুলোর থেকেও খারাপ। দেখলাম, কিছু নতুন ক্যাফে খুলেছে। সেখানকার স্বাদ বেশ ভালোই।'

১৯১১ সালে সুইডেনের ব্যবসায়ী এডওয়ার্ড কেভেনটার ক্যাফেটেরিয়াটি শুরু করেছিলেন। এরপর ১৯৭০ সালে 'ঝা' পরিবারের হাতে হস্তান্তর হয়। বর্তমানে রাহুল ঝা ক্যাফের কর্ণধার। ইংলিশ প্ল্যাটার থেকে চিকেন স্যান্ডউইচ, চিজ অমলেট থেকে কফি- খাবারের প্রচুর বিকল্প। একসময় ভোর থেকে লাইন পড়ত ওই ক্যাফেটেরিয়ার সামনে। ভরা মরশুমে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতেন দেশ-বিদেশের পর্যটকরা। ১৮৮৫ সাল থেকে একইরকমভাবে রাজত্ব করে আসছিল গ্লেনারিজ। ব্রিটিশ ব্যবসায়ীর হাত ধরে পত্তন হলেও এখন এডওয়ার্ড পরিবার দায়িত্ব সামলাচ্ছে।

এই দুই সংস্থাকে এবার টেক্কা দিচ্ছে স্থানীয় ছোট ছোট ক্যাফে। মেনু কার্ডে প্রায় একই খাবার। কফি, স্ন্যাক্সে বৈচিত্র্য। সঙ্গে থাকছে বেকারি আইটেমও। অধিকাংশ জায়গায় তুলনামূলক কম খরচ। স্বাদে মন না ভরায় অনেকেই নতুন ঠিকানায় ঢুঁ মারছেন। সেখানে মন মজলে পরের ট্যুরে 'টু ডু'র তালিকায় বদল হচ্ছে ক্যাফেটেরিয়ার নাম। পরামর্শ যাচ্ছে বন্ধু, স্বজনদের কাছেও।

গত রবিবার ছুটির দিনে পাহাড় ভিড়ে ঠাসা হলেও সকাল দশটায় নেহরু রোডের ক্লাব সাইডের সেই বিখ্যাত ক্যাফে দুটোতে কোনও লাইন চোখে পড়েনি। দার্জিলিং ম্যাল থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে থাকা বেকারির বাইরে পর্যটকরা ছবি তুলতে ভিড় করলেও খাবার জায়গায় স্থানীয়দের উপস্থিতি বেশি নজরে এল।

কারচুপির তত্ত্ব

প্রথম পাতার পর

আলিপুরদুয়ার কেন্দ্রের মাঝেরডাবরিতে ভোটার তালিকায় এক বিএলও-র বাবা-মা ও ভাইয়ের নামও বাদ চলে গিয়েছে।

কুণালের অভিযোগ, 'বিজেপির অফিসে বসে নামগুলি বাদ দেওয়া হয়েছে। কমিশন সেটাই আপলোড করেছে। অনেক হিন্দু ভোটারের নামও বাদ গিয়েছে। সাইলেন্ট রিগিং চলছে।' মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল এই অভিযোগ কিন্তু একেবারে অস্বীকার করেননি। তাঁর যুক্তি, বেশকিছু জেলায় ২০০২-এর ভোটার তালিকার পুরোটা পাওয়া যায়নি। সেইসব ক্ষেত্রে ২০০৩-এর খসড়া তালিকাকে ভিত্তি ধরা হয়েছে।'

তাছাড়া সীমানা পুনর্বিন্যাসের ফলে অনেক জায়গায় বুথের অস্তিত্ব মুছে যাওয়ায় কিছু অসংগতি থাকতে পারে বলে মেনে নিয়েছেন মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক। একের পর এক আত্মহত্যাও ভোটার তালিকায় কারচুপির অভিযোগকে আরও হাওয়া দিচ্ছে। ইলামবাজারে গলায় ফাঁস দিয়ে মৃত ক্ষিতীশের পরিবারের দাবি, দীর্ঘদিন আগে তিনি বাংলাদেশ থেকে এসেছিলেন। বেশ কয়েকবার ভোটও দিয়েছেন। কিন্তু ২০০২ সালের তালিকায় নাম না থাকায় বাংলাদেশে ফিরতে হবে ভেবে আতঙ্কিত ছিলেন।

এই ঘটনাকেও চটজলদি বিজেপি ও নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে হাতিয়ার করেছে তৃণমূল। খোদ দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সমাজমাধ্যমে কড়া ভাষায় লেখেন, 'বিজেপির ভয়, বিভাজন ও ঘৃণার রাজনীতির মর্মান্তিক পরিণতি। রাজনৈতিকভাবে সৃষ্ট এই মৃত্যুর দায় কি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নেবেন? সত্যটা স্বীকার করার সৎ সাহস কি আছে বিজেপির?'

যদিও তিনি ঘোষণা করেন, 'আমরা থাকতে একজন বৈধ নাগরিকেরও নাম বাদ দিতে দেব না। মানুষের অধিকার রক্ষায় শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত লড়ব।' বিজেপি অবশ্য প্রত্যেকটি আত্মহত্যার অভিযোগ নিয়ে সংশয় প্রকাশ করছে। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'রাজ্যে যেখানে যত লোক মারা যাবেন, তাঁদের ধরে এনে এনআরসি, সিএএ-র জন্য আত্মহত্যা করছেন বলে তৃণমূল প্রচার করবে। কিন্তু তাতে কাজ হবে না। আমি চ্যালেঞ্জ করছি, পানিহাটির মৃতের নামে যে সুইসাইড নোট দেখানো হচ্ছে, তা সেন্ট্রাল ফরেন্সিকে পাঠানো হোক সত্যতা যাচাইয়ের জন্য। পাশাপাশি আদালতের নজরদারিতে নিরপেক্ষ তদন্ত হোক।'

দিনহাটায় বিষপানে অসুস্থ খাইরুল শেখের শারীরিক অবস্থা বৃহস্পতিবার ছিল উদ্বেগজনক। তিনি এমজেএন মেডিকেল কলেজে আইসিইউয়ে ভেন্টিলেশনে চিকিৎসাধীন। মেডিকেলের অধ্যক্ষ নির্মলকুমার মণ্ডল বলেন, 'চিকিৎসকরা নিয়মিত ওঁর স্বাস্থ্যের উপর নজর রাখছেন।' ২০০২-এর তালিকা ও ভোটার কার্ডে নামের বানানে অমিল থাকায় তিনি আতঙ্কে বিষপান করেছিলেন বলে বুধবার নিজেই জানিয়েছিলেন।

হাসপাতালে এখন তাঁকে দেখতে তৃণমূল নেতাদের ভিড় লেগে আছে। বৃহস্পতিবার রাতে উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ গিয়ে খোঁজখবর নেন। সকালে তৃণমূল মুখপাত্র পার্থপ্রতিম রায়। এই নিয়ে বিজেপির কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ বর্মনের দাবি, 'তৃণমূল রাজনীতি করার জন্য বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে।'

পালটা উদয়ন বলেন, 'বিজেপি বারবার বলছে, বহু ভোটারের নাম বাদ যাবে। সেজন্য সাধারণ মানুষ আতঙ্কিত হয়ে পড়ছেন। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ অনুযায়ী পানিহাটিতে বৃহস্পতিবার তৃণমূল 'জাস্টিস ফর প্রদীপ কর' স্লোগান দিয়ে মিছিল করে। অন্যদিকে, বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষের মন্তব্য, 'যে মানুষটি আত্মহত্যা করেছেন, তাঁর হাতে কী করে সুইসাইড নোট থাকতে পারে?' তাঁর অভিযোগ, 'জানলা খোলা ছিল। বাইরে থেকে কেউ ঢুকে মৃতের হাতে সুইসাইড নোট গুঁজে দিয়েছে।

অন্যদিকে, ইলামবাজারে মৃত ক্ষিতীশের বাড়িতে গিয়ে বৃহস্পতিবার তাঁর পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন অনুব্রত মণ্ডল সহ বীরভূমের বিভিন্ন তৃণমূল নেতারা। একইদিনে বাংলায় বুথ লেভেল এজেন্টদের (বিএলএ) সঙ্গে বৈঠক করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার তিনি দলের মন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়ক, ব্লক স্তরের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠকও করবেন।

বুধবার পানিহাটিতে গিয়ে অভিষেক বিজেপি ও নির্বাচন কমিশনকে চ্যালেঞ্জ ছুড়েছিলেন। রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি সুকান্ত মজুমদার পালটা বৃহস্পতিবার বলেন, 'উনি এসআইআরের কিছুই জানেন না। তাই উলটোপালটা বকছেন। রাজনীতিতে পড়াশোনা জানা লোক দরকার। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কি এসআইআর পড়েছেন।'

সুকান্তর পালটা অভিযোগ, 'এসআইআর হলে ডায়মন্ড হারবার সহ গোটা বাংলায় ভুয়ো ভোটারদের নাম বাদ যাবে বলে তৃণমূলের এত আতঙ্ক।'

বন্যা বইবে নাটক আর সংলাপের

প্রথম পাতার পর

দুজনের সম্পর্ক মোটেই ভালো নয়। তবে মজা হল, একজন যখন উলটোপালটা বলে থাকেন, অন্যজন চুপ করে থাকেন। এখন যেমন বংশীবদনের বলার পালা। তৃণমূলকে জানান দিচ্ছেন, আমি আছি, আমাকে ভুললে চলবে না। নগেন যেমন মাঝে বিজেপিকে বোঝাচ্ছিলেন, আমাকে হেলাফেলা কোরো না বাবা।

এঁরা কোচবিহারে রাজবংশীদের ভুল বোঝাতে ওস্তাদ। হুমায়ুন যেমন মুর্শিদাবাদে মুসলিমদের বোকা বানাচ্ছেন, ব্যারাকপুরের অর্জুন সিং যেমন বোকা বানান সেখানকার হিন্দিভাষীদের। অর্জুনের বলে বলীয়ান অনেক তরুণ আবার পুলিশকে হুমকি দিয়ে থাকেন সেখানে।

আসলে হিন্দু এবং মুসলিম, দুই ধর্মের মানুষদের বোকা বানানোর মতো প্রচুর নেতা আছেন এই রাজ্যে। সংখ্যাটা গত পাঁচ বছরে বেড়েছে চোখে পড়ার মতো। যত নির্বাচন এগোবে, ততই এঁদের আরও উদয় হবে। এঁরা আবার নিজের সম্প্রদায়ের মেসাইয়া হিসেবে তুলে ধরবেন বেশি করে।

সল্টলেকের প্রাক্তন মেয়র সব্যসাচী দত্তও কি ওই ধরনের মেসাইয়া ভাবেন নিজেকে? তিনিও তৃণমূল-বিজেপি যাতায়াত করতে করতে হুমায়ুনসুলভই হুংকার দেন মাঝে মাঝে। তখন মনে হয়, তিনি দলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির বাইরে। ভোট এলে তাঁরও গলার আওয়াজ বাড়বে। সংলাপও।

সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাবার্তাতেও মাঝে মাঝে এমন বেপরোয়া সংলাপ ঘুরেফিরে আসে, আসে দিলীপ ঘোষের কথাতেও। যদিও দুজনের কেউ অন্তত দল ছাড়ার কথা বলেন না।

শুধু নেতারাই যে এই তালিকায় থাকবেন, তা নয়। অভিনেতারাও আছেন। হিসেব বদলও চলবে।

ক'দিন আগে দেখলাম অভিনেত্রী সোহিনী সরকার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের সঙ্গে এক অনুষ্ঠানে হাসিমুখে। বাম মনোভাবসম্পন্ন সোহিনী আরজি করের ঘটনার সময় অনেক বৈপ্লবিক, মিডিয়া কাঁপানো কথা বলেছিলেন। হিন্দুত্ববাদের অন্যতম মুখ সুকান্তের সঙ্গে তাঁর সহাস্য সহাবস্থান নিয়ে প্রশ্ন উঠবেই। উঠছেও।

রাত দখলের লড়াইয়ের সময় রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সরব কিছু অভিনেত্রী আস্তে আস্তে আবার নানা ছুতোয় তৃণমূল হাইকমান্ডের কাছে যাওয়ার চেষ্টায়। কেউ মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসকে ভাইফোঁটা দিতে ছুটেছেন, কেউ আলিঙ্গন করছেন তাঁকে। কেউ রেড রোডে দুর্গাপুজোর কার্নিভালে সোচ্চারে হাজির। জানেন, টালিগঞ্জের অভিনয় বৃত্ত বিশ্বাস ভাইদেরই দখলে। আদালতে গিয়েও কোনও লাভ হয়নি অজ্ঞাত কারণে। তার মধ্যে বাংলা ছবির বাজার অতি খারাপ। বহু ঢাকঢোল পিটিয়েও পুজোর বাজারে একটি ছবিও বাণিজ্যসফল নয়।

অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মতো তথাকথিত সুশীল সমাজও জল মাপার খেলায় ব্যস্ত। আপাতত অধিকাংশই চুপ। সম্প্রতি কৌশিক সেন বলেছেন, 'বিজেপি সবচেয়ে বিপজ্জনক দল। তৃণমূল সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত দল। সিপিএম আর কংগ্রেস বিভ্রান্তির মধ্যে থাকে। ওরা দিশেহারা। সারাবছর একে অন্যের যোগাযোগ নেই ভোটের সময় জোট বাঁধে।' সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁকে এর জন্য ট্রোলের সামনে পড়তে হয়েছে বহুবার। সব পার্টির ভক্তদের কাছে।

এই সত্যি উপলব্ধিটা সাংস্কৃতিক জগতের কেউ স্পষ্ট করে বলেননি এতদিন। ভয়ে, বিতর্ক এড়াতে। এর মাঝে চাপা পড়ে গিয়েছে কৌশিকের আসল কথাটা। 'এই চারটে পার্টির মধ্যে মানুষকে বিবেচনা করে বেছে নিতে হচ্ছে। বোঝাই যায়, মানুষ কতটা খারাপ আছে। আমাদের কাছে কোনও অপশন নেই, তার ছাপ শিল্পেও পড়েছে।'

তারই প্রতিফলন হয়তো দেখি স্বরূপ বিশ্বাসের সঙ্গে কিছু প্রযোজকের বৈঠকে বাংলা সিনেমার মুক্তির বিশেষ দিন ঘোষণায়। সাংবাদিক সম্মেলনে স্বরূপ বাদে বাকিরা যেন বালক! প্রশ্ন হচ্ছে, সিনেমা তো ব্যক্তিগত সৃষ্টি, আমি কেন যখন-তখন সিনেমা করতে পারব না? এবার কি বই প্রকাশের জন্য এরকম বিশেষ দিন তৈরি করে দেবেন কোনও 'সরকারি স্বরূপ'? লেখকরাও সেটা মেনে নেবেন দিব্যি সুবোধ বালক হয়ে?

কৌশিক যেটা বলছিলেন! শিল্পেও এসবের ছাপ পড়েছে, রাজনীতিতেও পড়েছে।

বারবার দল বদল করা ধান্দাবাজ লোকও তাই ভক্তদের কাছে ভগবান। মানুষই তো তাঁকে ভোটে জেতাচ্ছে। বাংলার বহু ভোটারের কাছেও আদর্শ, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, দুর্নীতি, বেলাগাম কথাবার্তা, দলবদল মূল্যহীন। এবং সেই কারণে হুমায়ুন থেকে নগেন-বংশীবদনরা অকুতোভয়।

ভোটের মুখে এঁরা আরও অকুতোভয় হয়ে উঠবেন নিত্যনতুন হাস্যকর সংলাপে।

বাগানের থেকে এগিয়ে নামছে ইস্টবেঙ্গল

সুপার কাপ সেমিফাইনালের লক্ষ্যে

মারগাঁও, ৩০ অক্টোবর : অ্যাডভান্টেজ ইস্টবেঙ্গল। মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের বিপক্ষে দরকার মাত্র একটাই গেম পয়েন্ট।

সুপার কাপের কলকাতা ডার্বির চিত্রটা খানিকটা যেন টেনিস ম্যাচের স্কোরের মতো। বহুকাল বাদে পরপর দুই টুর্নামেন্টে মোহনবাগানের থেকে এগিয়ে মাঠে নামছে ইস্টবেঙ্গল। আইএফএ শিল্ডেও ম্যাচ শুরুর আগে পর্যন্ত এগিয়েই ছিল অস্কার ব্রুজোঁর দল। যদিও পরে টাইব্রেকারে হেরে ট্রফি খোয়াতে হয় সেই মুহূর্তে মানসিকভাবে পিছিয়ে থাকা মোহনবাগানের কাছে। যার জ্বালা এখনও অস্কার ভুলতে পারেননি বলেই মনে হল। নাহলে কোন কোচ বলেন যে, 'আইএফএ শিল্ড ফাইনালেও আমরা বেশি ভালো খেলেছি। ম্যাচটা নিয়ন্ত্রণ করি ও এখন সবাইকে বোঝাতে পারছি যে এদেশের বড় দলগুলির সঙ্গে আমাদের বিশেষ পার্থক্য নেই।' খাতায়-কলমে এবারও পিছিয়েই নামছে মোহনবাগান। তাদের জিততেই হবে মানসিক চাপকে সঙ্গী করে। ডেম্পো স্পোর্টস ক্লাব যদি পাঁচ গোলের ব্যবধানে না জিততে পারে তাহলে এই ম্যাচে ইস্টবেঙ্গলের ড্র করলেই চলবে। যদিও সবুজ-মেরুন কোচ হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা বলছেন, 'দেখুন আজ যদি আমরা ডেম্পোর বিপক্ষে জিতে থাকতাম এবং ম্যাচটা আমাদের ড্র করতে হত তাহলেও কিন্তু আমরা জয়ের লক্ষ্যেই নামতাম। কারণ ডার্বি মানেই সমর্থকদের জয়ের আবদার। আপনারা জানেন না, শিল্ড ফাইনালে জেতার পর যখন আমি সাংবাদিক সম্মেলন করতে যাচ্ছি তখন কয়েকজন সমর্থক আমাকে ঘিরে ধরে বলছেন, কোচ আমাদের কিন্তু সুপার কাপ ডার্বি জিততেই হবে। ভাবুন, ওরা তখন জয়ের আনন্দ ছেড়ে পরের ডার্বি নিয়ে ভাবছে!' তাই যুগ যুগ ধরে ডার্বি মানেই অন্য খেলা। সমর্থকদের জয়ের আবদার।

এই কারণেই আয়োজকরা এখন ড্রয়ের নামে এই দুই দলকে এক গ্রুপে রেখে একটা ম্যাচ খেলিয়ে নেন প্রতিটি টুর্নামেন্টে। নানা কারণে অনেকের অপছন্দের হলেও কলকাতার এই দুই প্রধান আজও ভারতীয় ফুটবলে একমাত্র বিক্রিয়োগ্য পণ্য। কিন্তু সুপার কাপটা গোয়াতে করে সম্ভবত সেখানেও পেরেক পুঁতেছেন এআইএফএফ কর্তারা। গোয়ার মানুষ এখন আর ফুটবলে বাঁচেন না। জাতীয় দলের খেলা, এফসি গোয়ার আইএসএল কী এই সুপার কাপের ম্যাচেই লোক হচ্ছে না তো কলকাতা ডার্বি দেখতে কারা আসবেন? টিকিটের চাহিদা আছে বলে তো মনে হল না। ইস্টবেঙ্গল কর্তাদের আসার খবর থাকলেও মোহনবাগানের নেই। সমর্থকরা আসুন বা নাই আসুন, দুই দলই মরিয়া হয়ে মাঠে নামবে। ব্রুজোঁ চেষ্টা করবেন তাঁর প্রথম ট্রফিটা উপহার দিতে। নাহলে এবার তাঁকে নিয়ে প্রশ্ন উঠবে। একই অবস্থা মোলিনারও। গুচ্ছের তারকা নিয়েও এবার গত পাঁচ-ছয় বছরের সেই ঝাঁঝটা কিছুতেই আনতে পারছেন না। ফুটবলাররা যদি ফিট না হন সেই দায় তো তাঁর উপরেও বর্তায়। ডেম্পো ম্যাচের হতশ্রী পারফরমেন্সের পর বিস্তর চটেছেন সুপার জায়েন্টের বড় কর্তারা। হারলে অস্কার-বিদায় হোক বা নাই হোক, মোলিনা বিদায় হতেই পারে। কারণ আইএসএলের দেরি আছে। নতুন কেউ এলে সময় পাবেন।

আগের ম্যাচে একাধিক পরিবর্তন করে দলকে ডুবিয়েছেন মোলিনা। উলটোদিকে মাত্র গুটিকয়েক পরিবর্তনেই জয় এবং আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনেন অস্কার। মোহনবাগান সম্ভবত চেন্নাইয়ান এফসি ম্যাচের দলই নামাবে। সম্ভবত ইস্টবেঙ্গলও তাই। মাঠ নিয়ে বিস্তর অভিযোগ আছে দুই কোচেরই। অস্কার বলছেন, 'এই মাঠটার অবস্থা ব্যাম্বোলিমের থেকে খারাপ। তাছাড়া ফতোরদা ছোট এবং বেশ শক্ত।' বৃষ্টির একটা পূর্বাভাস আছে ডার্বির দিন ম্যাচের সময়েই। সেটা হলে নিশ্চিতভাবেই খেলার মান পড়বে দুই দলেরই। সেক্ষেত্রে মোহনবাগান কিছুটা হয়তো এগিয়ে থাকলেও থাকতে পারে। কারণ এরকম পরিস্থিতিতে ইতিমধ্যেই এই মাঠে তাদের খেলার অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে। হয়তো এবারের ডার্বিতে এই একটা জায়গাতেই পিছিয়ে ইস্টবেঙ্গল।

ডার্বিতে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টকে ভরসা দিতে তৈরি হচ্ছেন জেমি ম্যাকলারেন। বৃহস্পতিবার।

ডার্বিতে অস্কার ব্রুজোঁর তুরুপের তাস হয়ে উঠতে পারেন মহম্মদ রশিদ।

১৩ দিনের মধ্যে দ্বিতীয়বার ডার্বিতে মুখোমুখি হচ্ছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ও ইস্টবেঙ্গল এফসি। তার আগে গোয়ায় দুই শিবিরে চোখ রাখলেন সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়।

বড় ম্যাচ উপভোগ্য সাউল-শুভাশিসের কাছে

মারগাঁও, ৩০ অক্টোবর : আয়োজকদের ক্রমাগত ডার্বি খেলানোর প্রবণতায় যতই সমর্থকদের আগ্রহ কমতে থাকুক, ফুটবলাররা কিন্তু এই একটা ম্যাচকেই নিজেদের মঞ্চ হিসাবে বেছে নিতে আগ্রহী।

এই বিষয়ে মানসিকতার কোনও পার্থক্য নেই সাউল ক্রেসপো, শুভাশিস বসুর। দুই দলের দুই অধিনায়ককেই অবশ্য বেশ হালকা মেজাজে পাওয়া গেল এই মেগা ম্যাচের আগে। তাঁদের কি মনে হয় না, এত ডার্বি খেললে এই ম্যাচের যে উত্তেজনা সেটা ক্রমশ নষ্ট হয়ে যাবে? একমত নন ক্রেসপো, 'আমার তা মনে হয় না। প্রতিটি ডার্বির আলাদা উত্তেজনা থাকে। আগের ডার্বিটা একেবারেই আলাদা ছিল। এটা আবার অন্যরকম। আর আমরা সম্পূর্ণ তৈরি ম্যাচটা খেলার জন্য। এবং মোহনবাগান সুপার জায়েন্টকে হারানোর চেষ্টা করব।' প্রশ্ন শুনে শুভাশিসের মুখে মুচকি হাসি, 'সব ফুটবলার চায় প্রচুর সংখ্যায় ডার্বি খেলতে। আমিও শুধু খেলতে নয়, বেশিসংখ্যক ডার্বি জিততে চাই। আর সমর্থকরাও অপেক্ষায় থাকে কবে এই ম্যাচটা খেলা হবে আর আমরা জিতব। এরকম একটা উত্তেজনাপূর্ণ লড়াই পাওয়া যাচ্ছে। যা খুব দরকার। এখন ইস্টবেঙ্গল খুব ভালো খেলছে। আমরাও নিজেদের সেরাটা দিচ্ছি। তাই আমরা চাইব যে এরকম প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ম্যাচ হতে থাকুক।'

চেন্নাইয়ান এফসি ও ডেম্পো স্পোর্টস ক্লাব ম্যাচের পরই বদলে গিয়েছে দুই শিবিরের পরিবেশ। যেখানে প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করছেন লাল-হলুদ ফুটবলাররা সেখানে সবুজ-মেরুন শিবির যে ফুরফুরে ভাবটা নিয়ে এখানে এসেছিল সেটা উধাও। সাউল বলেই দিলেন, 'আমরা আত্মবিশ্বাস নিয়েই মাঠে নামব। কারণ আমাদের দল দারুণ খেলছে। আমরা নিজেরাই অনুভব করতে পারছি যে আমরা ছন্দে আছি।' শুভাশিসও বলছেন জয়ের কথা। তবে তাঁর বক্তব্য হল, ড্রয়ের জন্য মাঠে নামার থেকে জয়ের লক্ষ্যে নামাটা অনেক বেশি কার্যকরী হতে পারে। তিনি বলেছেন, 'দেখুন ড্র করতে মাঠে নামার থেকে জয়ের জন্য নামাটা বেশি ভালো। আমাকে গোল করতেই হবে, এটা মাথায় রাখলে খেলা ভালো হয়। আর আমাদের সমর্থকরাও সেটাই চায়। বলতে পারেন সেমিফাইনালে যাওয়ার জন্য এটা আমাদের কাছে একটা ফাইনাল ম্যাচ। যা আমাদের জিততেই হবে।' কোচের মতোই সাউলও মনে করেন, ফতোরদার মাঠটা খানিক ছোট। যে মাঠে মোহনবাগান ইতিমধ্যেই খেলে ফেলেছে। কিন্তু এইমুহূর্তে ওসব নিয়ে না ভেবে জয়ই একমাত্র লক্ষ্য তাঁদের। স্প্যানিশ মিডিওর বক্তব্য, 'বৃষ্টি হলে মাঠটা আরও খারাপ হবে। কিন্তু আমরা এখন এসব নিয়ে ভাবছি না। বরং জয়ের কথা ভাবাই ভালো।'

একদিকে প্রথম ট্রফির দিকে এক ধাপ এগিয়ে যাওয়ার ভাবনা, অন্যদিকে দেশের সেরা দলের তকমা ধরে রাখার মরিয়া চেষ্টা। হয়তো এই একটা কারণেই শুভাশিস-সাউলদের লড়াইয়ে ফের আরও একটা ডার্বি আবারও জমে যেতে চলেছে।

সুপার কাপে আজ

ডেম্পো স্পোর্টস ক্লাব বনাম চেন্নাইয়ান এফসি	মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট বনাম ইস্টবেঙ্গল এফসি
সময় : বিকাল ৪.৩০ মিনিট **স্থান :** ব্যাম্বোলিম	**সময় :** সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট **স্থান :** ফতোরদা
সম্প্রচার : এআইএফএফ-এর ইউটিউব চ্যানেলে	**সম্প্রচার :** স্টার স্পোর্টস খেল চ্যানেল ও জিওহটস্টার

সাংবাদিক সম্মেলনে শুভাশিস বসু (উপরে) ও সাউল ক্রেসপো। ছবি : প্রতিবেদক

দুই স্প্যানিশ কোচের মস্তিষ্ক বড় ফ্যাক্টর

অনুশীলনে নজর রাখছেন অস্কার ব্রুজোঁ।

মারগাঁও, ৩০ অক্টোবর : দুই কোচই বেশ চাপে। সুপার কাপ জয়ই পারে হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা এবং অস্কার ব্রুজোঁকে লাইফলাইন দিতে।

দুইজনের মধ্যে মোলিনার সুবিধাটা হল, তিনি স্প্যানিশ ফুটবলে পরিচিতি মুখ। ফিরে যেতে হলেও ইউরোপে কাজ পাবেন। সেখানে বাংলাদেশ-নেপাল এবং এদেশের কিছু ক্লাব ছাড়া অস্কারের গ্রহণযোগ্যতা তেমন নেই। কিন্তু এই মুহূর্তে দ্বিতীয়জনই পরিস্থিতির বিচারে এগিয়ে আছেন। সুপার জায়েন্ট কর্তৃপক্ষের ধৈর্য বলে যে কিছু নেই, লোকেশ রাহুল ইস্যুতে গোটা ক্রিকেটবিশ্ব দেখেছে। শেষ পাঁচ বছরে এদেশের ফুটবল শাসন করা দলের কর্তারা নিশ্চিতভাবেই কোচকে বাড়তি সময় দেবেন না। এবার শুরু থেকেই নড়বড়ে ভাব। দল সেরাটা মাঠে উজাড় করে না দিতে পারলে সবচেয়ে আগে ফাঁসিকাঠে তোলা হয় কোচকেই। আর মোলিনা নিজেই সমালোচকদের সুবিধা করে দিয়েছেন ডুরান্ড ডার্বি, আহল এফকে, ডেম্পো স্পোর্টস ক্লাবের মতো ম্যাচগুলি নিজের দোষে হেরে বা ড্র করে। সেই কারণেই সম্ভবত এই ম্যাচে আর বাড়তি পরীক্ষানিরীক্ষার ঝুঁকি তিনি নেবেন না। অনুশীলন দেখে মনে হল, একেবারে পূর্ণ শক্তির দলই নামাতে চলেছেন। শুধু মাঝমাঠ নিয়ে খানিক ধাঁধা রেখে দিলেন। জেমি ম্যাকলারেনের পিছনে সাহাল আবদুল সামাদ নাকি জেসন কামিন্স আর বাঁদিকে লিস্টন কোলাসো না রবসন রোবিনহো, ধাঁধাটা সেই নিয়েই। আপাতত মোলিনা এবং তাঁর দলের একটাই লক্ষ্য সমর্থকদের খুশি করা। সেটাই বললেন মোলিনা, 'এই মরশুমটা এখনও সহজ বলা যাবে না। এরকম পরিস্থিতিতে আমরা সমর্থকদের জন্যই লড়ব। এবং চেষ্টা করব তাঁদের খুশি করতে।' ইতিমধ্যেই সিনিয়ার দলের মধ্যে তিনবার দেখা হয়ে গিয়েছে। তাই মোলিনার মন্তব্য, 'দুই দলই আমরা একে অপরকে ভালোভাবে চিনি। চমক বিশেষ নেই। এখন যে বেশি সুযোগ কাজে লাগাতে পারবে, সেই জিতবে।'

ব্রুজোঁর দলে সম্ভবত মোলিনার মতো ধাঁধাটুকুও নেই। তিনি হিরোশি ইবুসুকিকে বসিয়ে রেখে সম্ভবত বাকি পাঁচ বিদেশি নিয়েই শুরু করবেন। তাঁর দলের খেলা তৈরির মূল কারিগর নাওরেম মহেশ সিং এবং গোলের সামনে মারাত্মক বিপিন সিং। এই দুজনের উপরে অনেক কিছুই নির্ভর করছে। এঁদের কাজে লাগিয়ে অস্কার চাইবেন শুরুতেই প্রতিপক্ষের উপর গোল চাপিয়ে দিতে। কারণ মোহনবাগানে গোল করার লোক অনেক বেশি সেকথা মাথায় রাখছেন বলে নিজেই জানালেন, '৮ বা ৮০ মিনিট যখনই গোল পাই না কেন, আমাদের শেষ মিনিট পর্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে। কারণ মোহনবাগানে যে কেউ তখন তখন গোল করে দিতে পারে। আমাদের হয়তো ড্র করলেই চলবে কিন্তু আমরা জয়ের কথাটাই মাথায় রাখছি।'

শুধু ফুটবলাররা নয়, এই ম্যাচে চিরকালই কোচেদের মস্তিষ্কও ফ্যাক্টর হয়েছে। দুই স্প্যানিশ ট্যাকটিশিয়ান এবার কে কাকে টক্কর দিতে পারেন তার উপরেও নির্ভর করবে ডার্বির ফলাফল।

সাংবাদিক সম্মেলনে ফুরফুরে মেজাজে হোসে মোলিনা।

অনুশীলনে চোট পেয়ে প্রয়াত অজি ক্রিকেটার

মেলবোর্ন, ৩০ অক্টোবর : এগারো বছর পর ফিল হিউজেসের দুঃখজনক স্মৃতি ফিরে এল ক্রিকেট দুনিয়ায়। ঘাড়ে বলের আঘাত পেয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন অস্ট্রেলিয়ার ১৭ বছরের ক্রিকেটার বেন অস্টিন।

মঙ্গলবার মেলবোর্নের ফ্রন্টি গালি ক্রিকেট ক্লাবে অনুশীলনের সময় ঘাড়ে বলের আঘাত পান বেন। তখন তিনি হেলমেট পরে থাকলেও কোনও 'নেক গার্ড' ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে বেনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকরা আপ্রাণ চেষ্টা করলেও বৃহস্পতিবার মারা যান এই অজি ক্রিকেটার। ঠিক একইভাবে হিউজেসও ২০১৪ সালে সিন অ্যাবটের বাউন্সারে মাথায় চোট পেয়ে মারা যান।

ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার পক্ষ থেকেও শোকপ্রকাশ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার ভারত ও অস্ট্রেলিয়া মহিলা বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে বেনের স্মৃতিতে দুই দলের ক্রিকেটাররা কালো আর্মব্যান্ড পরে খেলতে নামেন।

এদিকে বেনের বাবা জেস অস্টিন অবশ্য দুর্ঘটনার সময় যিনি নেটে বেনকে বল করছিলেন, সেই ক্রিকেটারের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন।

১৭ বছরেই থেমে গেল বেন অস্টিন।

চোট নিয়ে আশ্বস্ত করলেন শ্রেয়সই

সিডনি, ৩০ অক্টোবর : আগের থেকে ভালো আছেন।

ক্রমশ সুস্থ হয়ে উঠছেন। ক্রিকেটপ্রেমীদের এই সুখবর দিয়েছেন স্বয়ং শ্রেয়স আইয়ার। চোটের পর প্রথমবার প্রতিক্রিয়ায় নিজের চোট নিয়ে আশ্বস্ত করেছেন ভারতীয় ওডিআই দলের সহ অধিনায়ক। পাশাপাশি সামাজিক মাধ্যমে করা পোস্টে কঠিন সময়ে পাশে থাকার জন্য সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

তৃতীয় ওডিআই ম্যাচে ফিল্ডিংয়ের সময় পাঁজরে চোট। আঘাত লাগে প্লীহাতে। শরীরের ভিতরে রক্তক্ষরণের ফলে আশঙ্কা তৈরি হয়। ২৪ ঘণ্টা পর্যবেক্ষণে রাখতে আইসিইউতে ভর্তি ছিলেন কয়েকদিন। আপাতত আইসিইউ থেকে জেনারেল বেডে। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড, চিকিৎসকরাও জানিয়েছেন, শ্রেয়সের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল।

আজ সেই কথাই জানালেন ভারতীয় মিডল অর্ডার ব্যাটার। সামাজিক মাধ্যমে শ্রেয়স লিখেছেন, 'বর্তমানে আমি চিকিৎসা প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছি। প্রতিদিনই সুস্থ হয়ে উঠছি। কঠিন সময়ে প্রচুর শুভেচ্ছা, সমর্থন পেয়েছি। আমার কাছে যার গুরুত্ব অপরিসীম। পাশে থাকার জন্য প্রত্যেকের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। ধন্যবাদ সবাইকে।'

অপরদিকে, বুধবারই সিডনিতে পৌঁছে গিয়েছে শ্রেয়সের পরিবারও। সিডনিতে পা রেখে সোজা হাসপাতালে। শ্রেয়সের সঙ্গে লম্বা সময় কাটান পরিবারের সদস্যরা। সেই ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে শ্রেয়সের সুস্থতার খবর সবার সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন শ্রেয়সের বোন শ্রেষ্ঠা আইয়ার।

সিডনি পৌঁছোল পরিবার

তৃতীয় ওডিআই ম্যাচে হর্ষিত রানার বলে অ্যালেক্স ক্যারির ক্যাচ ধরে মাটিতে পড়ার সময় পাঁজরে চোট পান। শরীরের ভিতরে রক্তক্ষরণও হয়। চিকিৎসকদের কথায়, এই ধরনের চোট খুব বিরল। তবে চিন্তার কিছু নেই। সূর্যকুমার যাদব জানিয়েছিলেন, টি২০ সিরিজ শেষে শ্রেয়সকে নিয়েই দেশে ফিরতে চান। বোর্ড বা মেডিকেল টিমের তরফে অবশ্য এখনও এই ব্যাপারে কিছু জানানো হয়নি। একইভাবে চোট সারিয়ে কবে শ্রেয়স মাঠে ফিরবেন, তা নিয়েও থাকছে সংশয়।

মেসির বেতন ১৮০ কোটি

ফ্লোরিডা, ৩০ অক্টোবর : ইন্টার মায়ামির সঙ্গে আরও তিন বছরের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন লিওনেল মেসি। চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধির পরও মেজর লিগ সকারে সর্বোচ্চ বেতনভুক ফুটবলার থাকছেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা।

নতুন চুক্তি অনুযায়ী ইন্টার মায়ামি থেকে বছরে ২০.৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বেতন পাবেন মেসি। ভারতীয় মুদ্রায় অঙ্কটা প্রায় ১৮০.৫ কোটি টাকা। মেজর লিগ সকারে সর্বাধিক বেতনভুক ফুটবলারদের তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন টটেনহাম হটস্পার থেকে লস অ্যাঞ্জেলস এফসি-তে যোগ দেওয়া দক্ষিণ কোরিয়ার ফুটবলার সন ইয়ং মিন। তাঁর বেতন বার্ষিক ১১.২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। মেসির বার্ষিক বেতন তার প্রায় দ্বিগুণ।

এই মুহূর্তে তালিকায় তিন নম্বরে রয়েছেন ক্লাব ফুটবলে মেসির দীর্ঘদিনের সতীর্থ সের্জিও বুস্কেটস। ইন্টার মায়ামি থেকে বছরে ৮.৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বেতন পান তিনি। অবশ্য এই মরশুম শেষেই পেশাদারি ফুটবল জীবনে ইতি টানছেন সেই বুস্কেটস।

টি২০ 'বিপ্লবে' রোহিতকে কৃতিত্ব দ্রাবিড়ের

জল্পনা ছিল, আগামী আইপিএলে রোহিত শর্মা কলকাতা নাইট রাইডার্সে যেতে পারেন। যা উড়িয়ে দিয়ে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের পোস্ট, 'সূর্য আগামীকাল আবার উঠবে। এটা নিশ্চিত। কিন্তু 'নাইটে...' শুধু মুশকিলই নয়, অসম্ভব।'

নয়াদিল্লি, ৩০ অক্টোবর : আগ্রাসী ক্রিকেট। ভয়ডরহীন মেজাজ। অভিষেক শর্মা, তিলক ভার্মা, সূর্যকুমার যাদবদের আক্রমণাত্মক ক্রিকেটের নেপথ্যে নাকি রোহিত শর্মা! অধিনায়কের দায়িত্ব নিয়ে ভারতের টি২০ দলে কার্যত 'বিপ্লব' ঘটিয়েছিলেন হিটম্যানই। বদলে দিয়েছিলেন দলের মানসিকতা। বর্তমান দল যা বহন করে চলেছে। এক অনুষ্ঠানে রোহিতকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়ে এমন দাবি করেছেন রাহুল দ্রাবিড়।

'দলের ভাবনাকে বদলে দিয়েছিল ও'

রোহিতের সঙ্গে জুটি বেঁধে গত টি২০ বিশ্বকাপ এনে দিয়েছিলেন দেশকে। হেডকোচ হিসেবে সামনে থেকে দেখেছেন অধিনায়ক রোহিতকে। সেই অভিজ্ঞতা থেকে এদিন 'ব্রেকফাস্ট উইথ চ্যাম্পিয়ন্স' শীর্ষক অনুষ্ঠানে দ্রাবিড় বলেছেন, 'আমি দায়িত্ব নেওয়ার আগে কী হয়েছে, তা নিয়ে বলতে চাই না। বলাও উচিত নয় বলে মনে করি। তবে ভারতীয় দলের দায়িত্ব নেওয়ার পর রোহিতের সঙ্গে পরিকল্পনা নিয়ে প্রচুর আলোচনা করেছি। বরাবর আগ্রাসী ক্রিকেটের কথা বলত। চাইত, দল যেন আরও আক্রমণাত্মক ক্রিকেট খেলে।'

রোহিতের যে ভাবনাকেই আঁকড়ে ধরেছিলেন হেডস্যর দ্রাবিড়। সুফলও পেয়েছিলেন। বুঝে গিয়েছিলেন, টি২০ ক্রিকেটকে বদলে দিতে এটাই সঠিক রাস্তা। যার সুফল সবার সামনে। কৃতিত্বের ভাগ অবশ্য নিজে নিতে নারাজ 'মিস্টার ডিপেন্ডেবল'। দ্রাবিড়ের কথায়, 'বেশিরভাগ কৃতিত্বটা প্রাপ্য রোহিতের। ও দলকে এই দিশায় চালিত করেছিল। আরও বেশি করে আগ্রাসন এনেছিল খেলার মধ্যে।'

দ্রাবিড়ের দাবি, শুধু ভারত নয়, টি২০ ক্রিকেটের ভাবনাকেই কার্যত বদলে দিয়েছিল টিম রোহিত। তিনি বলেন, 'বর্তমানে টি২০ ফর্ম্যাটে ভারতীয় ব্যাটিং একেবারে অন্য পর্যায়ে রয়েছে। প্রতি ম্যাচেই তিনশোর কাছাকাছি রানের হাতছানি। বিশ্বের বাকি দলগুলিও এখন ভারতের পথে হাঁটতে চাইছে। আগামী ৩-৪ বছরের মধ্যে সবাই চাইবে এব্যাপারে ভারতের সঙ্গে টক্কর নিতে।'

ভারতের হয়ে টি২০ ফরম্যাট সেভাবে খেলার সুযোগ পাননি দ্রাবিড়। আইপিএলে বেশ কয়েক বছর চুটিয়ে খেললেও অতিবড় ভক্তও তাঁকে টি২০ স্পেশালিস্ট বলবেন না। যদিও কোচ হিসেবে মানিয়ে নিতে অসুবিধা হয়নি। ভারতীয় কোচের দায়িত্বে ইতিও টেনেছিলেন টি২০ বিশ্বকাপ জিতে। দ্রাবিড় যদিও পুরো কৃতিত্বটা রোহিত এবং দলকে দিচ্ছেন। বরাবর পর্দার আড়ালে কাজ করায় বিশ্বাস 'দ্য ওয়াল'-এর যুক্তি, পরিকল্পনা তৈরি করা, ক্রিকেটারদের দিশা দেখানো কোচের দায়িত্ব। কিন্তু মাঠে নেমে তার সঠিক বাস্তবায়নই আসল। অধিনায়ক, দলের বাকি ক্রিকেটাররাই যা করে থাকেন। মাঠে ঝুঁকিটা নিতে হয় খেলোয়াড়দের। প্রশংসা তাই ক্রিকেটারদের প্রাপ্য। আর দলের যে ভাবনাকে চালিত করেন অধিনায়ক। ভারতীয় দলের দায়িত্বে রোহিত সেটাই করে দেখিয়েছেন। বিপ্লব ঘটিয়েছেন টি২০ ক্রিকেটে।

চোট সারিয়ে বিরাট জার্সিতে ঋষভ

১৮ নম্বর জার্সি পরে কিপিং করলেন ঋষভ পন্থ। বৃহস্পতিবার।

বেঙ্গালুরু, ৩০ অক্টোবর : প্রায় তিন মাস পর চোট সারিয়ে ক্রিকেটে ফিরেছেন ঋষভ পন্থ। মাঠে ফিরেই ফের চর্চার কেন্দ্রে তিনি। বৃহস্পতিবার বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে প্রথম বেসরকারি টেস্টে দক্ষিণ আফ্রিকা 'এ'-র বিরুদ্ধে নেমেছে ভারত 'এ'। আর সেই ম্যাচেই বিরাট কোহলির ১৮ নম্বর জার্সি গায়ে মাঠে নামেন ভারত 'এ' দলের অধিনায়ক ঋষভ।

সামাজিক মাধ্যমে ঋষভের নতুন জার্সি নিয়ে শুরু হয়েছে চর্চা। ক্রিকেটপ্রেমীরা দাবি জানিয়েছেন, শচীন তেন্ডুলকারের ১০ এবং মহেন্দ্র সিং ধোনির ৭ নম্বর জার্সির মতো বিরাটের ১৮ নম্বর জার্সিও অবসরে পাঠানো হোক।

টসে হেরে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে প্রথম দিনের শেষে দক্ষিণ আফ্রিকার স্কোর ২৯৯/৯। ৭১ রান করেন ওপেনার জর্ডন হারমান। তাঁকে যোগ্য সংগত দেন জুবেইর হামজা (৬৬)। তনুষ কোটিয়ান ৪ উইকেট পেয়েছেন।

শতরানের পথে রিভার্স ফ্লিকে বাউন্ডারি মারছেন জেমিমা রডরিগেজ। ১৩৪ বলে ১২৭ রান করে অপরাজিত থাকলেন। যার সুবাদে ওডিআইয়ে রানতাড়ার রেকর্ড গড়ে ৮ বছর পর মহিলাদের বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠল ভারতীয় দল। বৃহস্পতিবার নবি মুম্বইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে।

ফাইনালে তুলে কাঁদলেন জেমিমা

নবি মুম্বই, ৩০ অক্টোবর : বিশ্বকাপের শুরুতে পাঁচ নম্বরে ব্যাট করছিলেন জেমিমা রডরিগেজ। পর্যাপ্ত বল খেলার সুযোগ না পাওয়ায় বড় রান আসছিল না তাঁর ব্যাটে। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচে ৩ নম্বরে সুযোগ মিলতেই বিস্ফোরক অর্ধশতরান করে দেন জেমিমা। বৃহস্পতিবার তিন নম্বরে নেমে খেললেন ১৩৪ বলে অপরাজিত ১২৭ রানের ইনিংস। যা ভারতকে ফাইনালের টিকিট এনে দিয়েছে। আর তারপরই ম্যাচের সেরার পুরস্কার নিয়ে তিনি কেঁদে ভাসালেন। বললেন, 'যিশুকে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ দিতে চাই আমার মা-বাবা ও কোচকে - যারা আমার ওপর বিশ্বাস রেখেছেন।' এরপরই জেমিমা শুনিয়েছেন, 'জানতাম না আজও আমাকে তিন নম্বরে ব্যাটিং করতে হবে। আমি স্নান করছিলাম। ব্যাট করতে নামার ৫ মিনিট আগেই জানতে পারি। তখন থেকেই নিজের জন্য নয়, চেয়েছিলাম দেশের জন্য ম্যাচটা জিততে। কারণ আজ আমার পঞ্চাশ বা শতরান নয়, গুরুত্বপূর্ণ ছিল ভারতের জয়। চেয়েছিলাম, সেই লক্ষ্যে দেশকে পৌঁছে দিতে।'

ভরা গ্যালারির সামনে মেলবোর্ন মহারণ

দ্বিতীয় টি২০-তে পারদ চড়ছে অভিমান জুটি- অভিষেক শর্মা ও শুভমান গিলকে নিয়ে।

মেলবোর্ন, ৩০ অক্টোবর : ক্যানবেরার কাহিনী হতাশার। তুমুল বৃষ্টির। সঙ্গে ম্যাচ ভেস্তে যাওয়ারও। সেই হতাশা কাটিয়ে নয়া শুরুর লক্ষ্যে আজ ক্যানবেরা থেকে মেলবোর্ন পৌঁছে গিয়েছে ভারত ও অস্ট্রেলিয়া, দুই দলই। টানা ম্যাচ ও অস্ট্রেলিয়ার এক শহর থেকে অন্যত্র যাতায়াতের ধকলের কারণে বৃহস্পতিবার দুই দলেরই অনুশীলন ছিল না। তবে অনুশীলন না থাকলেও মেলবোর্ন বিমানবন্দরে দুই দলকে নিয়েই হুড়োহুড়ি নজরে এসেছে। সঙ্গে ছিল টিম ইন্ডিয়ার সদস্যদের একটু ছুঁয়ে দেখার আকুতি। শুক্রবার মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে সেই একই ছবি দেখা যাবে। ক্যানবেরার মতো মেলবোর্নে শুক্রবার বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই। ফলে মনে করা হচ্ছে, পাঁচ ম্যাচের টি২০ সিরিজের প্রথম ম্যাচ ভেস্তে গেলেও আগামীকাল দ্বিতীয় ম্যাচে মেলবোর্ন মহারণ জমজমাট হতে চলেছে।

অস্ট্রেলিয়া বনাম ভারত
দ্বিতীয় টি২০
সময় : দুপুর ১.৪৫ মিনিট
স্থান : মেলবোর্ন
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টার

দুই দলের প্রথম একাদশেই বদলের সম্ভাবনা প্রায় নেই। যদি একান্তই কিছু রদবদল হয়, তাহলে খেলা শুরুর আগে সেটা হতে পারে। শেষ পর্যন্ত দুই দল তাদের প্রথম একাদশে কোনও পরিবর্তন করবে কিনা, সময় তার জবাব দেবে। তার আগে আগামীকাল সন্ধ্যার এমসিজি-তে একটি আসনও খালি থাকার কথা নয়। স্থানীয় ক্রিকেটমহলের দাবি, ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় টি২০ ম্যাচকে কেন্দ্র করে গ্যালারিতে অন্তত ৯০ হাজার দর্শক থাকবেন। সেই দর্শকাসনের একটা বড় অংশ নিশ্চিতভাবেই সূর্যকুমার যাদবের ভারতের জন্য গলা ফাটাবে।

ক্যানবেরায় খেলা হয়েছিল মাত্র ৯.৪ ওভার। গতরাতের সেই বৃষ্টিতে ভেস্তে যাওয়া সেই ম্যাচে প্রথমে ব্যাটিং করে ৯৭-১ করেছিল টিম ইন্ডিয়া। অভিষেক শর্মা দুর্দান্ত শুরু করেছিলেন। পরে তিন নম্বরে নেমে অধিনায়ক সূর্যকুমার ছন্দে ফেরার ইঙ্গিতও দিয়েছেন। ২৪ বলে অপরাজিত ৩৯ রানের ইনিংসের মাধ্যমে স্কাই প্রমাণ করেছেন, তিনি ছন্দেই রয়েছেন। সাম্প্রতিক অতীতে তাঁর ব্যাটে রান নেই বলে যে রটনা চলছিল, সেটা সঠিক তথ্য নয়। সূর্যকুমারের ফর্ম যদি ভারতীয় দলের জন্য দারুণ পজিটিভ একটি দিক হয়ে থাকে ক্যানবেরায়। তাহলে অন্য একটি দিকও রয়েছে। স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে টি২০ ক্রিকেটের আসরে গতরাতে তিন স্পিনারে দল নামিয়েছিলেন কোচ গৌতম গম্ভীর। রহস্যজনকভাবে টি২০ ক্রিকেটের এক নম্বর জোরে বোলার অর্শদীপ সিংকে প্রথম একাদশে রাখা হয়নি। ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের এমন সিদ্ধান্ত নিয়ে ইতিমধ্যেই তুমুল সমালোচনা হয়েছে। কাল দল অপরিবর্তিত রাখলে ফের সমালোচনা শুরু হবে নিশ্চিতভাবেই।

তার আগে আজ ক্যানবেরা থেকে মেলবোর্ন পৌঁছোনোর পথে টিম ইন্ডিয়ার সদস্যদের দারুণ মেজাজে দেখা গিয়েছে। বিধ্বংসী ওপেনার অভিষেকের সঙ্গে অর্শদীপ ও শুভমান গিলদের খুনশুটির ভিডিও সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে ইতিমধ্যেই। এমন ফুরফুরে আবহাওয়ার মধ্যে টিম ইন্ডিয়ার সদস্যরা দেখিয়ে দিয়েছেন, তাঁরা ক্যানবেরাকে অতীত করে দিয়ে কাল মেলবোর্নে নয়া শুরু করতে তৈরি। ২০২২ সালে টি২০ বিশ্বকাপের আসরে এমসিজি-র দরবারেই দুর্দান্ত কিছু ম্যাচ জয়ের অভিজ্ঞতা রয়েছে টিম ইন্ডিয়ার। তুলনায় অস্ট্রেলিয়া দলে তরুণ ক্রিকেটারে ভর্তি। নাথান এলিস, টিম ডেভিডরা আগামীকাল অস্ট্রেলিয়ার জার্সিতে প্রথমবার মেলবোর্নের ভরা গ্যালারির সামনে আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলতে নামছেন। ফলে এলিসের মতো তরুণ ক্রিকেটারদের মনের অন্দরে টেনশনের চোরাস্রোত বইছে।

বিপক্ষ শিবিরের মানসিকতা, টেনশনের আবহের কথা না ভেবে সূর্যকুমারের দল আগামীকাল এমসিজি-তে নয়া শুরু চাইছে। যে শুরুর শেষটা হয়তো আগামী ফেব্রুয়ারি-মার্চের টি২০ বিশ্বকাপের মাধ্যমে হবে।

গুয়াহাটি টেস্টে আগে টি, পরে লাঞ্চ!

গুয়াহাটি, ৩০ অক্টোবর : ১৪৮ বছরের টেস্ট ইতিহাসে প্রথমবার। আগে চা পানের বিরতি। তারপর লাঞ্চ! এমন অবাক কাণ্ড ঘটতে চলেছে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের গুয়াহাটি টেস্টে (২২-২৬ নভেম্বর)। দেশের পূর্বদিকে অবস্থিত গুয়াহাটিতে আগে সূর্যোদয় হয়। সূর্যাস্তও তাড়াতাড়ি। তাই দিনের আলো ভালোমতো থাকতে থাকতে যত বেশি সম্ভব ওভার করে নিতেই এই অভিনব পদক্ষেপ। সম্মতি জানিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকাও। আধঘণ্টা এগিয়ে খেলা শুরু সকাল ৯টায়। ১১.২০ মিনিটে টি ব্রেক। দুপুর ১.২০ থেকে ৪০ মিনিটের লাঞ্চ। পরবর্তী ২ ঘণ্টায় দিনের অন্তিম সেশন।

কষ্টার্জিত জয় কেরালার

মারগাও, ৩০ অক্টোবর : জয় দিয়ে সুপার কাপ অভিযান শুরু করল কেরালা ব্লাস্টার্স এফসি। দক্ষিণের দলটির বিরুদ্ধে লড়েও ১-০ গোলে হার রাজস্থান ইউনাইটেড এফসি-র। কেরালাকে চাপে ফেলতে না পারলেও তাদের রক্ষণকে কঠিন পরীক্ষার মুখে ফেলল আই লিগের ক্লাব রাজস্থান ইউনাইটেড। প্রথমার্ধে বহু চেষ্টা করেও রাজস্থানের রক্ষণে চির ধরাতে ব্যর্থ আদ্রিয়ান লুনা, দানিশ ফারুখরা। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই সরাসরি লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন রাজস্থানের গুরসিমরত সিং। অবশেষে ৮৭ মিনিটে দশজনের রাজস্থানের বিরুদ্ধে কেরালার হয়ে জয়সূচক গোলটি করেন কোলডো ওবিয়েতা।

অলিম্পিকে ক্রিকেট

আইওসি-র সঙ্গে আলোচনায় শা

নয়াদিল্লি, ৩০ অক্টোবর : আগামী লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকে ক্রিকেটের প্রত্যাবর্তন নিয়ে চলতি সপ্তাহের শুরুতে আইওসি সভাপতি ক্রিস্টি কভেন্ট্রির সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শা। দুই পক্ষের মধ্যে বৈঠকের বিষয়বস্তু নিয়ে পরে আইসিসি চেয়ারম্যান জয় সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, 'অলিম্পিকের প্রসারে ক্রিকেট কতটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে, তা নিয়ে আইওসি সভাপতির সঙ্গে আলোচনা হয়েছে।'

রিঙ্কুদের নতুন কোচ হলেন অভিষেক নায়ার

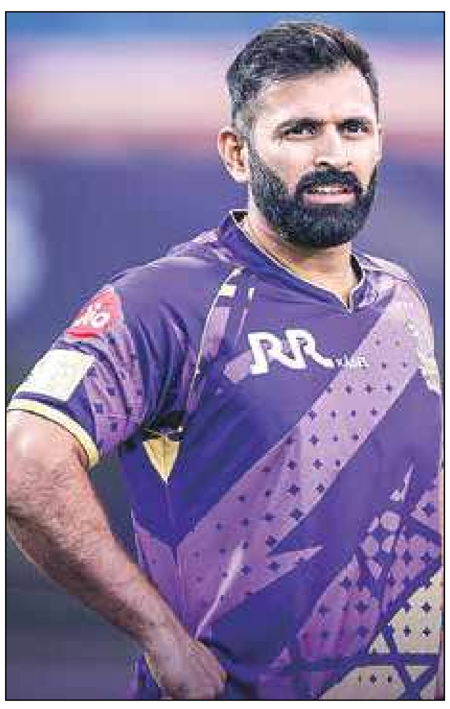

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ অক্টোবর : জল্পনায় অবসান। কলকাতা নাইট রাইডার্সের নতুন কোচ হলেন অভিষেক নায়ার। দিনকয়েক আগেই অভিষেক রিঙ্কু সিংদের নয়া কোচ হতে পারেন, এমন সম্ভাবনার প্রতিবেদন উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত হয়েছিল। আজ কেকেআরের তরফে সেই জল্পনায় সিলমোহর পড়ল।

শেষ আইপিএল মরশুমটা একেবারেই ভালো যায়নি নাইটদের। ব্যর্থতার পর দলের কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত ছাঁটাই হয়েছিলেন। দলের বোলিং কোচ ভরত অরুণ কেকেআর ছেড়ে লখনউয়ে চলে গিয়েছিলেন। ফলে নাইটদের অন্দরে নতুন কোচের সন্ধান চলছিলই। পণ্ডিতের উত্তরসূরি হিসেবে মাঝের সময়ে ইংল্যান্ডের ইয়োন মরগ্যান, প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক রাহুল দ্রাবিড়ের নাম ভেসেছিল। যদিও বাস্তবে কেকেআর টিম ম্যানেজমেন্টের তরফে নতুন কোচ হিসেবে এমন একজনকে বেছে নেওয়া হল, যাঁকে নাইটদের ঘরের ছেলে বললেও ভুল হবে না। আজ বিকেলের দিকে ২০২৬ সালের আইপিএলের লক্ষ্যে নাইটদের নয়া কোচ হিসেবে অভিষেকের নাম ঘোষণা করে সিইও ভেঙ্কি মাইসোর বলেছেন, '২০১৮ সাল থেকে অভিষেক কেকেআর পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। মাঠের ভিতরে, বাইরে ও আমাদের ক্রিকেটারদের তৈরি হতে সাহায্য করে। দলের সকলের সঙ্গেই অভিষেকের দারুণ সম্পর্ক। ওর মতো একজনকে দলের প্রধান কোচের দায়িত্ব দিতে পেরে আমরা শিহরিত। আশা করব, অভিষেকের কোচিংয়ে কেকেআর আগামী আইপিএলে দারুণ সফল হবে।'

দিনকয়েক আগে সরকারিভাবে অভিষেককে দলের প্রধান কোচ হওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। একটু সময় নিয়ে তিনি রাজি হতেই আজ সরকারি ঘোষণা হয়ে গেল। বিকেলের দিকে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর তরফে নাইটদের নতুন কোচের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেছেন, 'কেকেআরের সঙ্গে দীর্ঘসময় ধরে রয়েছি। এত বড় দায়িত্ব এই প্রথম। চেষ্টা করব দলকে সাফল্যের পথে নিয়ে যেতে।'

লড়ে হার মহমেডানের

বেঙ্গালুরু এফসি-২
(কেলভিন ও সুনীল-পেনাল্টি)
মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব-০

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

মারগাও, ৩০ অক্টোবর : সম্পূর্ণ ভাঙাচোরা একটা দল নিয়ে বেঙ্গালুরু এফসি-র মতো হেভিওয়েটকে ৩৪ মিনিট পর্যন্ত আটকে রাখাও কৃতিত্বের। আর সেই কৃতিত্বের ভাগীদার মাঠের হবে মেহরাজউদ্দিন ওয়াডুরও। এই প্রবল দুঃসময়ে পাশে থাকার জন্য। তিনি না থাকলে হয়তো মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবে এই সুপার কাপে খেলাই হত না। এদিন তো রিজার্ভ বেঞ্চে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ফুটবলারও ছিল না। কিন্তু এই নিয়েই তারকাখচিত বেঙ্গালুরুর বিপক্ষে মহমেডানের লড়াই মনে রাখার মতো। ৩৪ মিনিটে বক্সের মাথা থেকে নেওয়া শটে কেলভিন সিং তাওরেমের গোলটা অনবদ্য। বিশেষকিছু করার ছিল না ডিফেন্স বা গোলরক্ষকের। বাকি সময় গোলের নীচে তৎপর থাকার চেষ্টা করেছেন শুভজিৎ ভট্টাচার্য। ৫৭ মিনিটে রায়ান উইলিয়ামের একটা ক্রস থেকে সুনীল ছেত্রীর শট সামনে থেকে বাঁচান সাদা-কালো গোলকিপার। যদিও তিনি অফসাইড ছিলেন কিন্তু এই অনামী তরুণের চেষ্টা দেখে স্বয়ং সুনীল ছেত্রীই হাততালি দিয়ে তাঁকে উৎসাহ দেন। গত বছর আইএসএলে খেলা সাজ্জাদ হোসেন প্যারি প্রকৃত অধিনায়কের মতোই নেতৃত্ব দিয়েছেন গোটা দলকে।

তবে এর বাইরে প্রথমার্ধে খুব বেশি সুযোগও পায়নি বেঙ্গালুরু। তবে ৭৯ মিনিটে রায়ান ব্যাসফেল্ডের শট পোস্টে লাগে। সুনীল দ্বিতীয়ার্ধে মাঠে নামেন। তাঁকে বক্সের মধ্যে ধাক্কা দেন দীনেশ মিতেই। রেফারি অশ্বীন পেনাল্টির নির্দেশ দিলে তা থেকে ৮৬ মিনিটে গোল সুনীলের। এদিন মহমেডান যা খেলেছে তাতে প্রাপ্য বাকি দুই ম্যাচে পয়েন্ট পেলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

মহমেডান : শুভজিৎ, জোসেফ, দীনেশ মিতেই, সাজ্জাদ, জসিম, যশ চিকারো, লালথানকিমা (ম্যাক্সিওন), লালনগাইসাকা, টাংভা, বামিয়া, অ্যাডিসন (লালরোথাঙ্গা)।

গোলের পর হ্যারি কেন।

মিলানের রেকর্ড ভাঙল বায়ার্ন

মিউনিখ, ৩০ অক্টোবর : সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টানা ১৪টি ম্যাচ জয়। এসি মিলানের রেকর্ড ভাঙল বায়ার্ন। ডিএফবি পোকালের দ্বিতীয় রাউন্ডে কোলন এফসি-কে ৪-১ গোলে বিধ্বস্ত করেছে বায়ার্ন মিউনিখ। জোড়া গোল করেন হ্যারি কেন। বাকি দুটি গোল করেন লুইস দিয়াজ ও মাইকেল ওলিসে। কোলনের গোলটি রানার আচিরের। এই জয়ের সুবাদে টানা সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টানা ১৪ ম্যাচ জিতেছে বায়ার্ন মিউনিখ। ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগে কোনও দলের এই কৃতিত্ব নেই। এর আগে টানা ম্যাচ জয়ের নজির ছিল এসি মিলানের। ১৯৯২-'৯৩ মরশুমে ইতালিয়ান দলটি সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টানা ১৩টি ম্যাচ জিতেছিল। এবার সেই নজির ভেঙে দিলেন কেনরা।

চ্যাম্পিয়ন ডায়মন্ড

কলকাতা, ৩০ অক্টোবর : অয়েল ইন্ডিয়া গোল্ড কাপে চ্যাম্পিয়ন হল ডায়মন্ড হারবার এফসি। ফাইনালে তারা ২-০ গোলে হারাল শিলং লাজং এফসি-কে। ডায়মন্ডের হয়ে গোল দুইটি করেন ব্রাইট এনোবাখারে ও জবি জাস্টিন।

ত্রিপুরার বিরুদ্ধে বোলিংয়ে অস্ত্র দুই ভাইয়ের জুটি

জোড়া অভিষেকের সম্ভাবনা বাংলার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ অক্টোবর : পিচে ঘাস রয়েছে। কিন্তু খুবই সামান্য। সারাদিন ধরে আকাশে মেঘের আনাগোনা। মেঘলা আকাশের নীচেই আগরতলার মহারাজা বীর বিক্রম কলেজের মাঠে অনুশীলন সারল বাংলা।

আকাশে মেঘ থাকার ফলে দিনের একটা বড় সময় পিচ ঢাকা ছিল বৃহস্পতিবার। ফলে শনিবার আগরতলায় ত্রিপুরার বিরুদ্ধে রনজি ট্রফির ম্যাচের লক্ষ্যে নিজেদের দলের কম্বিনেশন এখনও চূড়ান্ত করতে পারেনি বাংলা টিম ম্যানেজমেন্ট। তবে দলের অন্দরের খবর, ত্রিপুরা ম্যাচে বাংলার

> প্রথম একাদশের কম্বিনেশন এখনও চূড়ান্ত করিনি আমরা। বৃষ্টির সম্ভাবনার পাশে একটু শুকনো পিচ ভাবাচ্ছে আমাদের। দেখা যাক কী হয়। শুক্রবার সকালে অনুশীলনের পরই প্রথম একাদশ চূড়ান্ত হবে।
>
> **লক্ষ্মীরতন শুক্লা**

জার্সিতে জোড়া অভিষেক হতে চলেছে নিশ্চিতভাবেই। গুজরাটের বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচে চোট পেয়ে তিন সপ্তাহের জন্য ক্রিকেটের বাইরে চলে যাওয়া ওপেনার সুদীপ চট্টোপাধ্যায়ের পরিবর্তে ত্রিপুরা ম্যাচে রনজি অভিষেক হতে চলেছে আদিত্য পুরোহিতের। অন্যদিকে,

দুই ভাই মহম্মদ সামি ও কাইফকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিচ্ছেন শিবশংকর পাল।

জোড়া স্পিনারে দল নামানোর ভাবনা থেকে অফস্পিনার রাহুল প্রসাদেরও রনজি অভিষেক হওয়ার কথা শনিবার। সন্ধ্যার দিকে আগরতলা থেকে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে বলছিলেন, 'প্রথম একাদশের কম্বিনেশন এখনও চূড়ান্ত করিনি আমরা। বৃষ্টির সম্ভাবনার পাশে একটু শুকনো পিচ ভাবাচ্ছে আমাদের। দেখা যাক কী হয়। শুক্রবার সকালে অনুশীলনের পরই প্রথম একাদশ চূড়ান্ত হবে।'

ত্রিপুরার বিরুদ্ধে ম্যাচে বাংলার ওপেনিং জুটি বদলাচ্ছে। চার পেসারে খেলার স্ট্র্যাটেজি থেকে সরছে টিম বাংলা। বদলে এবার দুই ভাইয়ের পেস আক্রমণ বাংলার তুরুপের তাস হতে চলেছে। বড় অঘটন না হলে শনিবার থেকে শুরু হতে চলা ত্রিপুরার বিরুদ্ধে রনজি ম্যাচে বাংলার বোলিংয়ের মুখ হিসেবে মাঠে নামবেন মহম্মদ সামি ও তাঁর ভাই মহম্মদ কাইফ। আজ সকালের অনুশীলনে সামি বোলিং করেননি। কিন্তু তাঁর ভাই কাইফকে দীর্ঘসময় নেটে বোলিং করতে দেখা গিয়েছে। বোলিং কোচ শিবশংকর পালের সঙ্গেও আলাদাভাবে কথা বলেছেন তাঁরা। কোচ লক্ষ্মীরতনের কথায়, 'সামি শেষ দুইটি ম্যাচে ৬৮ ওভার বল করেছে। ফলে ওকে ফিট রাখার পাশে ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের বিষয়টাও ভাবতে হবে আমাদের। দেখা যাক কী হয়।'

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন দক্ষিণ দিনাজপুর-এর এক বাসিন্দা

নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি থেকে এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জয়লাভ করে আমি অত্যন্ত আনন্দিত, এমন কিছু যা আমি কখনও কল্পনাও করিনি। এই ছোট্ট টিকিটটি আমার জীবনে অনেক আনন্দ এবং ইতিবাচক অর্থ এনে দিয়েছে। এই অপ্রত্যাশিত বিজয়ের জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণ দিনাজপুর - এর এক জন বাসিন্দা প্রণব কুমার দাস - কে 06.08.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 59A 41462

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

কোচবিহারের নেতৃত্বে সাব্বির

দিনহাটা, ৩০ অক্টোবর : মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘিতে এমএলএ কাপ রাজ্য প্রো বল শুক্রবার শুরু হবে। যার জন্য কোচবিহার দল বৃহস্পতিবার রওনা হল। দলের নেতৃত্বে রয়েছেন সাব্বির হোসেন। বাকিরা হলেন মতিন সরকার, রৌশন আলম, রহমত আলি, সাদ্দাম হোসেন, আব্দুল রহমান, জয়ন্ত বর্মন, আল আমিন রহমান, তন্ময় বর্মন, মনসুর হাবিবুল্লাহ, রাজু ঘোষ ও মাসুম রাজা।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন সুহানি রায়। -অমিতকুমার রায়

ক্রিকেট দলবদল

আলিপুরদুয়ার, ৩০ অক্টোবর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ও সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগের জন্য দলবদল শুক্রবার শুরু হবে। চলবে ২ নভেম্বর পর্যন্ত। ৩১ অক্টোবর ও ১ নভেম্বর সংস্থার দপ্তরে এবং ২ নভেম্বর ফালাকাটা সুভাষপল্লি ক্লাব ও বীরপাড়া জুবিলি ক্লাবে দলবদল প্রক্রিয়া হবে।

ফাইনালে কাঠামবাড়ি

হলদিবাড়ি, ৩০ অক্টোবর : বক্সিগঞ্জ বসরাজবালা ভিওয়াইএস ক্লাব ও পাঠাগারের বক্সিগঞ্জ মহিলা ফুটবলে ফাইনালে উঠল ভোরের আলো কাঠামবাড়ি রিক্রিয়েশন ক্লাব। বৃহস্পতিবার তারা ৩-২ গোলে মাথাভাঙ্গা মহকুমা ক্রীড়া সংস্থাকে হারিয়েছে। ম্যাচের সেরা কাঠামবাড়ির সুহানি রায়। ফাইনালে খেলবে কাঠামবাড়ি ও গ্রিন জলপাইগুড়ি। আয়োজকদের তরফে রুহুল আমিন সরকার জানিয়েছেন, ফাইনালের দিন পরবর্তীতে নির্ধারিত হবে।

ক্যারাটেতে শ্রীতনা, সৌরভ

কোচবিহার, ৩০ অক্টোবর : ভুবনেশ্বরে ১-২ নভেম্বর ইস্ট ইন্ডিয়া ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় নামবে কোচবিহারের শ্রীতনা মুখোপাধ্যায় ও সৌরভ হোসেন। তাঁদের কোচ রাহুল হরিজন জানিয়েছেন, শ্রীতনা মেয়েদের ৩৫ কেজি এবং সৌরভ ছেলেদের ৪৩ কেজি ওজন বিভাগে কাতা ও কুমিতে ক্যাটাগোরিতে অংশ নেবে।

ইস্ট ইন্ডিয়া ক্যারাটেতে নামবে শ্রীতনা মুখোপাধ্যায় ও সৌরভ হোসেন। -জয়দেব দাস

প্রয়াত ক্রীড়া সংগঠক দিলীপ

রায়গঞ্জ, ৩০ অক্টোবর : প্রয়াত হলেন রায়গঞ্জ তথা উত্তর দিনাজপুর জেলার ব্যাডমিন্টন ও ফুটবলের অন্যতম প্রাণপুরুষ দিলীপ বোস। বুধবার রাতে তিনি প্রয়াত হন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। তিনি জেলার ক্রীড়াক্ষেত্রে সফল খেলোয়াড় ছিলেন। দীর্ঘদিন দায়িত্ব সামলেছেন দক্ষ ক্রীড়া সংগঠক হিসেবে। রায়গঞ্জ শহরের মিলনপাড়া এলাকার বাসিন্দা ছিলেন তিনি। ১৯৭৮ সালে চালু হওয়া উত্তর দিনাজপুর ব্যাডমিন্টন সংস্থার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন দিলীপ। তাঁর হাত দিয়ে জাতীয় স্তরের অনেক শাটলার তৈরি হয়েছে।

পাশাপাশি জেলার ফুটবল জগতেও অবাধ বিচরণ ছিল তাঁর। অনেক ফুটবলার তিনি নিজের হাতে তৈরি করেছিলেন। তাঁর প্রয়াণে শোকের ছায়া জেলার ক্রীড়ামহলে।

উত্তর দিনাজপুর ব্যাডমিন্টন সংস্থার সচিব নির্মল কুমার ঘোষ বলেছেন, 'দিলীপ একজন দক্ষ খেলোয়াড় ও কোচ ছিলেন। বিগত দিনে তাঁর হাত ধরে জেলায় অনেক সাফল্য এসেছে। তাঁর প্রয়াণে জেলার ক্রীড়াজগত বিশেষত ব্যাডমিন্টন জগত অভিভাবকহীন হয়ে পড়ল।'

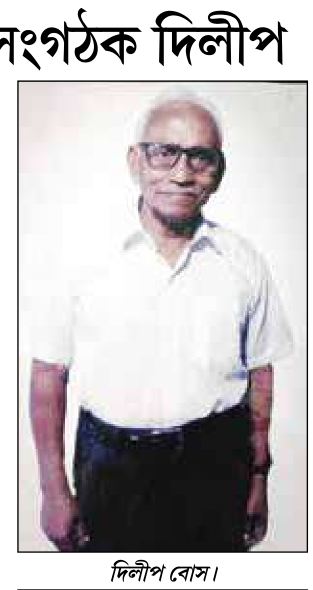

দিলীপ বোস।